ম্যাদাম বোভারী

(গুস্তাব ফ্লাবেয়ার)

অনুবাদক—শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দি বুক সোসাইটী

২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
ও
শ্রীরবিকিরণ মুখোপাধ্যায়
২২১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র ঘোষ,
শ্রীলক্ষ্মী প্রেস
৮১নং সিমলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

গুস্তাব ফ্লাবেয়ার

ম্যাদাম বোভারী

প্রথম সংস্করণ—জন্মাষ্টমী ১৩৪৮

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের গল্পের বই।

১। যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন

২। হর্ষবর্দ্ধন অপহরণ

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

৩। বিজ্ঞান বুড়োর গল্প

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

ম্যাদাম বোভারী

জগতে যে কয়েকখানি উপন্যাস যুগান্তকারী বলিয়া স্বীকৃত—'ম্যাদাম বোভারী' তাহার অন্যতম। এই উপন্যাসের লেখক হইলেন, বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক গুস্তাব ফ্লবেয়ার। ফরাসী সাহিত্যে এমন এক সময় ছিল যখন ভিক্‌টর হুগোর বলিষ্ঠ আদর্শবাদ সমগ্র ফরাসী সাহিত্যকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ছিল যে, যিনি যাহা লিখিতে যাইতেন, তাহাই অল্প বিস্তর ভিক্‌টর হুগোর বিরাট সৃষ্টির নকল হইয়া পড়িত। সেই সময় একদল প্রতিভাশালী ফরাসী লেখক হুগোর প্রভাবের সেই অবশ্যম্ভাবিতা হইতে নিজেদের প্রতিভাকে রক্ষা করিবার জন্য, উপন্যাস এবং গল্প রচনায় জীবনকে দেখিবার এক নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী আবিষ্কার করিলেন, তাহারই নাম পরে দাঁড়াইল "রিয়ালিজিম্" অর্থাঃ বস্তুতন্ত্রতা বা বাস্তবতা। কল্পনায় বা কোন বৃহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জীবনকে অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখিয়া, তাঁহারা জীবনকে, জীবনের ঘটনাধারাকে এবং সেই ঘটনা ধারার আবর্ত্তে আলোড়িত নরনারীকে বাস্তব-রূপে চিত্রিত করিতে লাগিলেন। প্রতিদিনের সহজ দৈনন্দিতার মধ্যে, জীবনের প্রতিদিনের অতি সাধারণ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে, মানব-মনের বিচিত্র লীলার পরিচয় তাঁহারা দেখাইতে লাগিলেন। ম্যাদাম বোভারী সেই বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যতম আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রচনা। সামান্য গ্রামের এক সামান্য মেয়ে, তাহার মনে ছিল জীবন সম্বন্ধে নানা স্বপ্নময় ধারণা, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে তাহার সেই স্বপ্নময় জগৎ দুঃস্বপ্নে পরিণত হইল, 'ম্যাদাম বোভারী' তাহারই কাহিনী।

এক

ক্লাসে পড়িতে যাইবার পূর্ব্বে ছেলেরা যে-ঘরে বসিয়া পড়া তৈয়ারী করিতেছিল, হঠাৎ সেই ঘরে হেডমাষ্টার আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় নিদ্রিত ছাত্র-মহলে চকিতে একটা সজাগ ভাব ফুটিয়া উঠিল। ছাত্রেরা সহসা চমকাইয়া এমন ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল যে, দেখিলেই মনে হয় যে তাহারা সত্যই পড়ায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিল।

হেডমাষ্টার হাত নাড়িয়া সকলকে বসিতে বলিলেন। তারপর, ছেলেদের পড়াশোনার তদারক যিনি করিতেছিলেন, তাঁহাকে ডাকিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "মুঁস্তিয়ে রোজার, আজকে একটী নতুন ছেলেকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। এখন তাকে দ্বিতীয় মানে রাখা হচ্ছে, পরে যদি দেখা যায় যে পড়া-শোনায় সে সন্তোষজনক ভাবে এগুতে পেরেছে—তাহলে তার সম-বয়সীদের ক্লাসেই তাকে তুলে দেওয়া হবে। বুঝলেন?

এতক্ষণ সেই নবাগত ছেলেটীকে ভাল ভাবে দেখা যায় নাই। হেডমাষ্টার মহাশয়ের আড়ালেই সে দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতে সকলের দৃষ্টি তাহার উপর গিয়া পড়িল। অতি সাধারণ এক গ্রাম্য বালক, বয়স প্রায় পনেরো হইবে, তবে সেই বয়সের সাধারণ ছেলেদের চেয়ে কিছু লম্বা। কপালের ওপর থেকে বরাবর চুল খুব ছোট ছোট করিয়া কাটা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বেশ শান্ত শিষ্ট ছেলে, তবে আর একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে রীতিমত ভীতু।

ছেলেরা ইতিমধ্যে যে যাহার পড়া তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গিয়াছিল। নবাগত ছেলেটী উৎকর্ণ হইয়া সেই সম্মিলিত গুঞ্জন

শুনিতেছিল। একটুও এ-দিক ও-দিক না নড়িয়া, এমন কি পায়ের উপরে পা রাখিবারও সাহস তাহার কুলাইতেছিল না, একমনে কাঠ হইয়া সে শুনিতেছিল, যেন সে গির্জায় আসিয়া বসিয়াছে।

দুইটার ঘন্টা বাজিতেই ছেলেরা ক্লাসে যাইবার জন্য সারি দিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিতে, সে উঠিয়া ছেলেদের সঙ্গে সারিতে গিয়া দাঁড়াইল।

ক্লাসে মাষ্টার মহাশয় তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

—তোমার নাম কি হে?

অস্পষ্ট জড়ানো স্বরে সে কি বলিল তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

—আবার বল!

এবার আওয়াজ আরও ক্ষীণ। ছেলেদের চাপা হাসির মধ্যে তাহা আরও অস্পষ্ট বোধ হইল।

রুক্ষস্বরে মাষ্টার মহাশয় হাঁকিয়া উঠিলেন, জোরে বল!

প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া, যতদূর পর্য্যন্ত মুখ হাঁ করা যায় এবং বুকের সমস্ত জোর দিয়া, অতি দূর হইতে কাহাকে ডাকিতে হইলে যেমন তার স্বরে চীৎকার করা দরকার, তেমনি ভাবে চীৎকার করিয়া এক নিঃশ্বাসে সে বলিয়া উঠিল—সারবোভারী!

এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ক্লাসের ছেলেরা হাসিয়া ফাটিয়া পড়িল।

মাষ্টার মহাশয় তো অবাক্! সার্‌বোভারী আবার কি? অবশেষে বানান করিয়া বলিতে বলায় জানিতে পারিলেন যে তাহার নাম সার্‌লে বোভারী!

রাগিয়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ওঠ, ওঠ, ও বেঞ্চীতে আর নয়—পেছনে ঐ গাধার বেঞ্চীতে গিয়ে বসো! ওঠ! ওঠ!

ছেলেরা তখনও প্রাণের আনন্দে হাসিতেছিল। মাষ্টার মহাশয়ের দৃষ্টি এবার সেদিকে গিয়া পড়িল।

—কারা হাসছিলে? হুঁ, বড় মজা না—সবাইকে পাঁচশো লাইন করে কবিতা নকল করতে হবে!

হঠাৎ ক্লাস নিস্তব্ধ হইয়া আসিল।

—ঐ কোণে, কে হে! এখনও যে ফিক্ ফিক্ করে হাসা হচ্ছে—চুপ্!

তারপর নবাগত ছেলেটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আর দেখ, তুমি কুড়িবার ridiculus sum ধাতু প্রত্যয়টা সব লেখো! বুঝলে?

দুই

চার্লস বোভারীর বাবা ছিলেন একজন ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী সার্জ্জন-মেজর। কিন্তু ১৮১২ সাল নাগাদ এক গণ্ডগোলে ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়া চাকুরীটি চলিয়া যায়। তবে তাহাতে তিনি বিশেষ দমিলেন না—সুবিধা বুঝিয়া তিনি হাজার ফ্রাঙ্কস্ যৌতুক সহ এক বস্ত্র-ব্যবসায়ীর কন্যার হৃদয় জয় করিয়া লইলেন। তারপর নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রায় তিন বৎসর কাল ধরিয়া ঘরে বসিয়া পরমানন্দে স্ত্রীর অর্থের সদ্ব্যবহার করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর না হইলে তিনি শয্যাত্যাগ করিতেন না; যখনই জাগিয়া থাকিতেন তখনই দেখা যাইত তাঁহার মুখের শাদা মোটা পোর্সিলেনের

পাইপ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকার বদ্ অভ্যাস তাঁহার ছিল না। থিয়েটার না ভাঙ্গিলে তিনি বাড়ীতে ফিরিতেন না, অবশ্য ফিরিবার সময় সমস্ত 'কাফে'গুলি ঘুরিয়া তবে ফিরিতেন।

কিন্তু এভাবে বেশীদিন চলিল না। শ্বশুর মরিবার সময় জামাইএর জন্য কিছুই রাখিয়া মরিতে পারিলেন না। হাতে অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহা দিয়া তিনি কাপড়ের ব্যবসা খুলিয়া বসিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাতে কোনই সুবিধা হইল না—সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, তাহাও শেষ হইয়া গেল। তিনি ঠিক করিলেন যে গ্রামে গিয়া চাষবাস করিবেন—ভাবটা অনেকটা, চাষ-বাস করিয়া কিরূপে উন্নতি করিতে হয়, এবার তাহাই তিনি একহাত দেখাইয়া দিবেন। কিন্তু কাপড়ের ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা যতখানি ছিল, চাষ-বাস সম্বন্ধেও তার বেশী কিছু জ্ঞান তাঁর ছিল না; সেইজন্য তিনি ঘোড়াগুলিকে মাঠের কাজে না লাগাইয়া নিজেই নিশ্চিন্ত মনে চড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন; "সাইডার"* তৈয়ারী হইলে, তাহা আর কষ্ট করিয়া বেচিবার প্রয়োজন হইত না, তিনি নিজেই তাহা পান করিয়া নিঃশেষিত করিতেন; যে মুরগীগুলি বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠিত, মায়ায় পড়িয়া সেগুলিকে আর বেচিতে পারিতেন না—নিজের ব্যবহারের জন্যই তাহাদের রাখিয়া দিতেন; চর্ব্বি কিছু কিছু জমা হইত বটে কিন্তু তাহা জুতার পালিসেই লাগিয়া যাইত। এ হেন অবস্থায় কিছুকাল পরে তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাকে বড়লোক হইতে কেহই দিবে না। নিরুদ্যম, হতাশ এবং জগৎ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি আর এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

* আপেল হইতে তৈয়ারী একপ্রকার মিষ্ট সুরা।

এবার সার্লে বোভারীর কাছে ফিরিয়া আসা যাক। কোন রকমে স্কুলের পড়া শেষ করিয়া বোভারী রুয়েন কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। মার অন্তরের একমাত্র বাসনা যে তাঁহার ছেলে কৃতী পুরুষ হইয়া তাঁহার মুখ রক্ষা করিবে, তাই বাপের অমতেও ছেলেকে তিনি কলেজে পাঠাইয়াছেন।

রুয়েন এক লোহার ব্যবসায়ীর সঙ্গে বোভারীর মার পরিচয় ছিল। বোভারীকে সেই ভদ্রলোকটীর তত্ত্বাবধানেই থাকিতে হইত। মাসের মধ্যে একদিন তিনি বোভারীকে বাইরে বেড়াইবার জন্য ছুটি দিতেন—সঙ্গে তাঁহার চাকর থাকিত। কোথায় যাইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দিতেন। বন্দরের ধারে জাহাজ দেখিয়া আসিতে বলিতেন। তারপর সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফিরিয়া আসিয়া কলেজে ঢুকিতে হইত। সঙ্গে যে চাকরটি থাকিত, সেও গ্রামের লোক। তাহারই সঙ্গে আলাপ আলোচনায় মাসের মধ্যে সেই একটী দিনের ছুটি নিশ্চিন্তভাবে কাটিয়া যাইত।

কলেজে রীতিমত পরিশ্রম করার দরুণ ক্লাসের মাঝামাঝি সে প্রায়ই থাকিত। একবার প্রাণী-বিজ্ঞান বিষয়ে প্রায় প্রথম শ্রেণীর নম্বরও সে পাইয়াছিল।

কলেজে পড়ার তৃতীয় বছরে হঠাৎ বোভারীকে রুয়েন কলেজ হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হইল। ঠিক হইল, বোভারী ডাক্তারী পড়িবে।

তাহার মা নিজে আসিয়া সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন। ছেলের থাকিবার জন্য একটা স্বতন্ত্র ঘর ভাড়া করা হইল—বাড়ী থেকে একটা চেরী কাঠের তক্তাপোষ লইয়া আসিয়াছিলেন, কিছু নতুন আসবাব পত্রও কেনা হইল। পাছে ঠাণ্ডায় ছেলে কষ্ট পায় অথবা পড়ার অসুবিধা হয়,

সেইজন্য তিনি একটা লোহার ষ্টোভ্ এবং সেই সঙ্গে রাশাকৃত জ্বালানি কাঠও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। এক সপ্তাহ থাকিয়া নিজে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তবে তিনি গ্রামে ফিরিলেন।

কিন্তু সার্লে বোভারী যখন প্রথম পাঠ্য-তালিকার দর্শন পাইল, তখন তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। এমন সমস্ত বিষয়ের বক্তৃতা নিত্য শুনিতে হইবে, যাহার ধাতুগত অর্থ পর্য্যন্ত তাহার জানা নাই। একএকবার সেই পাঠ্যতালিকার দুরূহ ল্যাটিন নামগুলির দিকে সে চায়, আর তাহার মনে হয় যেন সেই সমস্ত অজানা নামের অন্ধকার রাজ্যে ছায়াময় সব ভীষণাকৃতি প্রেতমূর্ত্তি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

তবুও সে নিয়মিতভাবে লেক্চারে যোগদান করিতে লাগিল। প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া শুনিত, কিন্তু বুঝিত না—তবুও নিষ্ঠা সহকারে সে শুনিত। নোটবুক তৈয়ারী করিয়া রোজ বক্তৃতা নকল করিত, প্রত্যেক বক্তৃতায় যোগদান করিত—বুঝুক আর নাই বুঝুক প্রতিদিনের কাজ সে ঘড়ি ধরিয়া করিয়া যাইত, ঘানির বলদ যেমন প্রতিদিন নিয়মিত পাদক্ষেপে ঘুরিয়া চলে, কেন চলে তাহা জানিবার কোন দরকারই তাহার হয় না।

এইভাবে নিয়মের চাকায় চলিতে চলিতে একদিন হঠাৎ সে লেক্চার কামাই করিল। মন্দ লাগিল না। হঠাৎ বাঁধা পথ হইতে শুধু সরিয়া দাঁড়াইবার একটা আনন্দ আছে। জীবনের সকল আনন্দ যাহাকে চাপিয়া রাখিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে তাহার স্বাদ কম সুমধুর নয়। ক্রমশঃ অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতে লাগিল।

কলেজের পথ ছাড়িয়া সে "ক্যাবারা"র পথ ধরিল। ঘন ঘন সে ক্যাবারায় যাইতে লাগিল। সামাজিক জীবনের আবর্ত্তের মধ্যে সহসা

এই প্রবেশাধিকারলাভে সে উল্লসিত হইয়া উঠিল। নিষিদ্ধ ফলের স্বাদ তাহার অন্তরকে পুলকিত করিয়া তুলিল। "ক্যাবারা"র সামনে গিয়া, বন্ধ দরজা বাহির হইতে খুলিবার সময় কড়ায় হাত দিতেই তাহার মন এক মধু-মাদকতায় ভরিয়া উঠে। এতদিন ধরিয়া তাহার মনে যে-সমস্ত বাসনা ও কামনা নিষ্পেষিত হইয়া অথবা ঘুমাইয়া ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহারা পত্রে-পুষ্পে-পল্লবে জাগিয়া উঠিল।

কলেজে যেমন করিয়া সে পড়া মুখস্থ করিয়াছে, ঠিক সেইভাবে সে "ক্যাবারা"র চলিত গানগুলি কণ্ঠস্থ করিতে লাগিল। বেরেঞ্জারের কাব্য রাত্রিতে মুখস্থ করে, লক্ষ্য করিয়া শেখে কি করিয়া কতভাবে সুরার "সংমিশ্রণ" হয়, এবং একদা সহসা প্রেমের মদির-রহস্যেরও সন্ধান সে পাইয়া গেল।

কিন্তু এই সব আয়োজন এবং শিক্ষার ফলে, কলেজের পরীক্ষায় বোভারী একেবারে তলাইয়া গেল। ওধারে বাড়ীতে বাপ-মা, বিশেষ করিয়া মা অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন, কখন কৃতী পুত্র যশ গৌরব লইয়া ফিরিয়া আসিবে, তিনি উৎসবের আয়োজন করিবেন।

এ হেন অবস্থায় পুত্র ফিরিয়া আসিয়া সোজা বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সাহস পাইল না। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া একজন লোকের মুখে মার কাছে খবর পাঠাইয়া দিল। খবর দিল যে, সে পরীক্ষায় "ফেল্", হইয়াছে, গৃহে প্রবেশ করিবার সাধ তাহার আর নাই······

খবর পাইয়া মা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন। পুত্রের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার পুত্রের কোন অপরাধ নাই—শিক্ষকেরাই ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার মেধাবী পুত্রকে পরীক্ষায় "ফেল" করাইয়া দিয়াছেন।

কারণ, তাঁহার ছেলের যে মেধার অভাব থাকিতে পারে, তাহা তিনি কল্পনাও করিতে পারেন না।

যাই হক্, পুত্রকে আশ্বাস দিয়া বাড়ী আনিলেন। কিন্তু বোভারীকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। ভাগ্যক্রমে সে-বার সে যে গুলি মুখস্থ করিয়া গিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে অধিকাংশ প্রশ্ন আসায়, সে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। সেই উপলক্ষে তাহার মা গ্রামে একটা বিরাট ভোজের আয়োজন করিলেন।

কিন্তু কথা হইল, ছেলে প্র্যাক্‌টিস্ করিবে কোথায়? বোভারীর মা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন যে, "তোস্তে" গ্রামেই তিনি ছেলেকে প্র্যাক্‌টিসের জন্য বসাইবেন। কারণ, সেখানে তখন মাত্র একজন বৃদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। বোভারীকে স্কুলে দিয়াই তিনি শুধু দিন গুণিতেন কবে সুবিধা-মত সেই বুড়ো ডাক্তারটি একেবারে এই পৃথিবী হইতে সরিয়া পড়িবে —তাহা হইলে তাঁহার কৃতী পুত্র "তোস্তে" গ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বীভাবে বিরাজ করিতে পারিবে! কিন্তু বৃদ্ধের সে রকম কোনও সদিচ্ছার প্রমাণ না পাইয়া, বোভারীর মা স্থির করিলেন যে, যাই হ'ক—সেই গ্রামেই তিনি ছেলের ডাক্তারখানা করিয়া দিবেন।

এবং একদিন তাহাই হইল। "তোস্তে" গ্রামে বোভারী নতুন ডাক্তার হইয়া প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বোভারীর মা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। ছেলেকে মানুষ করিয়া, ডাক্তারী পাশ করাইয়া, ডাক্তারখানায় বসাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এখনও বাকি! ছেলেকে সংসারী করিতে হইবে! একটী মনোমত পাত্রী তাঁহাকেই তো সন্ধান করিতে হইবে!

তাহার বিলম্ব হইল না। কয়েকখানি গ্রাম পরে, চল্লিশ বৎসরের এক বিধবা নারী ছিলেন। বয়স তাঁহার চল্লিশ—কিন্তু ঘরে বসিয়া তাঁহার বাৎসরিক আয় ছিল প্রায় দেড় হাজার টাকা। বোভারীর মা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার মেধাবী পুত্রটীকে সংসারী করিতে হইলে ইহার অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় পাত্রী পাওয়া সম্ভব নয়।

পাত্রীটিকে ম্যাদাম ডুবাক্ বলিয়াই সকলে জানিত: সাদাসিদে ধরণের লোক—একেবারে শুক্‌নো কাঠের মত নীরস এবং ফিগ্-পুডিংএর গায়ের দাগের মত সর্ব্বাঙ্গে তাঁর দাগ-ভরা। কিন্তু তাঁহার পাণি-গ্রহণের উমেদারের অভাব আদৌ ছিল না। বোভারীর মা চেষ্টা-চরিত্র করিয়া এক একজনকে তাড়াইতে লাগিলেন! অবশ্য তাহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কষ্টও পাইতে হইয়াছিল। ম্যাদাম ডুবাকের উমেদারদিগের মধ্যে একজন মাংস-বিক্রেতা ছিল—তাহাকে তাড়াইতে বোভারীর মার সব চেয়ে বেগ পাইতে হইয়াছিল—কারণ তাহার পিছনে গ্রামের পাদ্রী তদ্বির করিতেছিলেন।

কিন্তু অবশেষে বোভারীর মা-ই জয়ী হইলেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রের সঙ্গেই যথারীতি ম্যাদাম ডুবাকের শুভ-পরিণয় হইয়া গেল।

এই বিবাহে বোভারী নিজে এই ভাবিয়া আনন্দিত হইয়াছিল যে, এইবার সে নিজের ইচ্ছামত টাকা-পয়সা খরচ করিতে পারিবে অন্তত, বিবাহকে সে এই ভাবেই দেখিয়াছিল। কিন্তু পরে সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাহার যতটুকু ধারণা ছিল তাহার স্ত্রী-রূপে যিনি আসিলেন, বোভারী দেখিল যে তিনি তাহার বাহিরে। আসলে তিনিই হইলেন, পুরুষ। কোথায় কখন কি বলিতে হইবে, কোথায় কখন কি না বলিতে হইবে তাহা তিনিই বোভারীকে নির্দ্দেশ দিতেন এবং সেই নির্দ্দেশ

অনুসারেই বোভারীকে চলিতে হইত। তিনি শুক্রবারে উপবাস দেন—বোভারীকেও সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে তিনি বাধ্য করাইলেন। পোষাক-পরিচ্ছদ তিনি যখন যে ভাবে পছন্দ করিয়া দিবেন তখন সেই ভাবে সাজিতে হইবে। রোগীরা টাকা লইয়া গোলমাল করিতে চেষ্টা করিলে, তিনি ধমক দিয়া টাকা আদায় করিতেন; কোন চিঠি আসিলে, প্রথম তাঁহারই হাতে আসা চাই, খাম হইলেও, তিনি খাম খুলিয়া প্রথম পড়িয়া দেখিবেন। সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন কোন মহিলা-রোগী আসে যায় কি না—সে-অবস্থায় তিনি ডিস্‌পেন্‌সারীর পার্টিশনের আড়াল ছাড়িয়া এক-পা নড়িতেন না।

প্রত্যহ সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠিয়াই মুখের সামনে চকলেটের কাপটী হাজির চাই, সারাদিনই তাঁহার শরীর খারাপ; হয় মাথার ভিতর টিপ্‌ টিপ্‌ করিতেছে, না হয় বুকের ভিতর কেমন করিতেছে। পায়ের শব্দ পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে তিনি সহ্য করিতে পারেন না, অথচ যখনি তিনি একলা থাকিতে বাধ্য হন তখনই আক্ষেপ করেন, তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই।

রাত্রিবেলায় যখন ঘুমাইবার জন্য চার্লস শয্যা সঙ্গিনীর পাশে আসিয়া শুইতেন, তখন অস্থি-সার দুইখানি বাহু লেপের ভিতর হইতে বাহির করিয়া চার্লসের গলা জড়াইয়া ধরিতেন এবং বলিতে আরম্ভ করিতেন, কেমন করিয়া তাঁহার এই নানাবিধ অশান্তি দেখা দিল, কে কখন তাঁহাকে কত ভালবাসিয়াছিল, কে কবে অভিশাপ দিয়া বলিয়াছিল, তাঁহাকে অনেক দুঃখ সহিতে হইবে···

বোভারীকে তাহা শুনিতে হইত।

তিন

সহসা একদিন রাত্রি এগারোটার সময় ঘোড়ার খুরের শব্দে বোভারীরা জাগিয়া উঠিল। চাকর আলো জ্বালিয়া দেখিল, ঘোড়ায় চড়িয়া ডাক্তারের কাছে একজন লোক আসিয়াছে—হাতে একখানি চিঠি।

চাকর চিঠিখানি আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। নীল-গালা দিয়া চিঠিখানি মোড়া। শীল খুলিয়া চিঠি পড়িয়া তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহাদের গ্রাম থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে এক গ্রামে তাঁহাকে পত্রপাঠ মাত্র যাইতে হইবে। সেই গ্রামের এক অবস্থাপন্ন চাষীর কাছ থেকেই এই চিঠিখানি আসছে। কাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার চিকিৎসা করিতে হইবে। অবিলম্বে যাইতে হইবে।

কিন্তু বাহিরে তখন ঘন অন্ধকার রাত্রি। বোভারী-জায়া স্বামীকে সেই অন্ধকারে অজানা পথের মাঝখানে ছাড়িয়া দিতে কিছুতেই রাজী হইলেন না। বহু সাধ্য-সাধনার পর স্থির হইল যে, যে-লোকটী লইয়া যাইতে আসিয়াছে, সে আগে চলিয়া যাউক—তিন ঘণ্টা পরে আকাশে চাঁদ উঠিলে ডাক্তার যাইবে। গ্রামে প্রবেশের মুখে যাহাতে ডাক্তারের জন্য একজন লোক মোতায়েন থাকে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে হইবে।

ডাক্তার যখন যাত্রা করিল, তখন ভোর চারটে। তন্দ্রা-মাখান চোখে ঘোড়ার উপর নিজেকে একরকম ছাড়িয়া দিয়া বোভারী স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল, পা-ভাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু তাহার মনে আছে কি না।

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর, হঠাৎ একটি ছোট্ট ছেলে ছুটিয়া আসিয়া

ডাক্তারের সামনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনিই বুঝি ডাক্তার! পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁরা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

ঘোড়ার আগে আগে ছেলেটি চলিল। ছেলেটির সঙ্গে কথাবার্তায় ডাক্তার জানিতে পারিল যে, যেখানে তিনি যাইতেছেন সেই বাড়ীর কর্তা ম্যসিয়ে রোউয়াল—তাঁহারই পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বছর দুয়েক আগে রোউয়ালের সহধর্ম্মিণী লোকান্তর গমন করিয়াছেন এবং এখন তাঁহার সংসারের সমস্ত ভার বহন করিতেছে, তাঁহার একমাত্র দুহিতা, কুমারী এম্‌মা।

বাড়ীর সামনে আসিতেই একজন তরুণী ডাক্তারকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেল।

রোগীর পাশে গিয়া সে বুঝিল যে, আঘাত বিশেষ কিছুই হয় নাই এবং বুঝিয়া সে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। যে-মেয়েটি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছিল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় সে-ই তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। কথাবার্ত্তায় বোঝা গেল, তাহারই নাম এম্‌মা।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধিবার সময় বোভারীর নজর হঠাৎ এম্‌মার আঙ্গুলের উপর পড়িতেই সে কিঞ্চিৎ পুলকিত হইয়া উঠিল—এমন সুন্দর আঙ্গুল—মুক্তো-স্বচ্ছ, এরকম নখ-রুচি সে আর কখনও দেখে নাই। দীর্ঘ আয়ত দেহ, কথঞ্চিৎ অতিদীর্ঘও বলা যাইতে পারে। তবে চোখ দুইটির মধ্যে একটা সত্যিকারের আকর্ষণ ছিল। কাজল-কৃষ্ণ দীর্ঘ চক্ষু। কিন্তু সে দৃষ্টি যেন আবরণ-হীন—সোজা চাহিয়া আছে, তাহার মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে এক সঙ্কোচনহীন সারল্য।

পা বাঁধা শেষ হইয়া গেলে, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া যাইবার জন্য

স্বয়ং গৃহকর্ত্তা ডাক্তারকে নিবেদন জানাইলেন। এম্‌মা ডাক্তারকে নীচে খাবার টেবিলে লইয়া গেলেন। টেবিলে ডাক্তারের সামনেই এম্‌মা বসিল। ডাক্তার খাইতে খাইতে এম্‌মার কেশ-সজ্জা লক্ষ্য করিতেছিল। এ রকম কেশ-সজ্জা ইহার পূর্ব্বে সে বড় একটা দেখে নাই। পুরুষের মতো তাহার চোখে চস্‌মা পরা ছিল—টরটইস্‌-শেলের চস্‌মা—রঙীন ফিতা দিয়া বডিসের বোতামের সঙ্গে আঁটা।

খাওয়া শেষ হইয়া গেলে বোভারী রোগীর ঘরে গিয়া গৃহকর্ত্তার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। ঘর ছাড়াইয়া বৈঠকখানা ঘরে আসিতেই দেখিল, এম্‌মা জানালার দিকে মুখ করিয়া বাহিরে চাহিয়া আছে। হঠাৎ ঘাড় ফিরাইয়া সে বলিয়া উঠিল, "আপনি কিছু খুঁজছেন বুঝি ?"

"আমার ছড়িটা!"

ছড়িটি অসতর্ক মুহূর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ব্যস্ত হইয়া চেয়ারের আসে-পাশে খুঁজিতেছিল। এম্‌মাও যে তাহার সঙ্গে খুঁজিতেছিল—তাহা ডাক্তার লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ উঠিতেই এম্‌মার পিঠের সংস্পর্শে সে সচকিত হইয়া উঠিল। এম্‌মা ছড়িটি তুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার দেখিল, এম্‌মার শুভ্র মুখমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে।

চলিয়া আসিবার সময় গৃহ-কর্ত্তা জানাইয়াছিলেন যে তিনদিন পরে তাহাকে আবার আসিতে হইবে।

কিন্তু বোভারী তাহার পরের দিনই আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তারপর হইতে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে দুইদিন করিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। তাহা ছাড়া যখনই ইচ্ছা হইত একবার রোগীকে দেখিয়া যাইতেন—যেন সেই পথ দিয়াই তিনি যাইতেছিলেন, একবার নামিয়া দেখিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে রোগী সারিয়া উঠিতে লাগিল। ছে'চল্লিশ দিন পরে যখন পায়ে ভর দিয়া বৃদ্ধ রোউয়াল্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন যে, এরকম চিকিৎসা বড় বড় শহরের নামজাদা ডাক্তারদের কাছ থেকেও সচরাচর পাওয়া যায় না।

কিন্তু বৃদ্ধ রোউয়ালদের বাড়ীতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভাবে যাওয়া-আসা করা সম্বন্ধে চার্লস কখনও নিজের মনে কিছু ভাবিয়া দেখে নাই। যদি সে ভাবিত, তাহা হইলে হয়ত সে বলিত 'কেস্'টা খুব শক্ত কি না!' অথবা বড় জোর বলিত, বেশ মোটা রকমের 'ফিস্' পাওয়া যাবে কিনা! কিন্তু তাহার বৈচিত্র্যহীন দৈনন্দিনতার মধ্যে রোউয়ালদের বাড়ীতে আসায় সে যে আনন্দ পাইত, সত্যই কি উহাই তাহার কারণ? যেদিন সে রোউয়ালদের বাড়ীতে আসিত, সেদিন সে ভোরবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিত; সেই ভোরের আলোয় ঘোড়া ছুটাইয়া সে চলিত। বাড়ীর দরজার সামনে আসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘাসের উপর বুট-টি ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া লইত, হাতে গ্লাভস্ পরিত। আবার ঘোড়ায় চড়িয়া ফটকে ঢুকিত। আধ-ভেজান ফটক সেই যে কাঁধে করিয়া ঠেলিয়া প্রবেশ করিতে হইত, তাহা তাহার ভাল লাগিত। তখন চারিদিক হইতে মোরগ ডাকিয়া উঠিত। ডাক্তারের ঘোড়া দেখিয়া চারদিক হইতে লোকজন অভিবাদন জানাইবার জন্য ছুটিয়া আসিত, তাহার ভাল লাগিত। বার-উঠানে সেই সব শস্যের গোলা, চারিদিকে গৃহপালিত জীব-জন্তুর সেই প্রভাত-বিচরণ, পল্লী-প্রভাতে সেই একটা শ্রীমন্ত সজীবতা তাহার বড় ভাল লাগিত—বড় ভাল লাগিত যখন বৃদ্ধ রোউয়াল তাহার হাত ধরিয়া কৃতজ্ঞ অন্তরে বলিত যে তাহারই জন্য সে এ-যাত্রা বাঁচিয়া গেল! বড় ভাল লাগিত

যখন এম্‌মার পায়ের শব্দ রান্নাঘরের পাথরের মেজেতে বাজিয়া উঠিত!

যখন সে চলিয়া আসিত, এম্‌মা তাহাকে সিঁড়ির তলা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিত। তখনও যদি ঘোড়া না আসিয়া পৌঁছাইত, সে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিত—কারণ বিদায় লওয়া হইয়া গিয়াছে, কথা বলিবার আর কিছু নাই। বাতাসে এম্‌মার গ্রীবা-তটে ছোট্ট ছোট্ট কেশগুচ্ছগুলি দুলিত, দেহের সিল্ক-আবরণে তরঙ্গ-ছন্দ জাগিয়া উঠিত। * * *

একদিন চলিয়া আসিবার সময় বরফ গলিয়া পড়িতেছিল। সূর্য্যের কিরণে রাত্রির তুষারাবৃত বৃক্ষ-শাখা হইতে জল গলিয়া পড়িতেছিল। ছাদের কার্ণিস হইতে টুপ্ টাপ্ করিয়া তুষার ঝরিতেছিল। এম্‌মা যথা-রীতি দরজায় সিঁড়ির শেষ ধাপে দাঁড়াইয়াছিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া সে বাড়ীর ভিতর হইতে তাহার "প্যারাসল"টি গায়ে দিয়া আসিল—সিল্কের প্যারাসল, পায়রার বুকের মত রঙ! তাহার ভিতর দিয়া সূর্য্যের আলো তাহার দুগ্ধ শুভ্র দেহে রঙীণ্ ছায়ার স্পন্দনে নাচিতেছিল। এম্‌মা নীরবে হাসিতেছিল। ছাদের কার্ণিস্ হইতে তাহার সিল্ক প্যারাসলের উপর শুধু টুপ্ টাপ করিয়া তুষার-বিন্দু গলিয়া পড়িতেছিল। মাঝে মাঝে শুধু তাহারই ছন্দিত শব্দ শোনা যাইতেছিল। * * *

চার

রওয়ালদের ওখানে ডাক্তারী করিতে যাওয়ার প্রথম দিন থেকেই, চার্লসের স্ত্রী রুগীর সম্বন্ধে খবরাখবর রাখিতে ছিলেন। সে দিকে তাঁহার কখনও ত্রুটী হয় না। রওয়ালদের হিসাবের জন্য লেজার-খাতায় তিনি একটা আলাদা পাতা খুলিয়াছিলেন।

খবরাখবর লইতে লইতে তিনি জানিতে পারিলেন যে রওয়ালদের অবিবাহিতা এক মেয়ে আছে। এই সংবাদ পাওয়ার পর হইতে তিনি আরও মনোযোগ সহকারে তাহাদের খবরাখবর লইতে লাগিলেন। জানিলেন, মেয়েটী কন্‌ভেণ্টে লেখা-পড়া শিখিয়া যাকে বলে বেশ "তৈরী" হইয়াছে ; তাহা ছাড়া মেয়েটি ছবি আঁকিতে, শেলাই-এর কাজ করিতে, এবং নাকি বেশ ভাল নাচিতেও পারে।

এ একেবারে অসহ্য ব্যাপার!

—তাই ওদের বাড়ী রুগী দেখতে যাবার সময় রোজ নতুন নতুন পোষাকগুলো পরে বেরুনো হয়! বিষ্টি হলেও, ভ্রূক্ষেপ নেই! দিব্যি সেই জলের মধ্যে ভাল ভাল জামাগুলো পরে বেরুনো হয়! হতভাগা নচ্ছার মাগী!...

স্বভাবতই সেই মেয়েটির উপর চার্লসের স্ত্রী বিশেষ খুশী হইতে পারিত না। প্রথম প্রথম স্বামীর কাছে একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, একটু আড়াল রাখিয়া তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তাহাতে বিশেষ কোনও সুফল পাওয়া গেল না চার্লস সে-সব কথা যেন গায়ে মাখিতেই চাহিত না। তখন তিনি সোজা পথ ধরিলেন।

—বলি কিসের জন্য এত ঘন ঘন—ঝড় নেই, বৃষ্টি নেই, সাতখানা মাঠ পেরিয়ে রওয়ালদের ওখানে ছোটা? কিসের জন্যে? সে লোকটা তো শুনছি সেরে উঠেছে, তবে? যদি জানতুম ঘরে দু'পয়সা আসছে, তাও না-হয় কথা ছিল—বলি, একটিও বিল তো এখনও দেয় নি! ব্যাপারখানা কি? সব জানি, সব জানি! বলি, সেখানে যে একটি আছে……লজ্জাও করে না!—

এমনি ধারা নিত্য-বর্ষণে চার্লস্ বিরক্ত হইয়া রওয়ালদের ওখানে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। একদিন সারারাত কান্নাকাটির পর ভোরবেলা বাইবেল ছুঁইয়া চার্লসকে স্ত্রীর নিকট শপথ করিতে হইল যে, সে আর রওয়ালদের ওখানে যাইবে না।

কিন্তু বাইবেল ছুঁইয়া শপথ করিলে কি হইবে, রওয়ালদের ওখানে যাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে মন তাহার ব্যাকুল হইয়া উঠে। যতই তাহার মন ব্যাকুল হয়, ততই স্ত্রীর নিকট তাহার এই অকারণ বঞ্চতায় সে সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। ন্যায়ের ফাঁকি খুঁজিয়া খুঁজিয়া, ছেলেমানুষের মত সে মনকে বোঝাইতে চেষ্টা করে যে, যেহেতু তাহাকে দেখা নিষিদ্ধ, অতএব তাহার সঙ্গে প্রেম করার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে চরম আনন্দ। তারপর, তাহার নিজের স্ত্রী…শীর্ণ, সারা বছর গায়ে সেই কালো শাল…উঁচু উঁচু দাঁত,……

এমন সময় হঠাৎ এক বিপর্য্যয় কাণ্ড ঘটিল। যে ব্যাঙ্কারের জিম্মায় চার্লসের স্ত্রীর টাকা-কড়ি এবং দলিলপত্র ছিল, সে লোকটি সব টাকা-কড়ি সমেত একেবারে উধাও হইয়া গেল। চার্লসের মা টাকা দেখিয়াই ছেলের বিয়ে এখানে দিয়াছিলেন। সেই টাকাই যখন অদৃশ্য হইয়া গেল,

তখন তিনি যত না ভাগ্যের উপর বিরূপ হইলেন তাহার অধিক বিরূপ হইলেন তাঁহার পুত্র-বধূটীর উপর। এই সংবাদে তিনি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে,তাঁহার ছেলে এবং বউ যে বাড়ীতে বাস করিতেছিল সে বাড়ীটি বউ-এর অর্থাৎ তাঁহার ছেলেরই। কিন্তু সেদিন ঘটনাস্থলে আসিয়া শুনিলেন যে, তিনি ঠকিয়াছেন, বাড়ীটি বহুদিন হইতে বাঁধা পড়িয়া আছে। তাঁহার পুত্র-বধূ হইবার সৌভাগ্যলাভের জন্য মাগী তাহা হইলে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে। টাকার আশায় ভুলিয়া তাঁহার সোনার ছেলেকে তিনি এক কালো ডাইনীর সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়াছেন! ছিঃ, ছিঃ!

মুখে যাহা আসিল, তাহা বলিয়া তিনি গালাগাল দিয়া চলিয়া গেলেন। চার্লসের স্ত্রী কাঁদিয়া কাটিয়া বাড়ী ভাসাইয়া দিল। বেচারা চার্লস!

চার্লসের স্ত্রী শয্যা লইলেন। একদিন উঠানে ভিজা কাপড় চোপড় শুকাইতে দিবার সময়, হঠাৎ তাঁহার মুখ দিয়া খানিকটা রক্ত বাহির হইল সেইখানেই তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া গেলেন।

চার্লস আসিয়া অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার জ্ঞান আর ফিরিল না। চার্লসকে ফেলিয়া রাখিয়া তিনি পরলোকে চলিয়া গেলেন।

যথারীতি সমাহিত করিয়া চার্লস বাড়ী ফিরিয়া আসিল। নির্জ্জন বাড়ী, সিঁড়ির তলায় কেহ-ই দাঁড়াইয়া নাই। সে সোজা উপরে শুইবার ঘরে গিয়া উঠিল। দেখিল, তখনও কালো পোষাকটী হুকে ঝুলিতেছে। কেমন এক বিষণ্ণতায় তাহার মন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শূন্য বিছানার দিকে চাহিয়া নীরবে সে বসিয়া রহিল। হাজার হ'ক, তাহাকেই তো সে ভালবাসিয়াছিল।

পাঁচ

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে একদিন সকাল বেলা স্বয়ং রওয়াল ডাক্তার বোভারীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উদ্দেশ্য, ডাক্তারের পাওনা ফী চুকাইয়া দেওয়া। পঁচাত্তরটী ফ্রাঙ্ক এবং তাহার সঙ্গে একটী অতি পরিপুষ্ট বন-মুরগী। ডাক্তারের সাংসারিক শোক-সংবাদের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন এবং যতদূর সাধ্য তিনি ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিলেন।

ডাক্তারের কাঁধে হাত রাখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, দেখ, আমি নিজে ভুক্তভোগী। আমাকেও একদিন এই যন্ত্রণা বইতে হয়েছে। যখন আমার স্ত্রী মারা গেলেন, তখন একেবারে উন্মাদের মত হয়ে গিয়েছিলাম। কারুরই সঙ্গ তখন ভাল লাগতো না। একলা থাকবার জন্যে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতাম। কখনও বা কোন নির্জ্জন গাছের তলায় হাঁটু গেড়ে বসে ভগবানের কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করতাম—নানা রকমের ছেলেমানুষী সব প্রার্থনা! মনে হতো, হায় ভগবান্ আমাকে ঐ পাতার পোকা করলে না কেন? তারপর বুঝলে, এই ভাবে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কেটে গিয়েছে। যা তখন অসহ্য মনে হয়েছে, কেমন করে দেখ সবই সয়ে গিয়েছে। কাজেই অত মুসড়ে পড়লে চলে না। যাই হ'ক, তুমি এক কাজ করতে পারো! মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতেও তো আসতে পারো—আমার মেয়ে প্রায়ই তোমার কথা বলে—বুঝলে, এসো তবুও একটু ওরি মধ্যে পরিবর্ত্তন হবে।"

চার্লস বৃদ্ধের উপদেশ অগ্রাহ্য করিল না। পাঁচমাস অনুপস্থিতির

পর আবার রওয়ালদের বাড়ীতে একদিন গিয়া উপস্থিত। দেখিল, আগেকার মতই সব তেমনই আছে।

বৃদ্ধ রওয়াল নানা কথাবার্ত্তায় এবং আদর আপ্যায়নে ডাক্তারকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের সহৃদয়তায় ডাক্তার দেখিল কখন সে বেশ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়াও ফেলিয়াছে। আবার স্ত্রীর মুখ মনে পড়ায়, সে ভাবিল গম্ভীর থাকাই কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে যত দিন যাইতে লাগিল, ততই একলা থাকায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ার দরুণ স্ত্রীর কথা তাহার বড় একটা মনে পড়িত না। স্বাধীন ভাবে থাকার স্বাদ সে কখনও জীবনে ভোগ করিতে পায় নাই। শিশু-কাল হইতে যৌবন পর্য্যন্ত মার অঙ্গুলি-চালনে চলিতে হইয়াছে। স্বভাবতই স্ত্রী-হীন সেই স্বাধীনতার মধ্যে একক-জীবনের একটা মধুরতা তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। যেমন খুসী যখন খুসী সে এখন খাইতে পারে, যখন ইচ্ছা বাহিরে যাইতে পারে, যখন ইচ্ছা তখন ফিরিয়া আসিতে পারে। কাহারও কাছে জবাবদিহি দিতে হইবে না। বিছানায় যেমন খুসী সে হাত পা ছড়াইয়া শুইতে পারে—তাহাতে কাহারও কোনও আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। সকলের উপর সে দেখিল যে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহার পসারের কিছু সুবিধা হইয়াছে। সকলেরই মুখে তাহার নাম। বেচারাকে একলা থাকতে হচ্ছে! কেউ বা বলছে, সে-ই তো সব দেখতো শুনতো!

একদিন বিকেল তিনটের সময় রওয়ালদের বাড়ীতে ডাক্তার উপস্থিত! তখন সবাই মাঠে কাজে চলিয়া গিয়াছে। বোভারী সোজা রান্নাঘরে গিয়া উঁকি মারিল। প্রথমে সেখানে এম্মাকে দেখিতে পাইল না।

খড়-খড়ি তুলিয়া দেখে, রান্নাঘরে জানালার সামনে উনানের ধারে বসিয়া এম্‌মা কি একটা সেলাই করিতেছে। দিনের আলো জানালার ভিতর দিয়া উন্মুক্ত গ্রীবা-তটে আসিয়া পড়িয়াছে। বোভারী দেখিল, রোদের তাপে সেখান হইতে স্বেদ-বিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছে।

গ্রামের প্রথা-মত এম্‌মা ডাক্তারকে কিছু পান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইল;—দুধ, কফি, সরবৎ, যা হ'ক কিছু। ডাক্তার কিছু গ্রহণ করিতেই সম্মত হইলেন না। কিন্তু এম্‌মাও নাছোড়বান্দা। তখন ডাক্তার সামান্য একটু "লিকিয়র*" পান করিতে রাজী হইলেন। রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া তাহারা বৈঠকখানা ঘরে আসিয়া বসিল। এম্‌মা তাহার গ্লাসে সামান্য একটু "লিকিয়র" লইল। গ্লাস নিঃশেষিত হইয়া গেলে, সে আবার ঘাড় নিচু করিয়া নীরবে শেলাইএর কাজে মনোনিবেশ করিল। চার্লসও হঠাৎ কোন কথা বলিতে পারিল না—নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। সে দেখিতেছিল, বাইরের দমকা হাওয়ায় মেঝের ধূলোতে কেমন ঘূর্ণী পাকাইয়া তুলিতেছিল……

ক্রমশঃ তাহারা কথা বলিতে আরম্ভ করিল। এম্‌মা তাহার কন্‌ভেণ্টের কথা পাড়িল, চার্লস তাহার কলেজের কথা তুলিল। তাহার পর তাহারা দুইজনেই বিস্মিত হইয়া দেখে যে, আবোল-তাবোল অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। কখন কথা বলিতে বলিতে তাহারা দুইজনে উপরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছে। এম্‌মা তাহার পুরাণো গানের খাতা তাহাকে দেখায়, স্কুলে প্রাইজে যে সব বই পাইয়াছে তাহা তুলিয়া ধরে, তাহার মার কথা বলে জানালা দিয়া অদূরে মার কবর দেখাইয়া বলে, প্রতিমাসে ঐখানে

---

* মিষ্ট সুরা।

সে নিজের হাতে ফুল তুলিয়া দিয়া আসে। মালীদের উপর সে আদৌ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। সে বলে, তাহার গ্রামে বাস করিতে আদৌ ভাল লাগে না। তাহার সাধ যায় শহরে থাকিতে…

শহরের কথা বলিতে বলিতে সহসা তাহার কণ্ঠস্বর স্তম্ভিত হইয়া আসে। যেন সে কতদূরে চলিয়া গিয়াছে, এমনিভাবে আস্তে আস্তে কথা বলে।……

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়া আসিবার পথে বোভারী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া স্মরণ করিতে লাগিল, এম্‌মা তাহাকে কি কি কথা বলিয়াছে। প্রত্যেকটী কথা সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া স্মরণ করিতে লাগিল। কেন সেও কথা বলিল? একথা বলিবারই তার কি বিশেষ সার্থকতা ছিল? সে-রাত্রি বিছানায় শুইয়া সে ঘুমাইতে পারিল না। অনবরত চোখের সামনে এম্‌মার মুখখানি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। চিরদিনই কি সে এমনি সুন্দর থাকিবে—বিয়ের পর? কাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে? বৃদ্ধ রওয়ালের অবস্থা বেশ ভাল……সেও সুন্দরি……

সে আবার ঘুমাইতে চেষ্টা করে কিন্তু যেমনি চোখের পাতা বন্ধ করে অমনি বিদায়-কালে এম্‌মার মুখখানি তাহার মনে পড়ে। কে যেন তাহার কাণের কাছে গুণ গুণ করিয়া বলিয়া যায়, "যদি তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়!"—"যদি তোমার সঙ্গে তার বিয়ে হয়!"

সে-রাত্রি আর সে ঘুমাইতে পারিল না। হঠাৎ তাহার মনে হইল কি যেন তাহার গলায় আটকাইয়া গিয়াছে, নিদারুণ তৃষ্ণায় সে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া সে খানিকটা জল খাইল। বিছানায় না শুইয়া জানালার ধারে গিয়া জানালা খুলিয়া দিল।

পরিষ্কার স্বচ্ছ আকাশে তারার ফুল ফুটিয়া আছে। রাত্রি-শেষের বন-গন্ধ-সুরভিত বায়ু ঝলকে ঝলকে গায়ের উপর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সারারাত্রি ধরিয়া বোভারী ঠিক করিল যে সুবিধা পাইলেই সে বিবাহের প্রস্তাব করিবে।

বোভারীর ভাবান্তর বৃদ্ধ রওয়ালও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতেন তাঁহার মেয়ের কথা উঠিলেই ডাক্তারের সমস্ত মুখ সচকিত হইয়া উঠিত—তাঁহার মেয়ের পাশে বসিতে পাইলে ডাক্তারের কপোল সলজ্জ-রক্তিম হইয়া উঠিত। তাঁহারও আপত্তি ছিল না। তবে তাঁর মেয়ের পক্ষে ডাক্তারকে একটু কেমন গেঁয়ো বলিয়া মনে হইত। তাহাতে কি আসে যায়? আর একদিক্ দিয়া তাঁহার সুবিধা—যৌতুক বিশেষ কিছু দিতে হইবে না। তিনি নিজে যাহা সাধ করিয়া দিবেন, তাহাতেই হইয়া যাইবে।

এইভাবে কিছুদিন চলিয়া যাইবার পর একদিন নিভৃতে গ্রামের পথে বোভারীর সঙ্গে বৃদ্ধ রওয়ালের দেখা হইল। হঠাৎ এক পথের বাঁকে বোভারী বৃদ্ধের সামনে দাঁড়াইয়া বলিয়া ফেলিল,

—আপনাকে... ...একটা কথা...বলতে চাই!

বোভারীর অবস্থা দেখিয়া রওয়াল হাসিয়া বলিলেন, ওহে, তোমাকে বলতে হবে না......সে কথা আমি জানি হে, জানি! তা বেশ তো!

সেই পথের মাঝখানে নতজানু হইয়া বৃদ্ধ রওয়ালের দুটি হাত ধরিয়া কম্পিত কণ্ঠে ডাক্তার বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

ছয়

একদিন ধুমধামের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ হইয়া গেল !

বিবাহের দুই দিন পরে নব-দম্পতি বিদায় গ্রহণ করিল। নব পরিণীতা বধূকে সঙ্গে লইয়া চার্লস তাহার নিজের বাড়ীতে আসিলেন। সকাল ছ'টার মধ্যে চার্লসের মা এবং বাবা উপস্থিত হইয়াছেন। ডাক্তারের নবপরিণীতা বধূকে দেখিবার জন্য গ্রামের ছেলে-মেয়েরা সকলেই সমবেত হইয়াছে।

এম্‌মা স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিল।

রাস্তা হইতে উঠিয়া দক্ষিণদিকে বৈঠকখানা ঘর। এই ঘরেই খাওয়া দাওয়া ওঠা-বসা সব। অপর দিকে চার্লসের রোগী দেখার কামরা—ছ' ফিট চওড়া একটা বাক্সও বলা যাইতে পারে। ঘরের আসবাবের মধ্যে একটী ছোট্ট টেবিল, তিনটী সোজা চেয়ার এবং এক কোণে একটি ইজি চেয়ার, আর এক কোণে একটি ছোট্ট বুক কেসে এক সেট ডিক্‌সনারী অফ মেডিক্যাল সায়েন্স, তাহার পাতা এখনও পর্য্যন্ত কাটা হয় নাই; তবে বহুবার যে হস্তান্তর হইয়াছে তাহার প্রমাণ তাহতে রহিয়া গিয়াছে। রোগীরা সেইখান হইতে ঘরের পার্টিশনের মধ্য দিয়া রান্নাঘরের গন্ধ পায়, রান্নাঘরে যে থাকে সে রাঁধিতে রাঁধিতে রোগীর সকল কথাই শুনিতে পায়।

দোতালায় শোবার ঘর। এম্‌মা দোতালায় গিয়া উঠিল। দুখানি ঘর; প্রথম ঘরখানিতে আসবাবপত্র বা সাজসজ্জা কিছুই নাই, দ্বিতীয়-ঘর খানির সাজানো হইতে সে বুঝিল, এইখানেই তাহাদের বাসর ঘর। জানালার সামনে একটি ছোট্ট টেবিলে কাঁচের বোতলের মধ্যে একতোড়া

শুক্‌নো ফুল গোঁজা রহিয়াছে, একটা সাদা সিল্কের টুক্‌রো দিয়ে তোড়াটা বাঁধা। সেই সিল্কের সঙ্গে ডাক্তারের প্রথম স্ত্রীর নাম তখনও লেখা রহিয়াছে। এম্‌মা বুঝিল তাহার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর দেওয়া বাসর-কুসুম! চার্লস তখন এম্‌মার পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। এম্‌মার দৃষ্টি সেই ফুলের তোড়ার উপর পড়ায়, সে তাড়াতাড়ি বোতল হইতে শুকনো ফুলের তোড়াটিকে তুলিয়া পাশের ঘরের এক কুলুঙ্গিতে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। সামনেই এম্‌মার দেওয়া বাসর-কুসুমের তোড়াটি চাকর উপরে আনিয়া রাখিয়াছিল। চার্লসের ব্যবহারে হঠাৎ তাহার কেমন মনে পড়িয়া গেল, যখন সে মরিয়া যাইবে তখন তাহার দেওয়া এই ফুলের সাজি কোথায় যাইবে?

প্রথমেই এম্‌মা ঘর-দোর গুছাইতে লাগিয়া গেল। কিছু অদল বদলের মতলবও করিল। দেওয়ালের কাগজগুলো জীর্ণ ও মলিন হইয়া আসিয়াছিল, সেগুলি বদলাইয়া দেওয়ালে নতুন কাগজ লাগাইল, সিঁড়িটার রঙ করিয়া লইল, বাড়ীর সংলগ্ন বাগানে বসিবার জন্য দুখানি পাথরের আসন তৈয়ারী করাইল। একটা ছোট ফোয়ারা, তাহাতে লাল নীল মাছ থাকিবে; সম্ভব কিনা তাহাই তাহার চিন্তা হইল।

চার্লস্‌ আজ সুখী। দুর্ভাবনা বলিয়া তাহার আজ জগতে কিছু নাই। খাবার সময় তাহার সেই সাম্‌নে বসিয়া থাকা, অপরাহ্ন শেষে নির্জ্জন গ্রামপথে পাশাপাশি দুজনের হাঁটিয়া চলা, বাতাসে উড়িয়া-পড়া কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মুখ হইতে সরাইবার জন্য তাহার হাতের সেই শুভ্র ছন্দ, বাহির হইতে ঘরে ফিরিবার সময় দরজা হইতে দোতালার জানালার মধ্য দিয়া প্রথম চোখে পড়ে

এম্‌মার সেই টুপিটি, এমনি এমনি নানান্‌ অতি সামান্য জিনিস সে কোনও দিন কল্পনা করে নাই যে এমন নিত্য নূতন আনন্দের স্বাদ তাহাকে দিবে। রাত্রি-শেষে শয্যায়, প্রথম জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিত, তাহারই মাথার বলিসের পাশে মাথা রাখিয়া এম্‌মা তখনও ঘুমাইতেছে, জানালার সার্সীর ভিতর দিয়া সকাল বেলাকার প্রথম সূর্য্যের আলো তাহার মুক্তা-স্বচ্ছ কপোলে পড়িয়া কাঁপিতেছে। ঝুঁকিয়া পড়িয়া মনের আনন্দে সে এম্‌মার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, অত নিকট হইতে তাহার মনে হইত যেন তাহার চক্ষু দুইটি আরও দীর্ঘ আয়ত, বিশেষতঃ যখন এম্‌মা প্রথম চোখ খুলিয়া ঘুমের জড়িমায় একেবারে স্পষ্ট চাহিতে না পারিয়া, মিটমিট্‌ করিয়া চাহিয়া চোখ খুলিতে চেষ্টা করিত। সে দেখিত, শয্যা-পার্শ্বে পল্লব-ছায়ে সে চক্ষু কৃষ্ণ-বর্ণের, দিবসের রৌদ্রালোকে সে চক্ষু আবার নীলাভ দেখাইত; যেন নানা স্তরের রঙের টুক্‌রা দিয়া তাহার চাহনি তৈয়ারী হইয়াছে। সেই আয়ত আঁখির মধ্যে তাহার দৃষ্টি ডুবিয়া যাইত, তাহার চোখের মণিতে সে স্পষ্ট তাহার মূর্ত্তি প্রতিফলিত দেখিতে পাইত।

শয্যা ত্যাগ করিয়া ডাক্তার বাহিরে রোগী দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইত। তাহাকে যাইতে দেখিবার জন্য এম্‌মা জানালার ধারে বসিয়া থাকিত। সেখান হইতে বসিয়া সে ডাক্তারের সহিত কথা বলিত। ডাক্তার তখন ঘোড়া ঠিক করিত। কখনও হয়ত পাশের ফলদানি হইতে দাঁত দিয়া ফলের পাপড়ি কাটিয়া আলস্য-ভরে ফুঁ দিয়া নীচে ফেলিয়া দিত। বাতাসে ঘুরিতে ঘুরিতে সেটি

বৃদ্ধ ঘোড়াটির শুভ্র কেশরের মধ্যে আটকাইয়া যাইত, অথবা মাটীতে লাগিয়া পড়িত। ইতিমধ্যে চার্লসের ঘোড়া ঠিক হইয়া যাইত। ঘোড়ার উপর চড়িয়া চার্লস এম্‌মাকে লক্ষ্য করিয়া চুম্বন ছুড়িয়া দিত, এম্‌মা দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহা প্রত্যর্পণ করিত। এম্‌মা জানালা বন্ধ করিয়া দিলে, ডাক্তার যাত্রা করিত। পিছনে ধূলা উড়াইয়া তাহার ঘোড়া ছুটিয়া চলিত, সোজা রাস্তা ছাড়িয়া, নীচু গ্রাম-পথের ভিতর দিয়া, শস্য-ক্ষেতের পার্শ্ব দিয়া; নিঃশ্বাসে প্রভাত বায়ুর শস্য-গন্ধী সুবাস, সারা দেহে প্রভাত-সূর্য্যের কিরণ, অন্তরে গত রাত্রের সুখ-স্মৃতি, দেহ ও মনে পরম তৃপ্তি লইয়া সে কাজে বাহির হইত। চলিতে চলিতে সে নিজের সৌভাগ্যের কথা ভাবিত, যেমন করিয়া মানুষ ভোজে কোন সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণ করিলে, স্মৃতিতে তাহার আস্বাদ আবার গ্রহণ করে।

এখন ছাড়া আর কখনও সে এমন করিয়া জীবনের আস্বাদ পাইয়াছে? স্কুলে? নিরন্ধ্র প্রাচীরের ভিতরে বন্ধুহীন একলা দিন তাহাকে কাটাইতে হইয়াছে, গেঁয়ো বলিয়া সহপাঠীরা তাহার সঙ্গে মিশে নাই, যেটুকু মিশিত, তাহা শুধু তাহাকে উত্যক্ত করিবার জন্য। তাহার সহপাঠীরা সকলেই তাঁহার অপেক্ষা অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে ছিল। তাহাদের মা নিত্য তাহাদের জন্য থলে বোঝাই করিয়া নানা খাদ্য লইয়া আসিত। সে শুধু দেখিত। যখন ডাক্তারী করিত তখন? সে দিন তাহার মনে আছে, হোটেলের বিল মিটাইবার সামর্থ না থাকার দরুণ, যে ক্ষণিক সঙ্গিনী হইয়াছে, সে কেমন বিরূপ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

তারপর তাহার প্রথম বিবাহিত জীবন। আজও মনে পড়ে, একই শয্যায় হঠাৎ মধ্য রাত্রিতে তাহার সেই শীর্ণকায়া পত্নীর পায়ের সঙ্গে পা ঠেকিলে, কেমন করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত, মনে হইত এক ফালি বরফের উপর যেন তাহার পা পড়িয়া গিয়াছে। সমস্ত অন্তর যাহাকে বন্দনা করিতে চায়, আজ সে তাহাকে চির-জীবনের সঙ্গিনীরূপে পাইয়াছে। তাহার মনে হইত, তাহার সমস্ত বিশ্ব বধূর বসন-রেখায় বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। তাহার ইচ্ছা যাইত এম্‌মাকে লইয়া সে মহাকলরব করে। শুধু তাহাক দেখিবার জন্য তাহার মন সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া থাকিত। বাহিরের কাজ সারিয়া সে ছুটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিত। তাড়াতাড়ি সিড়িতে উঠিবার সময়, বুক অজানা আনন্দের সম্ভাবনায় কাঁপিতে থাকিত। এম্‌মা হয়ত তখন শয়ন-গৃহে আয়নার সামনে বসিয়া থাকিত। পা টিপিয়া টিপিয়া সে ঘরে ঢুকিত, নীরবে গ্রীবা তটে চুম্বন করিত, এম্‌মা মৃদু ভৎসনায় ঘাড় ফিরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইত···অধীর আগ্রহে সে এম্‌মার মুখাগ্র হইতে গণ্ড-পর্য্যন্ত চুম্বন অঙ্কিত করিত···আধ খেলার ছলে, আধ অধীরতায়, এম্‌মা তাহাকে দুহাত দিয়া দূরে সরাইতে চেষ্টা করিত, আঁচল ধরিয়া দুরন্ত ছেলেরা যখন বায়না করে, মেয়েরা যখন তাহাদের সরাইয়া দেয়······

সাত

বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে এম্‌মা ভাবিয়াছিল, সে প্রেমে পড়িয়াছে। কিন্তু বিবাহের পর সে বুঝিল, তাহার কল্পিত প্রেম হইতে যে আনন্দের আশা সে করিয়াছিল, তাহা যেন সে এখন পাইল না। বই-এতে প্রেম, অনুরাগের কত তীব্র উন্মাদনা কোথায়? তা কি কোথাও নাই, না সে কোথাও ভুল করিয়াছে?

পল এবং ভার্জ্জিনিয়ার অপূর্ব্ব প্রেম-কাহিনী সে পড়িয়াছিল। সেই প্রেম-কহিনী তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

যখন তাহার বয়স তেরো, তখন তাহার বাবা তাহাকে কন্‌ভেন্টে * ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। সেই গির্জ্জার আবহাওয়ায়, সেই সব ক্রস এবং মালাধারী শিক্ষয়িত্রীদের বিবর্ণ শুভ্র মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, উপাসনাবেদী সেই আধ-অন্ধকার, আধ-অন্ধকারে সেই এক অপূর্ব্ব রহস্যময় স্নিগ্ধ সুরভি, তাহার মধ্যে স্নিগ্ধ জ্যোতি, ক্ষীয়মান বাতির আলো, তাহার মনে এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিল। উপাসনার সময়, উপাসনা না শুনিয়া, প্রার্থনা পুস্তকের উজ্জ্বল ছবিগুলি তন্ময় হইয়া সে দেখিত। সেই অসহায় মেষশিশু, বর্শাবিদ্ধ সেই সুপবিত্র হৃদয়াক্রমে নুইয়া পড়া যিশুর সেই সকরুণ মূর্ত্তি, তাহার মনে এক রহস্যময় করুণা জাগাইয়া তুলিত, মনে হইত, সে অমনি দীন হইবে, অমনি করিয়া দেহকে বঞ্চিত করিয়া। তাহার সূচনাস্বরূপ কোন কোন দিন সে জলস্পর্শ না করিয়া উপবাস দিত।

---

* আমাদের দেশের মঠ বা আশ্রমের মত ধর্ম্ম-শিক্ষার স্থান।

কন্‌ফেসনের* সময়, সে আপনার মনে ছোট ছোট অপরাধের সৃষ্টি করিত। বাতির মৃদু আলোয়, নতজানু হইয়া যুক্তকরে সে সেই সব কল্পিত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিত, মাথার উপরে ধর্ম্ম-যাজক মৃদুস্বরে তাহার অপরাধ স্খালনের জন্য প্রার্থনা করিত। প্রার্থনায় উপমাচ্ছলে তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে হইত, হে স্বর্গ বধূ, প্রস্তুত হও, তোমার প্রিয়তম আসিতেছেন। সেই সব উপমা তাহার অন্তরের অন্তরঙ্গ স্থলে এক অনস্বাদিত শিহরণ জাগাইয়া তুলিত।

যদি এম্‌মার শৈশব কোন শহরের জনাকীর্ণ রাস্তার ধারে কোন ব্যবসায়ীর ঘরে অবস্থিত হইত, তাহা হইলে হয়ত প্রকৃতির কাব্য মধুর রূপ তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারিত না, কিন্তু সে প্রকৃতির পরিপূর্ণ রূপের মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারই মধ্যে তাহার শৈশবের প্রতিটি দিন অতিবাহিত হইয়াছে। গোধূলিলগ্নে ঘরে ফিরিয়া আসা গরুর দল, মাঠভরা শস্য, শিশির ভেজা সকাল বেলায় গো দোহন তাহার জীবনের প্রতিদিনকার ঘটনার সঙ্গে মিশিয়া হারাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির শান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া দেখিয়া তাহার মন এখন চায় প্রকৃতির রুদ্র মূর্ত্তি দেখিতে। মনে হয়, তাহার মধ্যে নূতন শিহরণ আছে। সমুদ্র তাহার দেখিতে সাধ যায়, যখন ঝড় আসিয়া তাহাতে তরঙ্গের বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে; শ্যামলিমা তাহার ভাল লাগে, যদি তাহা কোন বিরাট

*খৃষ্টানরীতি অনুসারে প্রতিদিন দিবসের যাহা অন্যায় কার্য্য করা হয়, তাহা যাজকের সম্মুখে ঈশ্বরকে জানাইয়া দোষ-স্খালন করাইতে হয়। তাহাকেই কন্‌ফেসন্ বলে।

ধ্বংসাবশেষের পটভূমি হয়। যাহা প্রত্যক্ষভাবে তাহার অনুভূতিকে জাগাইতে না পারিল তাহার চেতনায় তাহার কোনও অস্তিত্ব নাই।

সেলাই এর কাজ শিখাইবার জন্য প্রত্যেক মাসে এক সপ্তাহ করিয়া একজন বৃদ্ধা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে বাস করিত। কন্‌ভেণ্টের মেয়েরা বুড়ীকে বড় ভালবাসিত। গত শতাব্দীর সমস্ত "রোমান্টিক ব্যালাড" (প্রেম-গাথা) বুড়ীর মুখস্থ ছিল। অনেক সময় সেলাই করিতে করিতে আপনার মনে সেই সব গাথা মৃদুস্বরে গাহিয়া যাইত। মেয়েরা কাণ পাতিয়া শুনিত। সন্ধ্যাবেলা মেয়েরা লুকাইয়া তাহার নিকট আসিয়া বসিত। আব্দার করিত, গল্প বল। সে গল্প বলিত, গত শতাব্দীর যত অসম্ভব উন্মাদনাময় প্রেমের গল্প। প্রায়ই সে পকেটে করিয়া গোপনে এক-একখানি নভেল লইয়া আসিত। সে সব নভেলে থাকিত প্রেমিক-প্রেমিকাদের অশ্রুসিক্ত কাহিনী, সুন্দরী নারীদের অবর্ণনীয় সব বেদনার কথা। চন্দ্রকিরণ-প্লাবিত লতা-কুঞ্জে মূর্চ্ছিতা সুন্দরী; সর্ব্ব-জয়ী নায়ক রাত্রিতে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে, নগর, প্রান্তর, পর্ব্বত পার হইয়া, পদে পদে বাধা, পদে পদে বিপদ্ নিমেষে তুচ্ছ করিয়া; অন্ধকার গভীর অরণ্যে শপথ, মৃত্যু-পণ, অশ্রু ও চুম্বন; সিংহের মত বীর আবার মেষশাবকের মত শান্ত সব ভদ্রলোক, চোখে কলসী ভরা জল…। শিক্ষয়িত্রীদের পড়া হইয়া গেলে কন্‌ভেণ্টের বড় মেয়েরা তাহার নিকট হইতে প্রত্যেকেই গোপনে লইয়া পড়িত। এম্‌মা বুড়ীর একজন নিয়মিত খরিদ্দার ছিল। সেই সব বই পড়িতে পড়িতে তাহার মনে এক অপরূপ স্বপ্নের সৃষ্টি হইয়াছিল। যেন সে এক প্রাচীন পাহাড়ের নীচে কোন সুপ্রাচীন প্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সন্ধ্যায় দুর পথের দিকে চাহিয়া চিবুকে

হাত দিয়া আসিবে, কালো ঘোড়ায় চড়িয়া, কোমরে তলোয়ার ঝুলাইয়া, তাহার বাঞ্ছিত বীর-পুরুষ…

যখন এম্‌মা তাহার মার মৃত্যু-সংবাদ শুনিল, সে কান্নায় ফাটিয়া পড়িল। বাড়ীতে যে চিঠি লিখিল তাহাতে অশ্রুসিক্ত ভাষায় সে জানাইয়াছিল যে, যখন সে মরিয়া যাইবে, যেন মার কবরে তাহাকেও সমাহিত করা হয়। সেই চিঠি পাইয়া নিরীহ চাষী তো ভাবিয়া অস্থির —তিনি বুঝিলেন যে কন্থার নিশ্চয়ই কোনও কঠিন রোগ হইয়াছে। চিঠি পাওয়া মাত্রই তিনি কন্যাকে দেখিতে তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিলেন।…

এইভাবে ক্রমশঃ এম্‌মা সকলের অজ্ঞাতে আপনার মনে এক স্বপ্ন-লোক সৃজন করিয়া চলিয়াছিল। জল-মর্ম্মরে সে বীণা-ধ্বনি শুনিতে পাইত, জ্যোৎস্না-আকাশে সে শুনিত বন-হংসীদের মৃত্যু-কালীন শেষ সঙ্গীত, বাতাসে তাহার কাণে আসিয়া বাজিত পল্লব-চ্যুত পত্রের দীর্ঘ-নিশ্বাস…

ক্রমশঃ তাহাও পুরাতন হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে সেই সব চিন্তার আকর্ষণের তীব্রতা কেন যেন কমিয়া গেল। শেষকালে সে দেখিল আপনার মনে সে কখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে…

শিক্ষয়িত্রীরা বুঝিয়াছিলেন যে, কন্‌ভেণ্টের কোন প্রভাবই মেয়েটির মনে পড়ে নাই—তাঁহারা তাহাকে এত সদুপদেশ দিয়াছেন, সাধুদের আদর্শ এত শুনাইয়াছেন, দেহ ও মনের পবিত্রতার কথা এত বলিয়াছেন কিন্তু আসলে এম্‌মা সে সবের প্রত্যুত্তরে হঠাৎ অত্যন্ত বেশী লাগাম-টানিয়া-ধরা ঘোড়ার মতই ব্যবহার করিয়াছে। অবশেষে যখন তাহার বাবা কন্‌ভেণ্ট হইতে তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া আসিল, শিক্ষয়িত্রীরা দেখিলেন যে তাহাতে তাহার কোনও দুঃখ বোধ হইল না।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থালীর কাজে সে নিজেকে ডুবাইয়া দিল। তাহাতে তাহার অনেক দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু তাহাও ক্রমশঃ বৈচিত্র্যহীন হইয়া আসিল। এই সময় তাহার মাঝে মাঝে মনে হইত, বাবাকে বলিয়া আবার সে কন্‌ভেণ্টে ফিরিয়া যাইবে। যখন বোভারী তাহাদের বাড়ীতে ডাক্তারী করিতে প্রথম পদার্পণ করিয়াছিল, তখন এম্‌মার ধারণা জন্মিয়াছিল যে জীবন সম্বন্ধে তাহার সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে, জ্ঞানের দিক হইতে অথবা অভিজ্ঞতার দিক হইতে জীবনের নিকট হইতে নূতন কিছু প্রত্যাশা করিবার কিছু নাই।

কিন্তু তাহার মনে ছিল, পরিবর্ত্তনের জন্য একটা তীব্র পিপাসা। হঠাৎ তাহার কুমারী জীবনে পুরুষের প্রথম স্পর্শে, সেই পরিবর্ত্তনের স্পৃহা তাহার অন্তরকে প্রলুব্ধ করিয়া সেদিন বুঝাইয়াছিল যে, এতদিন অনাস্বাদিত কামনার যে বিহঙ্গম পক্ষ-পুট বিস্তার করিয়া তাহার চিত্তাকাশে শুধু উড়িয়া বেড়াইতেছিল, এতদিন পরে সে ধরা দিয়াছে।

কিন্তু বিবাহের কয়েক সপ্তাহ পরে সে বুঝিল, তাহার মন সেদিন তাহাকে ভুল বোঝাইয়াছিল।

যাহা হউক, মাঝে মাঝে তবুও তাহার মনে হইত, বিবাহের সেই প্রথম কয়েকটা দিন, যাহাকে লোকে "মধু-চন্দ্রমার দিন" বলে, সত্যই তাহার জীবনের সুন্দরতম স্মৃতি হইয়া থাকিবে। তবে সেই দিনগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করিতে হইলে, এমন কোন দুর দেশে যাইতে হইত, যে যায়গার নাম সঙ্গীতের মত শোনায়, যেখানে সন্ধ্যা আসে গিরি-নির্ঝরের মৃদু ছন্দে। সূর্য্যাস্তের পর যেখানে সমুদ্রের লোনা বাতাসে নেবু বনের গন্ধ ভাসিয়া আসিবে......তারপর, রাত্রিতে, খোলা ছাদে, দুজনা একেলা,

আঙুলে আঙুল জড়ান......আকাশের তারার দিকে চাহিয়া আগামী কালের আনন্দ-ভোজের পরিকল্পনা গড়িয়া তোলা হইবে......

তাহার বিশ্বাস যে, যেমন কতকগুলি গাছ আছে যাহারা তাহাদের স্বদেশ-মৃত্তিকা ছাড়া অন্য কোন বিভুঁই মাটীতে জন্মায় না, তেমনি পৃথিবীতে কতকগুলি জায়গা আছে, সেখানে ছাড়া আর কোথাও প্রেম তাহার পরিপুষ্টি পায় না।

মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত, তাহার এই সমস্ত মনের বোঝা অন্য কাহারও নিকট যদি সে একবার নামাইয়া ধরিতে পারিত! কিন্তু এই কায়াহীন বেদনা কখনও মেঘের মত বদলাইতেছে, কখনও ঘূর্ণীর মত ঘুরিয়া সরিয়া সরিয়া যাইতেছে কেমন করিয়া সে তাহা অপরকে বুঝাইবে? বুঝাইবার ভাষাও তাহার নাই, সুযোগও নাই, হয়ত বা সাহসও নাই!

তবু একবার যদি চার্লস বুঝিতে চেষ্টা করিত! যদি একবার তাহার দুই চোখ দিয়া সে এম্মার মনের কথা পড়িতে চেষ্টা করিত! তাহা হইলে, তাহার অন্তর হইতে অজস্র ঐশ্বর্য্য ঝরিয়া পড়িত, সামান্য ধাক্কা পাইলে প্রাচীর-উদ্ভিদ্ হইতে যেমন করিয়া পরিপক্ক ফল ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু যতই তাহাদের জীবনের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলিতে লাগিল, এম্মা মনে মনে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে ততই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল।

বিবাহের কয়েক দিন পরে, চার্লসের ব্যবহার এম্মার নিকট একটা সুনির্দ্দিষ্ট রুটীনের মত মনে হইতে লাগিল। তাহার কথাবার্ত্তার মধ্যে কোনও বিশেষত্ব ছিল না—রাস্তার ফুটপাথের মত সোজা। পোষাকে তাহার নিজের কোনও রুচি ছিল না—পাঁচ জনের রুচি একসঙ্গে সেলাই

করিয়া সে পরিত। ইতিমধ্যে এম্‌মার কাছে একদিন সে স্বীকার করিয়াছে যে, যখন রুয়েতে সে ছিল, একদিনের জন্যও কোন থিয়েটার দেখিবার কোন সাধ তাহার হয় নাই। সে সাঁতার জানিত না, তরবারি খেলিতে জানিত না, পিস্তল কখনও ধরে নাই। একদিন এক নভেল পড়িতে পড়িতে এম্‌মা হঠাৎ অশ্বারোহণ সম্পর্কে একটা নূতন কথা দেখিতে পাইয়া তাহার মানে চার্লসকে জিজ্ঞাসা করিল। চার্লস দুঃখের সহিত জানাইল যে ওসব বিষয় সম্বন্ধে তাহার কোনও ধারণা নাই।

এম্‌মার মনে বলে কিন্তু পুরুষের কি এই অজ্ঞতা মানায়? তাহার কি উচিত নয়, সকল বিষয় সজাগ থাকা? সে যদি জীবনের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়, জীবনে রহস্যের নিগূঢ়-লোকে নারী কাহার হাত ধরিয়া যাইবে?

কিন্তু চার্লস, নিজে কিছুই জানে না, কাহাকেও কিছু জানাইতে পারে না। সে কিছু জানে না, কিছু চাহেও না। তাহার ধারণা সে সুখী হইয়াছে এবং এম্‌মা যখনই ভাবিত তাহার সেই সর্ব্ব-আকাঙ্খাহীন প্রশান্তির কেন্দ্রে সে নিজে দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাহার অশোয়াস্তি আরও বাড়িয়া যাইত।

মাঝে মাঝে এম্‌মা অবসর-বিনোদনের জন্য ছবি আঁকিতে বসিত। সেই সময় উপস্থিত থাকিতে পারিলে চার্লস্ নিজেকে কৃতার্থ মনে করিত—একেবারে সোজা দাড়াইয়া সে এম্‌মার দিকে চাহিয়া থাকিত—দেখিত, কেমন করিয়া সে এক একবার ছবির উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছে—মাঝে মাঝে আবার একটু দূরে সরিয়া একটা চোখ বুজিয়া ছবিটীকে দেখিয়া লইতেছে। পিয়ানো বাজাইবার সময় যত দ্রুত তাহার আঙুলগুলি পর্দার উপর দিয়া সঞ্চালিত হইত, চার্লসের চোখে ততই বিস্ময় স্পষ্টতর হইয়া উঠিত। ঘরের জানালা যেদিন খোলা থাকিত, সেদিন গ্রামের অপর প্রান্ত

হইতে সেই সুপ্রাচীন যন্ত্রটির ধ্বনি শোনা যাইত ; গ্রামের পেয়াদা প্রায়ই পথে যাইতে যাহতে হঠাৎ থামিয়া উৎকর্ণ হইয়া সেই সঙ্গীত শুনিত ।

এধারে গৃহস্থালীর কাজে এম্‌মার দৃষ্টি সকল দিকেই ছিল। ডাক্তারের রোগীদের কাছে দোকানদারের হিসাবের মত আর বিল পাঠানো হইত না, তাহার বদলে সে নিজে প্রত্যেক রোগীকে বেশ একটি মিষ্টি চিঠি লিখিয়া পাওনার কথাটা প্রসঙ্গত জানাইয়া দিত। রবিবার দিন কোন প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করিলে দু'একটা নূতন তরকারি সে নিজে তৈয়ারী করিতই ; টেবিলটি সাদাসিধের মধ্যে পরিষ্কার করিয়া গুছাইয়া রাখিত এবং আঙুল ধুইবার জন্য টেবিলে গোটা-কতক কাঁচের পাত্র কিনিবার কথাও সে তুলিয়াছিল। এই সব কারণে চার্লসের একটু সামাজিক মর্য্যাদাও বাড়িয়া গিয়াছিল । কোন কোন দিন চার্লসের রোগী দেখিয়া ফিরিতে রাত হইয়া যাইত—এমন কি রাত বারোটাও বাজিয়া যাইত—এম্‌মা ঝি-কে আর না ডাকিয়া নিজেই টেবিল সাজাইয়া খাবার দিত। টেবিলে বসিবার আগে ওপরের ফ্রক-কোটটি খুলিয়া চার্লস আরাম করিয়া বসিত ; যত রোগী দেখিয়া আসিয়াছে একে একে তাহাদের সকলের নাম-ধাম বলিয়া যাইত, কাহাকে কি ঔষধ দিয়াছে তাহাও বলিতে ভুলিত না ; তারপর একে একে খাদ্যগুলি পরিতৃপ্ত অন্তরে গ্রহণ করিত। খাওয়া শেষ হইলে পুরো এক ডিকেন্টার জল স্বচ্ছন্দে পান করিয়া সোজা বিছানায় গিয়া উঠিত এবং তারপর পাশ ফিরিয়া শুইতে না শুইতে তাহার নাক ডাকিতে আরম্ভ করিত ।

চার্লসের মা মাঝে মাঝে দেখা করিতে আসিতেন কিন্তু নতুন বউ-এর চাল-চলন তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না । তিনি আসিলেই শুনাইয়া

যাইতেন যে, যাহার যে-রকম অবস্থা তাহার মধ্যেই মানাইয়া থাকা দরকার। বেশী নবাবী করা ভাল নয়! ছোট্ট বাড়ী, এত বাতির খরচ কিসে হয়? একটা সাতমহল বাড়ীতেও এত বাতি খরচ হয় না! এত কাঠ লাগে কিসে? দুটি তো প্রাণী! কাঠের খরচ দেখিলে মনে হয় যেন বাড়ীতে নিত্য "ভিয়েন্" বসিয়াছে! এম্মা কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া শুনিয়া যাইত।

প্রথম বউএর আমলে চার্লসের মা যখন এ বাড়ীতে আসিতেন, তখন তিনি অনেকটা বাড়ীর কর্ত্রীর মতই থাকিতেন—কিন্তু নতুন বউ-এর আমলে আসিয়া তাঁহার প্রায়ই মনে হইত, এখানে তাঁহার আর কোন স্থান নাই। বউ আসিয়া ছেলেকে এমন ভাবে গ্রাস করিয়া লইয়াছে যে তিনি পর হইয়া গিয়াছেন। ছেলেকেও সে-কথা শুনাইতে তিনি ত্রুটি করিতেন না —বারে বারে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইত যে চার্লসের জন্য তিনি একটার পর একটা কি কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন। আর আজ চার্লসের এমন ব্যবহার যে,জগতে বউ ছাড়া আর চেয়ে দেখবার তার কেউ নেই!

মার এই সমস্ত অভিযোগের কি উত্তর হইতে পারে তাহা চার্লস ভাবিয়া ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না। মাকে সে সত্যই শ্রদ্ধা করিত কিন্তু স্ত্রীকেও সে ভালবাসিত। ছেলেবেলা হইতে মাতৃ-শাসনে থাকার দরুণ মার কথা শুনিলেই তাহার মনে হইত, মার কথার মধ্যে নিশ্চয়ই সত্যতা আছে, তাঁহার যুক্তিতে ভুল থাকিতে পারে না। আবার স্ত্রীর কথা মনে পড়িলে চার্লস্ ভাবিতেই পারিত না যে তাহার দ্বারা অন্যায় কোন কাজ কখনও হইতে পারে। মা চলিয়া গেলে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মার কথাগুলি হুবহু সে এম্মাকে বলিতে চেষ্টা করিত। বিন্দুমাত্র বিচলিত না

হইয়া এম্‌মা তাহাকে বুঝাইয়া দিত যে কোথায় তাহার ভুল হইতেছে—চার্লস সন্তুষ্টচিত্তে আবার রোগী দেখিতে বাহির হইয়া যাইত।

এম্‌মা স্থির করিল, পুঁথি-গত ভাবে সে প্রেম অভ্যাস করিয়া দেখিবে। জ্যোৎস্না-রাত্রে চার্লসকে পাশে লইয়া নির্জন গ্রাম-পথে সে বাহির হইত—পথ চলিতে চলিতে যত করুণ প্রেম-সঙ্গীত তাহার জানা ছিল, মৃদুস্বরে চার্লসের কাণে কাণে সে তাহা গাহিয়া চলিত ; তাহার দীর্ঘশ্বাসে চন্দ্রালোক দুলিয়া উঠিত। তাহার প্রভাবে বাড়ী ফিরিয়া চার্লস্ বিছানায় পড়িয়া নাক ডাকাইয়া ঘুমাইত। এম্‌মার মন আরও অশান্ত, আরও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত।

এত করিয়াও যখন আলো জ্বলিল না তখন তাহার স্পষ্ট বিশ্বাস হইল যে প্রদীপেই আর তেল নাই। আলো জ্বলিবে কোথা হইতে? আসিয়াছে ! তাহার প্রেম-লক্ষণ সমস্ত চার্লসের ভালবাসা ক্ষণিক উন্মাদনার অবস্থা পার হইয়া আটপৌরে হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছিল—খাওয়া-বসার নিয়মের অভ্যাসের মত। এম্‌মা জানিত কখন চার্লস্ তাহাকে আলিঙ্গন করিবে—কত ঘণ্টা পরে পরে কখন কি কথা বলিবে। তাহার প্রতিদিনের নানা অভ্যাসের সঙ্গে আর একটি নূতন অভ্যাস সংযুক্ত হইয়াছে মাত্র,—প্রতিদিনের একঘেয়ে খাওয়ায় সেই একই ব্যঞ্জনের পরিবেশন !

চার্লসের এক রোগী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটি ভাল গ্রে-হাউণ্ড কুকুর উপহার দিয়াছিল। সেই কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া এম্‌মা একা গ্রাম ছাড়াইয়া গ্রামের প্রান্ত-সীমায় মাঠে গিয়া বসিত। প্রতিদিন সেখানে আসিয়া সে প্রথম লক্ষ্য করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিত যে, কাল সে যাহা দেখিয়া

গিয়াছে আজ তাহার কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা। কোথাও কোন পরিবর্ত্তন নাই। সেই বুনো ঘাস, মাঝে মাঝে সেই ঘাস-ফুল, বোধ হয় সংখ্যারও যেন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। সেইখানে বসিয়া নানা এলোমেলো কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিত; তারপর সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন চিন্তার ধারা সংহত হইয়া একটি তীব্র প্রশ্নের আকারে তাহার মনে সহসা জাগিয়া উঠিত, "হে ভগবান, আমি কেন বিয়ে করলাম?"

যে সব মেয়েদের সঙ্গে কন্‌ভেণ্টে সে পড়িয়াছে, তাহাদের কথা সে ভাবিতে চেষ্টা করে। তাহারা এখন কোথায়? হয়ত তাহাদের স্বামীরা শহরে বাস করে। নগরের নিত্য বৈচিত্র্যময় জীবনের মধ্যে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন নব নব স্পন্দনে নিত্য সচকিত হইয়া উঠিতেছে ......বিরাট নৃত্য-সভায় রাত্রিবেলায় তাহারা সমবেত হইয়াছে......চারি দিকে মুগ্ধ ভক্তের দল......আলোক-উজ্জ্বল থিয়েটারের প্রেক্ষাগৃহ...... এক্ষণি যবনিকা উঠিবে......

আবার সে নিজের জীবনে ফিরিয়া আসিত। তাহার মনে হইত, তাহার জীবন যেন একটা অন্ধকার বদ্ধ ঘর—সে ঘরে একটিমাত্র জানালা— তাহাও আবার উত্তর দিকে খোলা। সেই জানালাটুকু বন্ধ করিয়া রাখিলে ঘর একেবারে অন্ধকার, খুলিয়া রাখিলে উত্তুরে হিমেল বাতাসে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসে।

মাঠে বসিয়া থাকিতে থাকিতে কোন কোন সময় হঠাৎ সাগরের দিক হইতে সমুদ্র-গন্ধী লোণা বাতাসের দমকা ঝড় আসিয়া নিস্তব্ধ গ্রাম্যবনানীর বুকে আর্ত্তনাদ জাগাইয়া তুলিত—বুনো ঘাসের বুকে ঝড়ের বাঁশী বাজিয়া উঠিত। ভাল করিয়া শালটি গায়ে জড়াইয়া এম্মা বাড়ীর দিকে ফিরিত।

বাড়ী ফিরিয়া ক্লান্তদেহ ইজি চেয়ারে এলাইয়া দিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

হঠাৎ সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে এম্‌মা এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ পাইল। সেই অঞ্চলের মার্কুইস্ তাঁহার প্রাসাদে তাহাদের দুইজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল। রেষ্টোরেশন আমলে মার্কুইস রাজনীতির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন—এমন কি তিনি সেক্রেটারী অফ ষ্টেট পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। বহু দিন তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া ছিলেন কিন্তু সম্প্রতি আবার রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার প্রবল বাসনা হওয়ায় তিনি তাঁহার নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। একবার তাঁহার ফোঁড়া হয় এবং ভাগ্যক্রমে চার্লস্ তাহা সারাইয়া দেয়। যে লোকের মারফৎ মারকুইস্ চার্লসের ফী দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সে ফিরিয়া আসিয়া গল্প করিয়াছিল যে, ডাক্তারের বাগানে চমৎকার চেরী গাছ আছে। মারকুইসের বাগানে কোন ভাল চেরী গাছ না থাকায়, তিনি ডাক্তারের গাছ থেকে গোটাকতক কলম চান। ডাক্তার যথাকালে তাহা সযত্নে পাঠাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত ভাবে ডাক্তারকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য মারকুইস্ স্বয়ং ডাক্তারদের গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ে তিনি এম্‌মাকে দেখেন এবং তাহার রূপ এবং আচার-ব্যবহারের সূক্ষ্মতা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। সুতরাং যে একদিন ডাক্তার-দম্পতীকে তাহাদের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করাটা তাহা যে সামাজিকতার দিক হইতে কিছু সম্মান হানিকর হইবে তাহা মারকুইসের মনে হইল না।

নিমন্ত্রণের দিন সন্ধ্যাবেলা চার্লস এম্‌মাকে লইয়া গাড়ী করিয়া

মারকুইসের প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। মারকুইসের স্ত্রী আসিয়া এম্‌মাকে লইয়া তাঁহার নিজের পাশে বসাইলেন।

ডিনারের সময় মেয়েরা এক টেবিলে বসিল, পুরুষেরা অন্য টেবিলে বসিল। মেয়েদের টেবিলে স্বয়ং মারকুইস্ এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী যোগদান করিলেন।

জীবনে এই প্রথম এম্‌মা এই ধরণের বিচিত্র সম্মেলন দেখিল। তাহার সকলই অপরূপ লাগিতেছিল। ভৃত্য আসিয়া গ্লাসে বরফ-দিয়া ঠাণ্ডা করা "শামপেন" দিয়া গেল। এম্‌মা সন্তর্পণে গ্লাস তুলিয়া লইল। এক অপূর্ব্ব অনুভূতির স্পন্দনে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সেই স্নিগ্ধ কোমল হিম-আস্বাদ ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও অনুভব করে নাই। পাত্রে যে সাধারণ চিনি ছিল, সেগুলি যেন তাহার নিকট শুভ্রতর মনে হইতে লাগিল; তাহারা প্রতিদিন যে চিনি ব্যবহার করে যেন এ তাহা নয়।

আহারের পর নৃত্যের জন্য প্রস্তুত হইতে মেয়েরা উপরে গেল। এম্‌মা অতি সযত্নে নিজের পোষাক গুছাইয়া লইল—যেন কোন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী তাহার জীবনের প্রথম মঞ্চাবতরণের জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

চার্লস্ একটা নূতন ট্রাউসার পরিয়া আসিয়াছিল। ট্রাউসারটি খুব আঁট করিয়া পরার দরুণ সে রীতিমত অসুবিধা ভোগ করিতেছিল। এম্‌মার কাণে কাণে সে বলিয়া উঠিল, "নাচবার সময় দেখছি আমাকে বড় অসুবিধায় পড়তে হবে......

"কি বল্লে? নাচবার সময়?"

"হ্যাঁ!"

"খবরদার! তোমার মাথা কি খারাপ হয়ে গেল! তুমি নাচবে কি? চুপ করে বসে দেখ কি রকম নাচ হয়! ডাক্তারের পক্ষে সেইটেই হবে শোভন।"

চার্লস্ আর কিছু বলিতে পারিল না। ঘরের এ-কোণ হইতে ও-কোণ পর্য্যন্ত পায়চারি করিয়া চার্লস্ শুধু নীরবে এম্‌মার প্রসাধন লক্ষ্য করিতেছিল। যে আয়নার সামনে বসিয়া এম্‌মা প্রসাধন করিতেছিল, তাহার দুই দিকে দুইটি বড় বাতি জ্বলিতেছিল। চার্লস্ সেই আয়নায় এম্‌মার প্রতিচ্ছবির দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিল। পিছন দিক হইতে নিঃশব্দে সে এম্‌মার মুক্ত গ্রীবা-তটে চুম্বন করিতেই এম্‌মা ঝঙ্কার দিয়া উঠিল।

"আঃ, কর কি! সব নষ্ট হয়ে যাবে এক্ষুণি।"

তখন নীচে বাদকেরা যন্ত্র-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল—তাহার মনে হইতেছিল যেন সে ছুটিয়া চলে।

নৃত্য-কক্ষ ক্রমশঃ উৎসব-কামী নরনারীতে ভরিয়া উঠিল। উজ্জ্বল-আলোক সুগঠিত মৃণাল-ভুজের স্বর্ণ-বলয়ে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে—বাতাস সুগন্ধে মন্থর। পুষ্পস্তবকের আড়ালে আড়ালে স্নিগ্ধ হাসির টুকরা আধখানা করিয়া দেখা যাইতেছে। কাহারও অলকে ফরগেট্-মি-নট্, কাহারও যুঁই, কেহ বা বসনের রঙের সঙ্গে ছন্দ মিলাইয়া দাড়িম-ফুল বেণীর সঙ্গে গাঁথিয়াছে।

এম্‌মার নৃত্য-সঙ্গী আসিয়া তাহার অঙ্গুলীর প্রান্তভাগ ধরিল। এম্‌মার সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। যন্ত্রের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এখনি নৃত্য আরম্ভ হইবে।

সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠিল। নৃত্যের ছন্দে এম্মার সারা দেহ মন দুলিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে প্রথম কয়েক মুহূর্তের শঙ্কিত বেপথুমান অবস্থা কাটিয়া গেল। এম্মা নৃত্য-তরঙ্গে নিজেকে ছাড়িয়া দিল।* *

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছিল। বাইরের আলোগুলি একে একে নিভিতেছিল। ক্ষণকালের নৃত্যঅবসানের পর নিমন্ত্রিতেরা রাত্রির শেষ আহারের জন্য টেবিলে আবার সমবেত হইল। স্পেন আর ফ্রান্সের দ্রাক্ষাকুঞ্জের সঞ্চিত তরল সৌরভে রাত্রির বাতাস মদির-উষ্ণ হইয়া উঠিল। আহারান্তে অধিকাংশ লোক বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাহারা রাত্রিতে থাকিবার জন্য নিমন্ত্রিত শুধু তাহারাই রহিয়া গেল। * * *

আহারের পর ওয়াল্ট্জ্ নৃত্য সুরু হইল। যে লোকটি সন্ধ্যাবেলায় এম্মার নৃত্য-সঙ্গী হইয়াছিল, ওয়াল্ট্জ্-নৃত্যের সময় সাথী হইবার জন্য সে আবার এম্মাকে আবেদন জানাইল। কিন্তু এম্মা জানাইল, সে-নৃত্যে সে অভ্যস্ত নয়।

তাহা কখনই হইতে পারে না। এম্মাকে সম্মত হইতেই হইল।

প্রথমে তাহারা ধীরে ধীরে মৃদু ছন্দে আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ নৃত্যের গতি-বেগ হঠাৎ ঝড়ের বেগের মত বাড়িয়া চলিল। এম্মার মনে হইল, তাহার ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘরখানি যেন ঘুরিতেছে—আলো, টেবিল, চেয়ার, ফুল সব এক ঘূর্ণী-রেখার মধ্যে এক হইয়া মিলাইয়া মিশাইয়া গিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা একেবারে নৃত্য-কক্ষের প্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। এম্মা চোখে আর কিছু দেখিতে পাইতেছিল না—সবই যেন

তাহার ঝাপ্‌সা লাগিতেছিল। সমস্ত দেহ নৃত্য-সঙ্গীর দেহে ভর করিয়া সে মাথাটি একবার তাহার বুকে কিছুকালের জন্য রাখিল, তারপর আবার নাচিতে আরম্ভ করিল। * * *

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া চার্লস্ চুপ করিয়া বসিয়া সব দেখিতেছিল। তাহার—কিছুই ভাল লাগিতেছিল না! পাশের টেবিলে একদল ভদ্রলোক "হুইষ্ট" খেলিতেছিলেন—চার্লস্ সে খেলা জানিত না, তাহার কিছুই সে বুঝিত না। চুপ করিয়া মাঝে মাঝে ভদ্রলোকগুলির দিকে সে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিতেছিল। ঘুমে তাহার চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল। * * *

নৃত্য ভাঙ্গিতে চার্লস্ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। এবার সে ঘুমাইতে পারিবে। এম্‌মাকে লইয়া সে উপরে তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া এম্‌মা জানালা খুলিয়া দিল। বাহিরে তখন গভীর অন্ধকারে মৃদু বৃষ্টি পড়িতেছিল—পাতার উপরে তাহার স্নিগ্ধ শব্দ অস্পষ্ট শোনা যাইতেছে। এম্‌মা অন্ধকারের দিকে চাহিয়া জানালার ধারে বসিয়া রহিল। তাহার সমস্ত দেহে তখনও নৃত্য-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। আজ রাত্রিতে সে চেষ্টা করিয়া জাগিয়া থাকিতে চায়—এক রাত্রির এই ক্ষণিকমায়ার উন্মাদনাতে ঘুমের ছেদ টানিয়া দিতে তাহার মন চাহিল না।

ক্রমশঃ রাত্রি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল। জানালার পাশে বসিয়া এম্‌মা তখনও বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল—চাহিয়া দেখিতেছিল রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে। সেই আধ-আলো আধ-অন্ধকারে তাহার মন

খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, রাত্রিতে যে সব নর-নারীর সহিত তাহার দেখা হইয়াছিল, কোথায় ইহারই আশে-পাশে তাহাদের বাড়ী রহিয়াছে! তাহার সাধ যায়, তাহাদের জীবনের সব কথা জানিতে, তাহাদের জীবনের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদের দেখিতে।

হঠাৎ ভোরের বাতাসে কেমন ঠাণ্ডা বোধ হওয়ায় সে চাদরখানি মুড়ি দিয়া বিছানায় গিয়া বসিল। তখন চার্লস্ নাক ডাকাইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন।

সকাল হইতেই তাহারা আবার স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিল। তার পরের দিন, তার পরে, তার পরে,...যেন শেষহীন ভাবে চলিয়াছে সেই একটি দিনেরই অনন্ত পুনরাবৃত্তি। বাড়ীর পাশে ছোট্ট বাগানটিতে আপনার মনে পায়চারি করিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে সদ্য-ফোটা মরসুমী ফুলগুলির দিকে অকারণে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বারে বারে হঠাৎ শুধু মনে পড়িয়া যায়, সেদিনকার সেই নৃত্য-চপল উৎসব-রজনী আজ হইতে কত দূরে চলিয়া গিয়াছে। সে-দিনের সেই রাত্রি আর আজিকার এই প্রভাত, কিসে তাহাদের মধ্যে এত ব্যবধানের সৃষ্টি হইল? কেন এই ব্যবধান? সহসা এক রাত্রির ঝড়ে যেমন পাহাড়ের বুকে কখনও কখনও অন্ধকার গহ্বর জাগিয়া উঠে, তেমনি সেদিনকার সেই একটি রাত্রির নিমন্ত্রণ তাহার জীবনে কোথায় যেন একটা বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি গহ্বর করিয়া তুলিয়াছে।

সে ভাবে; সেদিনকার সেই নৃত্য সভার কথা ভাবা তাহার যেন সবচেয়ে বড় কাজ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতিদিন বুধবার আসে, আর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে বলে', আজ থেকে ঠিক এক সপ্তাহ আগে, দু'সপ্তাহ আগে, তিন সপ্তাহ আগে...এমনি দিনে আমি সেখানে ছিলাম!

ক্রমশঃ যত দিন যাইতে লাগিল সে-দিনকার দেখা লোকগুলির মুখের রেখা তত অস্পষ্ট হইয়া আসিতে লাগিল—তাহাদের আর আলাদা করিয়া মনে করা যায় না……সে-দিন যেসুর বাজিয়াছিল, তাহা মাঝে মাঝে শুধু টুক্‌রো টুক্‌রো হিসাবে মনে পড়ে…তাহাও ক্রমশঃ অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত একাকার হইয়া আসিল, ক্রমশঃ সেদিনকার সেই লোকজন, আলো, ফুলের মালা, পোষাকের পরিপাট্য, প্রত্যেকটি জিনিসের সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্রতা সব একাকার হইয়া স্মৃতির অন্ধকারে হারাইয়া গেল—শুধু রহিয়া গেল তাহারই মনে এক বিরাট শূন্যতা।

সেদিনকার প্রত্যক্ষ স্মৃতিস্বরূপ তাহার কাছে একটি সবুজ রঙের সিল্কের সিগার কেস্ ছিল। তাহারা যখন সেখান হইতে চলিয়া আসে, তখন এম্‌মা গাড়ীর মধ্যে তাহা কুড়াইয়া পায়। কুড়াইয়া সে ডাক্তারকে দিয়া ছিল। একদিন সেই কেস্ ডাক্তারকে ব্যবহার করিতে দেখিয়া, সে ডাক্তারের সিগার খাওয়ার বদ্-অভ্যাস দূর করিবার জন্য তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ডাক্তার জানিত সে কেস্‌টি হারাইয়া গিয়াছে। কিন্তু যেখানে সে ফেলিয়া দিয়াছিল, ডাক্তারের অসাক্ষাতে, সেখান হইতে তাহাকে আবার কুড়াইয়া লুকাইয়া রাখিয়া ছিল।

যখন ডাক্তার "কলে" বাহির হইয়া যাইত, তখন সে মাঝে মাঝে কি মনে করিয়া সেই সিল্ক-কেস্‌টি বাহির করিয়া দেখিত। সেই সামান্য জিনিষটিকে কেন্দ্র করিয়া কল্পনার জাল বুনিবার সুবিধা পাইত। কেস্‌টি খুলিলে তখনও ভাল তামাকের মেজাজী গন্ধ বেশ পাওয়া যাইত। কাহার এই সিগার কেস্? তাহাদের

গাড়ীতেই বা কি করিয়া আসিল? তাহার ভাবিতে ভাল লাগে, যাহার এই সিগার-কেস্, সে এখন কোথায়? প্যারীতে?

......কোথায় প্যারী? কত দূরে? সেই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে এক অভূতপূর্ব্ব শিহরণ জাগিয়া উঠিত! প্যারী! কি মহিমা, কি বিশালতা সেই নামটুকুর সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে নিরুদ্ধ শ্বাসে মন্ত্রের মত সে জপিত, প্যারী, প্যারী! সেই নামের ধ্বনিটুকুও তাহার ভাল লাগিত। সেই ভাবনার ঘোরে তাহার মনে হইত ঘন্টার অবিরাম রোলের মত সেই নাম যেন বায়ু তরঙ্গে কানে আসিয়া বাজিতেছে।

শেষ রাত্রিতে তাহারই জানালার নীচের পথ দিয়া জেলেরা 'মার্জ্জোলিন' গাহিতে গাহিতে যাইত, তাহাদের গাড়ীর শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। বিছানায় শুইয়া সে শুনিত, লোহার চাকার শব্দ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে দূরে মিলাইয়া যাইতেছে, আপনার মনে সে বলিয়া উঠিত, কাল সকালে তারা "সেখানে" গিয়ে পৌছিবে!

তারপর নিদ্রাহীন চোখে সে মনে মনে তাহাদের সঙ্গে চলিত, পাহাড়ের পাশ দিয়া, নিদ্রিত গ্রামের ভিতর দিয়া, তারার আলোয় পথ দেখিয়া দেখিয়া। কখন পথের বাঁকে কুয়াসা আসিয়া সমস্ত পথ ঘাট আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। তাহার স্বপ্ন-সরণীর দিশা হারাইয়া যাইত।

সে প্যারীর গাইড্-বই একখানা কিনিল। ম্যাপের উপর আঙ্গুলের ডগা দিয়া, সে কল্পনায় সেই রাজধানী ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত।

বুলেভারের পাশ দিয়া, প্রত্যেক পথের বাঁকে পা মাপিয়া মাপিয়া সে চলিয়াছে......

খবরের কাগজ পাইলেই প্রত্যেক থিয়েটারের প্রথম রজনীর বিবরণ সে তন্ন তন্ন করিয়া পড়িত—কোথায় বড় "এ্যাট্ হোম্" হইয়াছে, সমাজের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা সমবেত হইয়াছে...প্রত্যেকের পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনাগুলি সে বারবার করিয়া পড়িত......

ইউজিন্ সু'র নভেলে বড়লোকদের ঘরের বর্ণনায় যে সব আসবাব-পত্রের তন্ন তন্ন বিবরণ আছে তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সে পড়িত। বাসনার এই সুতীব্র জ্বালা ভুলিবার আশায় সে ব্যালজাক্ আর জর্জ সাঁর নভেলের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিত। খাবার সময়ও টেবিলে সে বই লইয়া বসিত—চার্লস খাইতে খাইতে যথারীতি রোগীদের কথা বলিয়া যাইত, সে বই পড়িতে থাকিত।

সুদূর প্যারী ক্রমশঃ তাহার মনকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল যে তাহার নিকটের যাহা কিছু সবই তাহার নিকট তিক্ত, বিস্বাদ হইয়া উঠিল। নিকটকে সে সযত্নে এড়াইয়া চলিতে লাগিল, পথের ময়লাকে পথিক যেমন এড়াইয়া চলে। সেই প্রাণহীন পল্লী, চারিদিকের সেই অতি সাধারণ সব গেঁয়ো লোক, প্রতিদিনকার জীবনের সেই বৈচিত্র্যহীন বিস্বাদ—মনে হইত যেন জগতে শুধু তাহার ভাগ্যেই জুটিয়াছে।

এধারে, ঝড় হ'ক বৃষ্টি হ'ক আর তুষারই পড়ুক, চার্লসের রোগী দেখার কামাই নাই। মাঠের ধার দিয়া, বনপথের ভিতর দিয়া, সে আপনার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করিয়া চলিয়াছে। রোগী মহলে তাহার খাতির

ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছিল। সে উপস্থিত হইতে না হইতে তাহারা কাঠের জ্বালে তখুনি তখুনি "আম্‌লেট্" তৈয়ারী করিয়া দিত; পরিতৃপ্ত ভাবে তাহার সদ্‌ব্যবহার করিয়া সে রোগীর শয্যার পাশে গিয়া বসিত—নোংরা লেপের ভিতর দিয়া হাত ঢোকাইয়া রোগীর নাড়ী দেখিত—দরকার বোধ করিলে রক্ত বাহির করিয়া দিয়া, নিজে খানিকটা রক্তাক্ত হইয়া পড়িত—নির্ব্বিকার চিত্তে মৃত্যুর ঘড়ঘড়ানি শুনিত—তারপর বাড়ী ফিরিত। বাড়ী ফিরিয়া সে আগুন পোহাইবে বলিয়া উনুন প্রস্তত থাকিত, টেবিলে সাজান থাকিত খাদ্য। সারাদিনের ক্লান্তির পর সে আরামে চেয়ারে গিয়া বসিত, পরম তৃপ্তির সহিত পেট পুরিয়া খাইত, সামনে বসিয়া থাকিত সুন্দরী স্ত্রী। এম্‌মার দেহ-সুরভি তাহার সারাদিনের ক্লান্তিকে ধুইয়া মুছাইয়া দিত।

কত ছোট খাট সামান্য বিষয়ে সে চার্লসকে আনন্দে সচকিত করিয়া তুলিত, আনন্দ সৃজন করিবার ক্ষমতার যেন তাহার অন্ত ছিল না। বাতিটার সেডের কাগজের রঙটা বদলাইয়া, যে তরকারিটা রাঁধুনী নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, সেইটাই আবার নতুন মসলা দিয়া তৈয়ারী করিয়া আর একটা মজার নতুন নাম দিয়া তাহার সামনে সে ধরিত—চার্লস এক নিঃশ্বাসে তাহা খাইয়া ফেলিত; সাধারণ পোষাক অথচ তাহারই মধ্যে রঙের এমন হেরফের করিয়া সে পরিত—ঠিক বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও চার্লসের তাহা ভাল লাগিত। ইহাতেই চার্লসের মনে হইত যেন তাহার জীবনের সরু পথটুকু স্বর্ণ রেণুতে ছাইয়া গিয়াছে।

ভিতরে ও বাহিরে কোথাও তাহার কোন অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল না ইদানীং ব্যবসায়ে একটু ওয়াকিবহাল হইবার জন্য সে একখানি ডাক্তারী

মাসিক-পত্রিকার গ্রাহকও হইয়াছিল। রাত্রিবেলায় খাওয়া-দাওয়ার পর সে সেই মাসিক-পত্রিকাখানি লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিত। কিন্তু বেশীক্ষণ পড়িতে পারিত না। সারাদিনের ক্লান্তির পর, ঘরের সেই স্নিগ্ধ উষ্ণতায়, এবং পাকস্থলীর কৃপায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার ঘাড় এলাইয়া পড়িত, হাত হইতে পত্রিকাখানি আপনা হইতেই পড়িয়া যাইত। ঘরের কাজ সারিয়া আসিয়া এম্‌মা দেখিত তাহার স্বামী সেই অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

কেন তাহার ভাগ্যে এই রকম স্বামী জুটিল? সে কল্পনা করিয়াছিল তাহার স্বামী, সারা রাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়া বই পড়িবে—পাশে সে জাগিয়া থাকিবে! বৃদ্ধ বয়সে তাহার স্বামী বুকে গৌরবের স্বর্ণ-পদক লইয়া যেখানে গিয়া দাঁড়াইবে—সেইখানেই লোকে সম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইবে……

কেন চার্লস্ এই রকম অস্তিত্বহীনতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে? কেন তাহার নাম সকলের মুখে মুখে ফিরিবে না? প্যারীর সংবাদপত্রগুলি খুলিলেই প্রথম তাহার নাম সকলের দৃষ্টিতে পড়িবে—বই-এর দোকানে তাহারই নাম বড় বড় অক্ষরে প্রচার-প্রাচীরে জ্বল্ জ্বল্ করিবে—ফ্রান্স তাহারই কথা আলোচনা করিবে! কিন্তু চার্লসের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। সে যাহা পাইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত কিছু যে পাওনা থাকিতে পারে, তাহা তাহার ধারণায় আসিত না।

এইভাবে যতদিন অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই চার্লসের সঙ্গ এম্‌মার নিকট পীড়াদায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল। কখন কখন এম্‌মা ডাক্তারের গা হইতে ময়লা কোট খুলিয়া লইয়া, পরিষ্কার কোট পরাইয়া দিত। রোগী দেখিতে বাহির হইবে, এমন সময় তাহাকে দাঁড় করাইয়া সে "টাই"টি

ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দিত ; অথবা হাতের নোংরা "গ্লাবস্" খুলিয়া পরিষ্কার দুটি গ্লাব্‌স্ পরাইয়া দিত। ডাক্তার আনন্দে গদগদ হইয়া উঠিত। তাহার প্রতি এম্‌মার দৃষ্টির এতটুকু কামাই নাই। কিন্তু এম্‌মা তাহার জন্য করিত না। সে করিত তাহার নিজের গায়ের জ্বালায়, নিজের আত্ম-মর্য্যাদায়। কখনও কখনও এম্‌মা খবরের কাগজ লইয়া চার্লসের সঙ্গে আলোচনা করিতে বসিত, অথবা কোন বইএর কথা পাড়িত, চার্লস সব কথাতেই সায় দিয়া যাইত। কিছুক্ষণ পরে এম্‌মার মনে হইত, সেই সব কথা উনুনের কাঠের সঙ্গে বা ঘড়ির পেণ্ডুলামের সঙ্গে বলিলেও চলিত।

হঠাৎ কিছু ঘটিয়া যাইবার জন্য নীরবে আপনার মনে সে প্রতীক্ষা করিতেছিল। ভগ্ন-তরীর অসহায় নাবিকের মত নিঃসঙ্গতায় সমুদ্রের দিক-রেখার দিকে সে একদৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, যদি সেখানে কোন যাত্রী-তরীর মাস্তলের রেখা দেখা যায়। সে জানিত না কোন্ হাওয়ায় সে তরী তাহার নিকটে আসিবে, কেমনই বা সে তরী এবং কোন্ তীরেই বা সে-তরী তাহাকে লইয়া যাইবে। তবুও প্রতিদিন প্রভাতে প্রথম চোখ মেলিতেই সে ভাবিত, আজ হয়ত তাহার দেখা সে পাইবে সে হয়ত আসিবে। তারপর দিন-শেষে কিছুই ঘটিত না, প্রতিদিন যেমন শেষ হয়, সেদিনও তেমনি শেষ হইত—শিশুর মতন সে নিজের মনের সহিত ঝগড়া করিত, কেন কিছু ঘটিল না?

গান গাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছিল। পিয়ানোতে আর বসিত না। কে শুনিবে? কেন সে গাহিবে?

ক্রমশঃ এম্‌মার আচার-ব্যবহারের একটা পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। একটুতেই সে রাগিয়া যাইত। খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্ত্তা বলার মধ্যে

তাহার একটা স্পষ্ট অসঙ্গতি দেখা দিল। চাকর-বাকরেরা কিছুতেই তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া উঠিতে পারিত না। সারাদিন নানা রকমের খামখেয়ালী লইয়া তাহাদের সকলকে বিব্রত করিয়া তুলিত। কখনও নিজের জন্য কোন বিশেষ রান্না আগে সে তৈয়ারী করিত না—বা করিতে বলিত না। ইদানীং রোজ সকালে উঠিয়াই চাকরকে তাহার জন্য ফরমাসী তরকারী রান্না করিতে বলিত—রান্না হইলে তাহা আর ছুঁইত না। কোন দিন খেয়াল গেল যে সে বোতল-বোতল দুধ খাইবে, কোন দিন আবার সারা দিন ধরিয়া এক কাপের পর আর এক কাপ চা খাইয়াই চলিল। অকারণে চাকরটিকে তীব্র ভৎর্সনা করিত, তার পরক্ষণেই পাশের গ্রামে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবার জন্য তাহাকে ছুটি দিয়া দিত।

ক্রমশঃ তাহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। মাঝে মাঝে দম আটকাইয়া অচৈতন্যের মত হইয়া যাইতে লাগিল। চার্লস কি চিকিৎসা করিবে বুঝিতে না পারিয়া তাহার পুরাতন প্রফেসরকে দেখাইবার জন্য এম্‌মাকে রোয়েঁতে লইয়া গেল। বৃদ্ধ অধ্যাপক পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, স্নায়ুর পীড়া, স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক!

আট

এম্‌মার স্থান-পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রয়োজন বোধ হওয়ায় চাল স্‌ একটি মনোমত যায়গার সন্ধান করিতে লাগিল। সে ঠিক করিল, রুয়েঁ শহর ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু কোথায় যাইবে? সেখানে তো তাহাকে ডাক্তারী করিয়া জীবিকা করিতে হইবে!

বহু অনুসন্ধানের পর লাবায়্যে নামে এক শহরের সন্ধান জুটিল। সেখানে বেশ বড় বাজারও একটা আছে। একজন মাত্র ডাক্তার ছিল, পোলাণ্ডের লোক। সম্প্রতি কিছুদিন হইল সে তল্পি গুটাইয়া সে-শহর হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। শহরে যে ওষুধের দোকান ছিল, তার মালিকের নিকট চার্ল্‌স্‌ লিখিল, সেখানে ওষুধ-পত্র কেমন বিক্রী হয়, বাইরের ডাক্তারের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্‌ আসে কি না, ইত্যাদি। চিঠির উত্তরে সে যে-সমস্ত খবর পাইল, তাহাতে চার্ল্‌স্‌ নিশ্চিন্ত হইয়া স্থির করিল যে, রুয়েঁ ছাড়িয়া সে লাবায়্যেতেই বসবাস স্থাপন করিবে।

যাইবার দিন সকালবেলা এম্‌মা জিনিস-পত্র সব গুছাইয়া ঠিক করিয়া রাখিতেছিল। হঠাৎ একটা ড্রয়ারের ভিতর হইতে জিনিস পত্র বাহির করিতে গিয়া তাহার হাতের আঙুলে কি ফুটিয়া গেল। বাহির করিয়া দেখে, এক তোড়া কাগজের ফুল। তাহার বিবাহ রাত্রির স্মৃতি। কাগজের ফুলের রঙ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; সরু সরু তারগুলি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে তোড়াটি বাহির করিয়া ঘরের আগুনের মধ্যে ফেলিয়া দিল। এক মুঠো শুক্‌নো খড়ের মত জ্বলন্ত আগুনে তাহা এক নিমিষে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। এম্‌মা একদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছিল,

লোহার তারগুলি কেমন করিয়া এঁকিয়া বেঁকিয়া লাল হইয়া আগুনে তখনও জ্বলিতেছিল।

মার্চ্চ মাসে যখন তাহারা রুয়ে ছাড়িয়া চলিল, তখন এম্‌মার সন্তান-সম্ভাবনার লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

লাবায়েতে এক বিধবার হোটেল ছিল। সেই হোটেলের এক অংশে থাকিবার বন্দোবস্ত চার্লস করিয়াছিল। বাজারের দিন হোটেলটি লোক-জনে সরগরম হইয়া থাকিত। শহরের বিশিষ্ট লোকদেরও প্রধান আড্ডাস্থল ছিল বিধবা লাফ্রাঁসই-এর এই হোটেলটি।...

শহরের প্রধান ওষুধ-বিক্রেতা মঁস্তিয়ে হোম্যে...

মঁস্তিয়ে বিনে,—সুলেখক, তাস খেলায় ওস্তাদ্, শীকারে অব্যর্থ-সন্ধানী, একটি গুলিও নষ্ট হয় না......

মঁস্তিয়ে লিওঁ, যুবক, লাফ্রাঁসই-এর হোটেলের একজন প্রধান আড্ডাধারী......

যেদিন রাত্রিবেলা চার্লসের আসিবার কথা, সেদিন বিধবা লাফ্রাঁসই-এর উদ্বেগের আর অন্ত নাই। চাকরকে ডাকিয়া হুকুম দেন,—

আর্টিমিস্, বলি কাঠগুলো কাটা হলো? এখনও হয় নি? না, তোদের নিয়ে আর চলে না! জলের বোতলগুলো ভরা হয়েছে? আগে যা, শিগ্‌গির একটু ভালো ব্রাণ্ডির বন্দোবস্ত করে রাখ্! ওখানে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ভাবছিস কি? পুডিংটা আজ যে কি রকম হবে কে জানে? এই যে মঁস্তিয়ে হোমে। কি জ্বালায় পড়িছি শুনুন্! ঐ যে লোকগুলো দেখছেন—কাল রাত থেকে বিলিয়ার্ড চালাচ্ছে—টেবিলটা একেবারে খেলে......

হোম্যে গম্ভীরভাবে উত্তর দেন,—আর ও টেবিলটার ওপর মায়া কেন? আপনার উচিত আর একটা নতুন টেবিল কেনা!

বিধবার মাথায় যেন বাজ পড়ে, বলেন—রাখুন! রাখুন! আপনার কথা! নতুন টেবিল! হাঁ, শীকারের সময়ে ঐ টেবিলে রাত্তিরে দু'জনকে শুতে দিয়েছি! আচ্ছা, আজ এখনও শিবার্ যে এলো না? হাঁ, লোক বটে মঁস্তিয়ে বিনে! ঠিক ঘড়িতে ছ'টা বাজবে, আর তিনি এসে ঢুকবেন! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চলতে এ রকম লোক, আমি তো আমার জীবনে আর দেখি নি! নিজের যায়গাটিতে রোজ বসা চাই—সে-যায়গাটুকু না পেলে সে দুনিয়ায় আর কোথাও যেন বসতে চায় না।······

বলিতে বলিতে ঘড়িতে ছ'টার ঘন্টা বাজিয়া উঠিল। মঁস্তিয়ে বিনেও প্রবেশ করিলেন। নীরবে আসিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

চুপি চুপি হোম্যেকে ডাকিয়া বলেন—দেখুন, বিনের ঐ দোষ! মুখে কথাটি নেই! সেদিন দুটি বড় মজার খদ্দের এসেছিলেন। স্বামী-স্ত্রী, চেহারা এমন যে দেখলেই হাসি পায়। সারা রাত ধরে তারা দুজনে আগুনের ধারে বসে বসে এমন মজার মজার সব গল্প বলছিল যে শুনে, আমি গড়াগড়ি দিই! কিন্তু বিনেও সেখানে বসেছিল। বলি, একবারও ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করলো না! কি লোক বাবা!

হোম্যে বলেন—ঐ রকমই! একেবারে রস-কষশূন্য, সমাজে মেশবার একেবারে অযোগ্য!

—কিন্তু লোকে বলে যে বিনের মাথা আছে!

—মাথা আছে নিশ্চয়ই! তবে যে-সে মাথা নয়—ওরই মাপের মাথা!

এমন সময় হোটেলের দরজায় পদ-শব্দ হওয়ায়, নতুন খদ্দেরের আশায় লাফ্রাঁসই ছুটিয়া গিয়া দেখেন, পাশের শহরের পাদ্রী!

—আসুন! আসুন! চলুন! কয়েক ফোঁটা কেসিস্? এক গ্লাস ওয়াইন্……

পাদ্রী মহাশয় শান্ত-ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অসম্মতি জানাইলেন। পরশু দিন তিনি ছাতি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা লইতে আসিয়াছেন মাত্র!

তিনি চলিয়া গেলে হোম্যে গর্জ্জিয়া উঠিল—ভণ্ডামী দেখে আর বাঁচি না! লোকে না দেখলে, ঐ ফোঁটাই বলুন, আর গ্লাসই বলুন, ওরা সবই খেয়ে থাকেন! চেহারাটা দেখেছেন, ছ'টা লোকের শরীর যেন একসঙ্গে বাঁধা! বাবা! ঐ সব লোকের কাছে কিনা, মেয়েদের পাঠাতে হবে কন্‌ফেসনের জন্যে! আমার হাতে যদি গভর্ণমেণ্ট থাকতো, তা হলে আমি আইন করে দিতাম যে, মাসে একবার করে এই সব ধর্ম্ম-যাজকদের গা থেকে রক্ত বার করে নিতে হবে—হাঁ, নীতি এবং সামাজিক শান্তির জন্যে তার বিশেষ প্রয়োজন আছে……

—আঃ কি বলেন মঁস্তিয়ে হোম্যে! মুখে ওসব কথা আনাও পাপ! আপনার তো আর কোন ধর্ম্মাধর্ম্ম নেই!

—কে বলে আমার ধর্ম্ম নেই? আমার ধর্ম্ম তো আছেই—আর তা ওদের ঐ মাম্বো-জাম্বোর * ধর্ম্মের চেয়ে ঢের বড়। আমি বিশ্বাস করি একজন পরম পুরুষ আছেন; তাঁকে স্রষ্টাই বলো, আর ভগবানই

---

* মাম্বো-জাম্বো হলো আফ্রিকার বন্য জাতিদের এক রকম দেবতা। তার সামনে নানা রকমের ভৌতিক অনুষ্ঠান করে অপরাধী লোকদের শাস্তি দেওয়া হয়।

বল. তিনি আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন, আদর্শ নাগরিক হবার জন্যেই আদর্শ পিতা হবার জন্যে, জীবনের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করবার জন্যে। কিন্তু তাই বলে এমন কোনও যুক্তি নেই যে, গির্জ্জেয় গিয়ে দু'বেলা আমাকে কতগুলো রূপোর বাসন আর আলোদানিকে চুমু খেতে হবে, আর যারা আমাদের চেয়ে খায়-দায়-থাকে ভালো, এমন কতকগুলো অপদার্থ পাদ্রীকে আমাদের টাকা দিয়ে আরও মুটিয়ে তুলতে হবে! তাঁকে যদি ডাকতে হয়, আমি ঘরে বসেই ডাকতে *পারি, অরণ্যে দাঁড়িয়ে ডাকতে পারি, শূন্য মাঠে আকাশের দিকে চেয়ে তাঁকে ডাকতে পারি...*

সে এমন ধারা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া চলিয়াছিল যেন তাহার ধারণা যে নাগরিক সভায় সে বক্তৃতা দিতেছে—তাহার সম্মুখে অগণিত জনতা বিস্ময়ে বসিয়া আছে।

কিন্তু যাঁহার সঙ্গে কথা হইতেছিল, তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। দূরে একটা গাড়ী আসার অস্পষ্ট শব্দ তাঁহার কাণে বাজিতেছিল। তিনি সেই শব্দটুকু ধরিবার চেষ্টা করিতছিলেন। ক্রমশঃ সে-শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া আসিল। গাড়ীর চাকা ঘড়-ঘড়ানি থেকে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ এবার বেশ আলাদা হয়ে এলো... এতক্ষণে বোভারীরা আসিয়া পৌঁছাইল।

পথে একটা দুর্ঘটনার জন্য তাঁহাদের দেরী হইয়া গেল। ম্যাদাম বোভারীর * গ্রে-হাউণ্ড কুকুরটি গাড়ীর পিছনে আসিতে হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়। গাড়ী থামাইয়া তিনি প্রায় আধ ঘন্টা

---

* এম্‌মা

ধরিয়া কুকুরটিকে ডাকিয়াছেন, কিন্তু সে আর ফিরিয়া আসে নাই। সেই দুঃখে এম্‌মা সত্যসত্যই কাঁদিয়া ফেলেন। তাঁহাদের সঙ্গে একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী আসিতেছিল। এম্‌মার চোখে জল দেখিয়া তিনি নানারকমের কুকুরের গল্প বলিয়া সহযাত্রিনীকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন—তিনি জানেন যে মাসের পর মাস অদর্শনের পরেও কুকুরেরা ঠিক আবার তাহার মনিবের নিকট ফিরিয়া আসে। তাঁর বাবার একটা কুকুর ছিল। সেটাও এই রকম হারাইয়া যায়। বারো বছর পরে একদিন তিনি রাস্তা দিয়া যাইতেছেন, এমন সময় কোথা হইতে দেখেন যে সেই কুকুরটি তাঁহার পিঠে লাফাইয়া আসিয়া পড়িয়াছে।

হোটেলের দরজার সামনে যখন গাড়ী আসিয়া থামিল, গাড়ীর ভিতরে চার্লস্ তখনও...ঘুমাইতেছিল। এম্‌মা প্রথমে গাড়ী হইতে বাহির হইলেন, তারপর এম্‌মার ঝি ফেলিসিতি, তারপর সেই বস্ত্র-ব্যবসায়ী। চার্লসকে অবশেষে ঠেলিয়া তুলিতে হইল।

হোম্যে নিজে আসিয়া বোভারী দম্পতীর সঙ্গে পরিচয় করিল; তাঁহার স্ত্রী একটু অন্যত্র যাওয়ায় তিনি সঙ্গে করিয়া আনিতে পারেন নাই। হোটেলের কর্ত্রী লিওঁকে থাকিয়া যাইতে অনুরোধ করায়, খাবারের টেবিলে চারিটি আসন হইল। বোভারী-দম্পতি, হোম্যে এবং লিওঁ।

এম্‌মাকে উদ্দেশ করিয়া টেবিলে হোম্যেই প্রথম কথা আরম্ভ করিল—

—পথে আপনার যথেষ্ট কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই! আমাদের এই হোটেলের গাড়ীটা একেবারে যাচ্ছে-তাই!

—তা একটু ক্লান্তি লাগে। কিন্তু আমার এমনি চলে বেড়াতে ভাল লাগে। এক জায়গায় আট্‌কে পড়ে থাকতে হলেই যেন আমার দম বেরিয়ে আসে!

লিওঁ এতক্ষণ চুপ করিয়া এম্‌মার দিকে চাহিয়াছিল। সুবিধা বুঝিয়া বলিয়া উঠিল—অসম্ভব! এক যায়গায় একই ভাবে বন্ধ হয়ে থাকা, ওঃ, এর চেয়ে শাস্তি আর কিছু নেই!

চার্লস্ একটু হাসিয়া বলিল—ভায়া, তোমাকে যদি আমার কাজ করতে হতো, তাহলে যে কি করতে তা বলতে পারি না··· সর্ব্বদাই লাগাম হাতে···

উত্তেজিত হইয়া লিওঁ এম্‌মার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠে—এর চেয়ে মজার ব্যাপার আর কি আছে···অবশ্য ঘোড়ায় চড়া জানা থাকলে···

ম্যাদাম বোভারী জিজ্ঞাসা করেন—আচ্ছা, এখানে বেড়াবার কোন ভাল রাস্তা কাছাকাছি নেই!

লিওঁ উত্তর দেয়—কই, তেমন কোনও রাস্তা নেই, তবে কাছাকাছি পাহাড়ের উপর একটা রাস্তা আছে. সেটা মন্দ নয়। প্রায়ই রবিবার দিন সঙ্গে একখানা বই নিয়ে আমি সেখানে যাই। সেখান থেকে সূর্য্যাস্ত দেখে তবে ফিরি!

সূর্য্যাস্তের কথায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ম্যাদাম বোভারী বলেন—সাগর-তীরে সূর্য্যাস্তের চেয়ে সুন্দর দৃশ্য জগতে আর কিছু নেই!

কালবিলম্ব না করিয়াই লিওঁ বলিয়া উঠে—যা বলেছেন! ওঃ, সমুদ্র! সমুদ্রের কথা ভাবলেই আমার মন-প্রাণ ভরে যায়।

সেই সুরে সুর মিলাইয়া এম্‌মা বলে—সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে সেই দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে, আপনার কি মনে হয় না যে হঠাৎ আমাদের মনের দিগন্ত-রেখাও যেন কেমন করে সীমাহীন হয়ে পড়েছে—সেই তরঙ্গের নাচনের সঙ্গে আমাদের আত্মাও সজীব হয়ে নেচে ওঠে! মনে পড়ে যায়, অনাদি অনন্তের কথা, অন্তরের সীমাহীন কামনার কথা……

এম্‌মার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া লিওঁ বলিয়া উঠে—শুধু সমুদ্র নয়, যেখানে পাহাড় আছে, সেখানেও মনে ঠিক এমনি-ধারা ভাব আসে। গত বছরে আমার এক খুড়তুতো ভাই সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়েছিল। সে আমাকে চিঠিতে ঠিক এই কথাই লিখেছিল। সে লিখেছিল, তুমি ঘরে বসে পাথরের এই মহাকাব্যের একটি লাইনও বুঝতে পারবে না। এর হ্রদে, এর তুষার-মণ্ডিত চূড়ায় চূড়ায় যে কাব্য আছে, তা সত্যি বর্ণনা করা যায় না……

একটু থামিয়া লিওঁ দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে—গল্প শুনেছিলাম, কে একজন গায়ক, প্রতি বছর সেই পাহাড়ের মধ্যে গিয়ে বাস করতেন—সেইখানেই তাঁর গানের সুরের সন্ধান তিনি পেতেন—

বাধা দিয়া এম্‌মা জিজ্ঞাসা করে—আপনি বুঝি নিজে গান রচনা করেন ?

কুণ্ঠিত হইয়া লিওঁ বলে—না, না, আমার গান শুনতে ভাল লাগে! ভয়ঙ্কর ভাল লাগে!

তাহাদের কথার মাঝখানে আসিয়া হোম্যে বলে—ওর কথায় বিশ্বাস

করবেন না, ম্যাদাম বোভারী ! ও দিব্যি গান গায় ! আমার ওষুধের দোকানের দোতলাতেই তো ও থাকে। সেদিনও একটা গান গাইছিল, চমৎকার !

তারপর তাহাদের কথাবার্ত্তার সূত্র ছাড়িয়া সে চার্লসকে সেখানকার বিশিষ্ট লোকদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। তখন ওধারে লিওঁ আর এম্‌মা তেমনি কথা বলিয়া চলিয়াছিল। এম্‌মা জিজ্ঞাসা করে, আপনার কি ধরণের গান ভাল লাগে ?

—জার্ম্মাণ ! জার্ম্মাণ-সঙ্গীতের কাছে কিছু নেই। সে সঙ্গীত শুনলে আপনা থেকে মন স্বপ্নে ভরে যায়।

—আপনি কোন অপেরাতে গিয়েছেন ?

—না, এখনও কোন সুযোগ হয় নি। তবে সামনের বছর যখন প্যারিসে ফাইনাল্ ল' পরীক্ষা দিতে যেতে হবে, সেই সময়ে যাবার বাসনা আছে !

হোম্যে তখন চার্লস্‌কে বুঝাইতেছিল যে এই বাড়ীতে থাকার দরুণ ডাক্তারের কি কি সুবিধা হইতে পারে।

—এমন কি আপনার স্ত্রীর যদি বাগান করবার সখ থাকে, তারও সুবিধে এখানে আছে !

—কিন্তু সখ থাকলে কি হবে ! ওঁকে একটু আধটু ব্যায়াম করবার জন্যে তো বলা হয়েছে। কিন্তু সেই বই হাতে করে শোবার ঘরে বসে থাকতেই ওঁর ভাল লাগে,—

চার্লসের কথায় লিওঁ এবার সাড়া দিয়ে উঠে—তার চেয়ে আনন্দের বা তার চেয়ে সুন্দর আর কি হতে পারে বলুন ! সন্ধ্যেবেলা

ঘরে আগুন জ্বলবে—আলোটি জ্বালা হবে—বাইরের বাতাস জানালার কাঁচে এসে ধাক্কা মেরে ফিরে যাবে—সেই সময় সেই আগুনের ধারে হাতে একখানা বই নিয়ে বসে—

এম্‌মার কালো চোখ আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। লিওঁর দিকে চাহিয়া সে বলে, ঠিক আমিও তাই ভাবি !

লিওঁ অনুপ্রেরিত হইয়া বলিয়া চলে—তখন পৃথিবীর অন্য সব কিছু ভুলে যেতে হয়। কোথা থেকে সময় চলে যায়—কিছুই বুঝতে পারা যায় না। মন তখন চলে যায় কত দূর দুরান্তরে, মনে হয় যেন তারা সব তোমার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। কখন গল্পের দেহের সঙ্গে পাঠকের মন যায় মিলিয়ে মিশিয়ে—মনে হয় সে-সব চরিত্র যেন আমি নিজেই—তাদের দেহের আবরণের তলায় আমারই মন দুলে দুলে কেঁপে উঠ্‌তে থাকে।

সংক্ষেপে এম্‌মা বলে—সত্যি ! খুব সত্যি !

লিওঁ বলে—আচ্ছা পড়তে পড়তে এমন কোন জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন, যা আপনারই বহুদিন আগেকার চিন্তার ভুলে-যাওয়া স্মৃতি, যা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আপনারই মনের কথাকে যেন রূপ দেওয়া হয়েছে……

এম্‌মা শুধু বলে—তা আর পাই নি !

—নিশ্চয়ই পেয়েছেন কবিতায় ! এইজন্যেই গদ্যের চেয়ে কবিতা আমার এত ভাল লাগে !

এইভাবে খাবারের সময় সারাক্ষণ তাহারা দুইজনে আলাপ করিয়া চলিয়াছিল। খাওয়া শেষ হইলে চাকর আসিয়া আলো দেখাইয়া তাহাদের লইয়া গেল।

যখন এম্‌মা শোবার ঘরে প্রবেশ করিল, তখন চারিদিক নিশুতি হইয়াছে। সমস্ত শহর তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ সেই নূতন ঘরে ঢুকিতে তাহার মনটা কেমন ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। জীবনে এই লইয়া চারবার সে নূতন পারিপার্শ্বিকের মধ্যে রাত কাটাইল।

প্রথম, যেদিন সে নিজের বাড়ী ছাড়িয়া কন্‌ভেন্টে পড়িতে গিয়াছিল; দ্বিতীয়বার, যখন সে বধূরূপে চার্লসের বাড়ীতে আসিয়াছিল; তৃতীয়বার, সেই নৃত্য-সভার নিমন্ত্রণে ডিউকের বাড়ীতে একদিন রাত্রি-বাস, আর চতুর্থবার, এই লাবায়েতে। প্রত্যেক বারের সেই স্থান-পরিবর্ত্তন তাহার জীবনেও একটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে। আজিকার এই পরিবর্ত্তন তাহার জীবনে কী নূতনের স্পর্শ আনিয়া দিবে?

নয়

পরের দিন সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া জানালা খুলিতেই এম্‌মা দেখিল সামনের মাঠের মধ্য দিয়া লিওঁ চলিয়া যাইতেছে। তাহার চোখ পড়িতেই, লিওঁ টুপি খুলিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিল। অর্দ্ধেক-খোলা জানালার ভিতর হইতে এম্‌মা একটুখানি ঘাড় নাড়িয়া তাহা গ্রহণ করিল, তারপর তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

সারাদিন ধরিয়া লিওঁ অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কখন সন্ধ্যা ছ'টা বাজিবে। ছ'টা বাজিতেই লিওঁ সরাইখানাতে আসিয়া হাজির হইল কিন্তু দুঃখের বিষয় ম্যসিয়ে বিনে ছাড়া আর কাউকেই দেখিতে পাইল না।

ম্যাদাম বোভারী

আগের রাত্রিতে খাবারের টেবিলে সেই আলাপ ও পরিচয় তাহার জীবনে এক গভীর রেখা-পাত করিয়া দিয়াছিল। ইহার আগে, এতক্ষণ ধরিয়া এত নিকটে বসিয়া কোন নারীর সহিত আলাপ করিবার সৌভাগ্য তাহার আর ঘটিয়া উঠে নাই। যে-সব জিনিস প্রকাশ করিতে জীবনে সে কোনও দিন শিক্ষা করে নাই, এম্‌মার সামনে অনর্গল ভাবে সেই সব বিষয় লইয়া অকুণ্ঠ উচ্ছ্বাসে কেমন করিয়া সে নিজেকে প্রকাশ করিল? সাধারণত সে বড় একটা কথা বলিতেই চাহিত না—লোকে জানিত তাহার মত মুখ-চোরা বিনয়ী ছেলে সে-অঞ্চলে বড় একটা আর কেউ ছিল না কিন্তু কেমন করিয়া আগের রাত্রিতে অনর্গল দুঘন্টা ধরিয়া সে এম্‌মার সহিত কথা চালাইল?

ম্যসিয়ে হোম্যে নূতন প্রতিবেশীদের জন্য সকলের চেয়ে বেশী উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। যে লোকের কাছে সে নিজে 'সাইডার' কিনিত, নিজে তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া ম্যাদাম বোভারীর সহিত আলাপ করাইয়া দিল। নিজে দাঁড়াইয়া জিনিস পছন্দ করিয়া কিনিল এবং "সেলারে" কোথায় রাখিলে সব চেয়ে ভাল হয়, সমস্ত তদ্বির করিল। মাখন-ওয়ালাকে ডাকাইয়া বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল যেন সে কখনও খারাপ জিনিস ডাক্তারদের বাড়ী না দেয় এবং এক-কড়া বেশী দাম না লয়। অবশ্য তাহার এই প্রতিবেশী-প্রীতি একান্ত স্বার্থহীন ছিল না। কেহ না জানিলেও সে জানিত, সে যে ঔষধের ব্যবসায় চালাইতেছে, আইনতঃ তাহাতে তাহার সে অধিকার নাই; যদি ডাক্তার কোনও উপায়ে তাহা জানিতে পারিয়া তাহার শত্রুতা করে, তাহা হইলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া তাহাকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। সেইজন্যই ডাক্তার-দম্পতির

সুখ-সুবিধার জন্য তাহাকেই সকলের চেয়ে বেশী ব্যস্ত হইতে হইল।

নূতন জায়গায় আসিয়া চার্লস্ কিন্তু দমিয়া গেল। দিনের পর দিন চলিয়া যায়, রোগীর দেখা নাই। চুপটি করিয়া ডাক্তারখানায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে আপনা হইতেই সে ঘুমাইয়া পড়িত। তবে একটি ব্যাপারে তাহার মন ইদানীং ভরিয়া থাকিত। শীঘ্রই তাহার ঘরে নূতন লোক আসিবে—এম্মার দিন ক্রমশই পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল। পিতা হইবার ভাবী আনন্দে সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। এম্মার ভারাক্রান্ত দেহের অলস শ্লথ ভঙ্গী দেখিয়া শিশুর মত অহেতুক উল্লাসে সে উদ্বেল হইয়া উঠিত! ছুটিয়া গিয়া তাহাকে সযত্নে সে জড়াইয়া ধরিত, চুম্বন করিত, দুই গালে হাত বুলাইতে বুলাইতে, ছোট ছেলের মত নাচিয়া কুদিয়া, তাহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিত। তাহার জীবনে আকাঙ্ক্ষা করিবার আর কিছু ছিল না—তাহার সমস্ত পাওনা যেন সে পাইয়া গিয়াছে। প্রতিদিনকে সে নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিল।

চার্লসের বড় বাসনা ছিল যে ছেলে হইবে। অনবরত সেই কথাই সে এম্মাকে শুনাইত। সে তাহার নাম রাখিবে, জর্জ্জ!

সেদিন রবিবার—সকাল প্রায় ছ'টা। এম্মার ব্যথা উঠিল। * * * * * প্রথম জ্ঞান হইবার পর এম্মা জানিতে পারিল যে ছেলে নয় মেয়ে হইয়াছে।

সেই শহরে এক ছুতার-মিস্ত্রীর বউ খুব ভাল ধাত্রী ছিল। ছেলে-মেয়ে মানুষ করিতে তাহার জোড়া নাকি ছিল না। ডাক্তার শিশু

কন্যাটিকে সেই ধাত্রীর কাছে লালন-পালন করিবার জন্য রাখিয়া আসিল।

একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ এম্‌মার বড় বাসনা হইল মেয়েটিকে একবার সে দেখিয়া আসিবে। তখন বাইরে প্রচণ্ড গরম। প্রত্যেকে ঘরের জানালার সার্সি বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাতাস বহিতেছে যেন আগুনের ঝলক। মাথার উপরে নির্মেঘ দ্বিপ্রহরের আকাশ হইতে সূর্য্য অগ্নিবর্ষণ করিতেছে, নীচে তপ্ত মাটি হইতে যেন আগুনের বাষ্প উঠিতেছে। কিছু পথ যাইতে না যাইতেই এম্‌মার সর্ব্ব-শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। একবার সে ঠিক করিল যে, সে ফিরিয়া যাইবে কিন্তু ফিরিতেও তো অনেকখানি পথ...তারপর ভাবিল যে, পথের ধারে কোথাও একটু বসিয়া সুস্থ হইয়া তারপর সে যাহা হয় করিবে। এমন সময় দেখে যে এক বাণ্ডিল কাগজ বগলে করিয়া লিওঁ সেই দিক দিয়াই আসিতেছে।

এম্‌মাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া লিওঁ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

এম্‌মার পাশে আসিয়া সে শুধু বলিল, যদি......

আরও কিছু সে বলিতে চাহিতেছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না।

এম্‌মা ক্লান্তস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনার কি এখন কোথাও বিশেষ জরুরী কোন কাজ আছে ?

—না !

—তবে যদি অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে একটু আসেন ! তখন অপরাহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাহারা দুইজনে নদীর পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মাঠ হইতে চাষীরা সকলে ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। চারিদিক

নিস্তব্ধ। শুধু তাহাদের দুইজনের পাশাপাশি চলার শব্দ তাহাদের কাণে আসিয়া লাগিতেছে। আর তাহার সহিত মাঝে মাঝে এম্‌মার পোষাকে বাতাসের তরঙ্গাঘাত-ধ্বনি মিশিয়া যাইতেছে।

রুয়েঁর থিয়েটারে স্পেন থেকে একদল নৃত্য-শিল্পী আসিতেছে—তাহাদেরই কথা হইতেছিল।

এম্‌মা জিজ্ঞাসা করিল—আপনি দেখতে যাবেন?

—চেষ্টা করবো যেতে।

এর বেশী কোন কথা কি তাহাদের বলিবার ছিল না? কিন্তু তাহাদের চোখের দৃষ্টিতে যে ভাষা নীরবে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার অর্থ যেন আরও গভীর। প্রতির্দিনের অতি সহজ অভ্যস্ত বিষয় লইয়াই তাহারা আলোচনা করিতেছিল, কিন্তু প্রত্যেক কথার অন্তরালে তাহারা দুইজনেই অনুভব করিতেছিল, যে-কথা তাহারা বলে নাই, তাহার অস্পষ্ট অনাস্বাদিত ব্যাকুলতা। কোথায় হৃদয়ের অন্তঃস্থলে বলা-কথার তরঙ্গের তলায় না-বলা কথার মৃদু আবর্ত্ত জাগিয়া উঠিতেছিল। হঠাৎ-পাওয়া এই অভূতপূর্ব্ব অনুভূতির মাধুর্য্য যেন তাহারা প্রকাশ করিয়া নষ্ট করিতে চাহিতে ছিল না, কেন যে এই অনুভূতি জাগিল তাহারও কারণ তলাইয়া দেখিবার তাহাদের প্রবৃত্তি ছিল না। দক্ষিণ সাগরের তীর শ্যাম-দিগন্ত-রেখার শষ্প-গন্ধী মৃদু সুরভি সমুদ্র বাহিয়া যখন প্রথম সুরার মতন মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন কে চায় তাহার বিশ্লেষণ করিতে? কি প্রয়োজনই বা তার?

বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া লিঁও চলিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি অফিসে ফিরিয়া লিঁও দেখিল মনিব নাই। একটা

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বাঁচিল। দু'একটা কাজ কোন রকমে সারিয়া লইয়া লিঁও একা বাহির হইয়া পড়িল। শহর ছাড়াইয়া যেখানে বন আরম্ভ হইয়াছে, সেখানে এক পাইন গাছের তলায় সে ক্লান্ত হইয়া বসিল; সটান সবুজ মাটির বুকে বুক রাখিয়া সে শুইয়া পড়িল। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সে বলিয়া উঠিল, কেন সেইখানে পচিয়া মরিবার জন্য সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল?

এম্মার বাড়ীর বারান্দা হইতে সদর রাস্তার অনেকখানি দেখা যাইত; সেইখানে বসিয়া সে দেখিতে পাইত লিঁও অফিসে যাইতেছে—দূর হইতে তাহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া সে তাহাকে চিনিতে পারিত। তাহারই জানালার নীচের রাস্তা দিয়া প্রত্যহ সে যাইত। সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত হইয়া হাতের সূচের কাজ কোলে ফেলিয়া দিয়া অন্যমনস্কভাবে সে দূরের দিকে চাহিয়া থাকিত। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে সকাল বেলার সেই মূর্ত্তি আবার তেমনি ভাবে ফিরিয়া চলিত—হঠাৎ সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তির দিকে চাহিয়া এম্মা চমকাইয়া উঠিত।

হোম্যের বাড়ীতে যখনই কোন পার্টি হইত, লিঁও সেখানে থাকিতই, ডাক্তার-দম্পতিও থাকিত। চার্লস এবং হোম্যে "ডমিনো" খেলিত, লিঁও এম্মার পাশে চেয়ারটি টানিয়া লইয়া বসিত। তাহারা কথা বলিতে বলিতে যেদিন দেখিত, ঘরের কোণে পরিতৃপ্ত অন্তরে হোম্যে এবং চার্লস দুইজনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের চেয়ার দু'খানি আরও সন্নিকট হইয়া যাইত। আলোকদানিটি কেমন করিয়া আড়ালে চলিয়া যাইত—নীচু গলায় তাহারা দুইজনে শুধু কথা বলিয়া যাইত। এমনিভাবে কথা বলিতে বড় মধুর লাগিত, বিশেষ করিয়া যখন কাহারও শুনিয়া ফেলিবার কোনও আশঙ্কা থাকিত না।

এই ভাবে ধীরে ধীরে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া, বই-এর দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়া, একই রোমান্সের বই লইয়া একই সঙ্গে দুইজনে আলোচনা করার মধ্য দিয়া তাহাদের দুইজনের মধ্যে নীরবে একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছিল। চার্লসের মনে কোনও ঈর্ষ্যা ছিল না—ঈর্ষ্যার কোন হেতু কোথাও থাকতে পারে, তাহাও তাহার বোধের মধ্যে ছিল না।

কিন্তু ব্যাপারটা প্রতিবাসীদের চোখ এড়াইল না। একদিন রাত্রি বেলা লিঁও বাড়ী ফিরিয়া দেখিল যে তাহার চেয়ারে ভেলভেটের ওপর পশমের ফুল-তোলা একটি আসন রহিয়াছে। এম্‌মা নিজের হাতে তৈয়ারী করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছে। আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সেই আসনের কথা সকলকে সে বলিয়া বেড়াইল। কিন্তু সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, এ কি রকম ব্যাপার? ডাক্তারের বউ কেরাণীর জন্য ভেলভেট ফুল তোলে কেন?

নিজের মধ্যে নিজেকে ধরিয়া রাখিতে লিঁও আর পারিতেছিল না। কি করিয়া সে নিজেকে এম্‌মার নিকট প্রকাশ করিবে তাহার ভাবনায় সে অস্থির হইয়া উঠিল। একবার মনে হয় ছুটিয়া গিয়া এম্‌মার কাছে তাহার মনের কথা খুলিয়া বলে; আবার ভয় হয়, যদি সে অপমানিত বোধ করে, যদি সে ক্ষুব্ধ হয়? হঠাৎ তাহার খেয়াল হয়, চিঠি লিখিয়া সে সব কথা জানাইবে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া সে চিঠি লিখিতে বসে কিন্তু লেখা হইয়া গেলে, আশঙ্কায় আবার তাহা ছিড়িয়া ফেলে। সে যে কি করিবে, তাহা ভাবিয়া পায় না। একদিন সে ঠিক করিল, আজ যেমন করিয়া হক, সে এম্‌মাকে সব বলিবে। কিন্তু এম্‌মার সামনে আসিয়া, তাহার মুখের

দিকে চাহিয়া, কোন কথা বলিতেই তাহার আর সাহস হইত না। হয়ত সেই সময় চার্লস রুগী দেখিবার জন্য বাহির হইত। তাহাকে এমনি ডাকিত, চল না হে, রোগীটাকে সেরে আসি।

লিঁও তৎক্ষণাৎ চার্লসের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িত।

এম্মার দিক হইতে, এম্মা কোনও দিন ভাবে নাই যে সে প্রেমে পড়িয়াছে। তাহার ধারণা ছিল, প্রেম আসে একদা কালবৈশাখীর হঠাৎ আবির্ভাবের মতন, তাহার যাত্রা-পথে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে, বজ্রে তাহার শঙ্খ বাজে, ঝড়ে উড়ে পড়ে যাহা যাহা কিছু জীর্ণ, যাহা কিছু শুষ্ক; তাহার গতির তীব্রতায় সে সমস্ত ভয়, সমস্ত ভাবনাকে টানিয়া লইয়া চলে একটা তলহীন পরিসমাপ্তির মধ্যে। কিন্তু তখনও সে বুঝিতে পারে নাই যে, বাহির হইবার পথ না পাওয়ার দরুন, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির জল ধীরে ধীরে পাঁচিলের ভিতরে ঢুকিয়াছে, পাঁচিলে ফাটলের দাগ ফুটিয়া উঠিয়াছে!

ইহার কিছুদিন পরে হঠাৎ সবিস্ময়ে সে দেখিল পাঁচিল চিড় খাইয়া স্থানে স্থানে ফাটিয়া গিয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চার্লস বাড়ী ছিল না। এম্মা একা অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়াছিল। এমন সময় হঠাৎ সিঁড়িতে জুতার শব্দ হইল।

এম্মা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, লিওঁ আসিতেছে। সামনের টেবিলের ওপর কতকগুলি কাটা কাপড় সেলাই-এর জন্য পড়িয়াছিল। এম্মা তাড়াতাড়ি তাহার একটি লইয়া শেলাই করিতে বসিল, যেন সারাদিন ধরিয়া সে তাহাই করিতেছে।

যথারীতি অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়া লিওঁ ঘরে আসিয়া বসিল। প্রাথমিক দুই একটা কথার পর তাহারা দুইজনেই নীরব হইয়া গেল। কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া, তাহা যেন মাঝপথে কেমন করিয়া থামিয়া থামিয়া যায়। লিওঁ টেবিলের সামনে বসিয়া টেবিলের ওপর হইতে একটির পর একটি জিনিস লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিল। এম্মা ঘাড় নীচু করিয়া শেলাই করিয়াই চলিয়াছিল।

লিওঁ-র সেই কুণ্ঠিত নীরবতায় এম্মার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মনে মনে সে বলে, হায় রে হতভাগ্য!

লিওঁ মনে মনে ভাবে, আমি কি এমন অপরাধ করলাম, যাতে এম্মা এমনি নীরব হয়ে আছে?

অনেকক্ষণ পরে লিওঁ যেন নিজেকে রীতিমত প্রস্তুত করিয়া লইয়া বলিয়া ফেলিল আজকালের মধ্যেই কার্য্যোপলক্ষে তাহাকে শহরে যাইতে হইতেছে। সেই সূত্রে জিজ্ঞাসা করে;

—আপনার সঙ্গীত-শিক্ষার যে পত্রিকাখানি আসতো, তার চাঁদা তো ফুরিয়ে গিয়েছে। সেটা কি আবার নতুন করে—

—না!

—কেন, তাতে অপরাধ?

—কারণ,......

এম্মা কি কথা বলিতে যাইতেছিল কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। ঘাড় নীচু করিয়া আরও দ্রুত সে শেলাই করিয়া চলিল।

—তাহলে কি আপনি ও ব্যাপারটা ছেড়েই দিচ্ছেন?

—কি? সঙ্গীত-চর্চ্চা! সর্ব্বনাশ, গান নিয়ে পড়ে থাকবার আমার

আর সময় কোথায় বলুন ! সংসারের রাজ্যির কাজ পড়ে রয়েছে, তাই-ই করে উঠতে পারি না, তার ওপর আবার গান শিখি কখন বলুন ! তারপর ওঁর দেখা শোনা—

এই বলিয়া এম্মা একবার ঘড়ির দিকে চাহিল। লিওঁকে দেখাইবার জন্য যে, চার্লসের জন্য সে কতখানি উৎকণ্ঠিত। দু'একবার অস্ফুট স্বরে আপনার মনে বলিয়া উঠিল, "ওঁর মত মানুষ হয় না !"

ডাক্তারকে লিওঁরও ভাল লাগিত কিন্তু আজ হঠাৎ এম্মার মুখে ডাক্তার সম্বন্ধে এই অযাচিত উচ্ছ্বাস কাঁটার মত লিওর বুকে বিঁধিতেছিল।

কথার বিষয় বদলইয়া লিঁও হোমেয়-এর স্ত্রীর কথা তুলিল।

—দেখলেই হাসি পায়। পোষাক-আসাকের যদি কোন শ্রী থাকে...

ঘাড় তুলিয়া এম্মা গম্ভীর ভাবে বলে, যে স্ত্রীলোককে ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করতে হয়, কাচ্ছা-বাচ্ছা মানুষ করতে হয়, তাদের সাজ-গোজ করে বসে থাকলে চলে না।

লিঁও আবার নীরব হইয়া যায়।

এই ভাবে কয়েকদিন উপর্য্যুপরি কাটিয়া গেল। এম্মার ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তা যেন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। আবার নিয়মিতভাবে সে গির্জ্জায় যাইতে আরম্ভ করিল, বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম প্রত্যেকটি নিজে তদারক করিতে লাগিল, চাকরদের ওপর চব্বিশ ঘন্টা কড়া নজর রাখিল।

ধাই-এর কাছ থেকে মেয়েকে সে বাড়ী লইয়া আসিল। বাড়ীতে কেহ আসিলেই মেয়েকে কোলে লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইত। বলিত, কেমন পুতুলের মত না ? ছেলে-পুলে এত ভাল লাগে !

চার্লস্ যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিত, সে ইদানীং প্রত্যহ দেখিতে

পাইত, এম্মা তাহার চটি-জুতাটি পর্য্যন্ত গরম করিয়া রাখিয়াছে। জামার বোতাম ছিঁড়িয়া গেলে, বোতামের ঘর আর আল্‌গা পড়িয়া থাকিত না। বলিবার আগেই এম্মা কখন বোতাম বসাইয়া দিত। চার্লস যাহা প্রস্তাব করিত, এম্মা বিনা বাক্য-ব্যয়ে ইদানীং তাহা মানিয়া লইত এবং পালন করিত।

রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর কোন কোন দিন লিঁও গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত চার্লসের সঙ্গে বসিয়া থাকিত। দেখিত, তৃপ্ত উদর লইয়া চার্লস্ ইজি চেয়ারে পা এলাইয়া দিয়াছে। হাত দু'টি ঈষৎ-স্ফীত উদরটির উপর অতি সন্তর্পণে দুইদিক হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। অটুট পরিপাক-শক্তির প্রমাণ স্বরূপ গণ্ডদুটি রক্তিমাভ হইয়াছে, চোখ দুটি বুঁজি বুঁজি বুঁজিয়া আসিতেছে। ধীরে, অতি ধীরে পিছন দিক হইতে আসিয়া এম্মা চেয়ারের পিছন দিক হইতে তাহাকে চুম্বন করিয়া চলিয়া যাইত। সেই দৃশ্য দেখিয়া লিঁও আপনার মনে বলিয়া উঠিত, হায়, আমার মত নির্ব্বোধ আর কে আছে? আমি কিনা চেয়েছিলাম এই নারীর প্রেম?

সেই সময় লিঁওর মনে হইত, এম্মার মত সাধ্বী এবং সুপবিত্র মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না এবং তাহার অপেক্ষা সুদুর্লভ আর কিছু নাই। কি করিয়া সে তাহার মতন নারীর নিকট আবেদন জানাইবে? এই চিন্তায় সে এম্মার দৈহিক সত্তা ভুলিয়া যাইত.; লিঁওর ব্যথিত চিত্তে এম্মা এক অপরূপ ভাবময় বিদেহ মূর্ত্তিতে ফুটিয়া উঠিত। তাহাতেই তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিত।

জীবনে মাঝে মাঝে কোথা হইতে এমন দুই একটি বাসনা জাগিয়া উঠে, যাহার সহিত আমাদের প্রতিদিনের জীবনের কোনও সাক্ষাৎ যোগ

থাকে না, অথচ মনে মনে অতি সযত্নে আমরা তাহাদের লালন-পালন করি কারণ তাহারা বড় দুর্লভ। সে-বাসনা চরিতার্থ হইলে যে সুখ আসিত, তাহার অপেক্ষা তাহার ব্যর্থতার বেদনা অধিকতর বরণীয় বলিয়া মনে হয়। এম্‌মার মন ঠিক অনুরূপ এক ভাবনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল।

ক্রমশঃ সে রোগা হইয়া যাইতে লাগিল। দেহের আভা মলিন বিবর্ণ হইয়া আসিল। শীর্ণতর মুখে বড় বড় চোখ দুইটি আরও যেন বড় দেখাইত। নিঃশব্দ পদ-চারণে নীরবে সে যখন ঘুরিয়া বেড়াইত, মনে হইত জগতের কোনও জিনিস যেন সে স্পর্শ করিয়া নাই। শুধু দীর্ঘ গভীর চোখ দুইটির উপরে ঘন ভ্রূ-রেখার দিকে চাহিলে মনে হইত যেন কোন এক অপার্থিব ভবিতব্যতার সম্ভাবনা সেখানে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। ক্রমশঃ সে আরও গম্ভীর, উদাস, ও নিঃস্পৃহ হইয়া আসিল। খুব বড় গির্জ্জার ভিতরে যেমন অন্ধকার মেঝে থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া বাইরের ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া নিঃশ্বাসের সঙ্গে দেহে মনে একটা হিমের স্পর্শ দিয়া যায়, তেমনি এম্‌মার সহিত কিছুক্ষণ একসঙ্গে বসিয়া থাকিলেই মনে কোথা হইতে সেই হিম সুরভির স্পর্শ আসিয়া লাগিত।

সকলেই সে-টা না বুঝিয়া অনুভব করিতেছিল।

হোম্যে ইদানীং প্রায়ই বলিত, এম্‌মার মত শিক্ষিত মেয়ে এ-অঞ্চলে দেখা যায় না!

বিবাহিত নারীরা তাহার গৃহিণীপণায় মুগ্ধ হইয়া যাইত, রোগীরা তাহার ভদ্রতায় বিস্মিত হইত এবং দরিদ্রেরা তাহার দয়ার গুণ-গান করিয়া শেষ করিতে পারিত না।

কিন্তু সকলের অগোচরে তাহার অন্তরের অন্তরতম স্থলে বাসনা আর

তিক্ততা, ক্রোধ আর ঘৃণার পূর্ণ কটাহ দিবসে-নিশীথে প্রতি মুহূর্ত্তে জ্বলিতেছিল! আর আগেকার মত বেশভূষা সে করিত না। অতি সাদাসিধে পোষাক সে পরিয়া থাকিত এবং সে-পোষাক জীর্ণ শুধু হৃদয়কে লুকাইয়া রাখিবার আবরণ। পাতলা ঠোঁট দুটি কোন কথা বলিবার জন্য পড়িত না কিন্তু তাহার ওধারে হৃদয় আর্ত্তনাদ করিয়া আছড়াইয়া পড়িত। সে লিওঁ-কে ভালবাসিত, তাহার সাধ যাইত, দূরে সকলের নিকট হইতে সরিয়া গিয়া, নীরবে সে তাহার মূর্ত্তি ধ্যান করিবে। সশরীরে তাহাকে দেখিলে কিন্তু তাহার এই মধুর তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া যাইত। সিঁড়িতে যখন তাহার পায়ের শব্দ শুনিত, তখন আপনা হইতে তাহার মন দুলিয়া উঠিত কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে সে সশরীরে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইত —অমনি তাহার সমস্ত আবেগ থামিয়া যাইত, নিজের ব্যবহারে নিজে সে চিন্তিত হইয়া উঠিত এবং তাহার ফলে স্বভাবতই সে অধিকতর বিষণ্ণ এবং গম্ভীর হইয়া যাইত।

এ হেন অবস্থায় কি করিতে হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে লিওঁ ফিরিয়া আসিত; সে কল্পনাও করিতে পারিত না যে, সে চলিয়া আসিলে রাস্তায় যতদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়, তাহাকেই দেখিবার জন্য এম্মা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া থাকিত। সে চলিয়া গেলে, তাহার সম্বন্ধে নানা কাল্পনিক চিন্তায় আবার তাহার মন ভরিয়া উঠিত। লিওঁ কি ভাবে? সে কি ভাবে থাকে? তাহার শোবার ঘরটি একবার দেখিবার জন্য তাহার মনে মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত কৌতুহলের সৃষ্টি হইত। সেই ঘরটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন ঘুরিয়া বেড়াইত—সেইখানেই বারে বারে তাহার মন ফিরিয়া ফিরিয়া যাইত—সারা দিনের মধ্যে এখানে সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে

সামনের বাড়ীর পায়রাগুলি যেমন বারে বারে সেই ভাঙ্গা কার্নিসের ধারে তাহাদের নিজের নীড়ে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। কিন্তু যতই সে এই চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া উঠিত ততই সে জোর করিয়া ইহাকে দূরে ঠেলিয়া রাখিত, যাহাতে ইহাকে দেখা না যায়, কারণ দেখা গেলে হয়ত ইহা শেষ হইয়া যাইবে, শুকাইয়া যাইবে! কিন্তু কোন উপায়ে লিওঁকে তাহার মনের এই সব ভাবনা একটুও জানান যায় না? বসিয়া বসিয়া সে নিজের মনে নানা কাল্পনিক বিপত্তি এবং আকস্মিকতার কল্পনা করে, যাহার মধ্যে আপনা হইতে লিঁও তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিবে!

কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন তাহার মনে হইল যে এতখানি গম্ভীর ও নিস্পৃহ থাকা তাহার উচিত হয় নাই—হয়ত তাহার এই প্রাণহীন-নীরবতার ফলে পরস্পর-পরিচয়ের সেই অপূর্ব্ব লগ্নটি উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, হয়ত প্রেম চলিয়া গিয়াছে। তখন আয়নার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া সে বলিয়া উঠিত, "আমি অকলঙ্ক!" ইহাতে সে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত।

এই ভাবে আত্ম-প্রকাশের তাড়নায়, প্রেম ও প্রাচুর্য্যের স্বপ্নে তাহার মনে এমন এক সুতীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, তাহার আবর্ত্তে সে যতই দূরে যাইতে চেষ্টা করে, ততই আরও গভীরভাবে তাহার মধ্যে ডুবিয়া যায়। তাহার সব চেয়ে অসহ্য বোধ হইত তখন, যখন সে ভাবিত যে তাহার মনে কি হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে চার্লসের কোনও ঔৎসুক্য নাই। সে যে ধরিয়া লইয়াছে যে সে তাহার স্ত্রীকে সুখী করিয়াছে! এই চিন্তা অপমানের মত তাহার মনে আসিয়া লাগিত। যেন তাহার সম্বন্ধে ভাবিবার, করিবার আর কিছু নাই! সেই মুহূর্ত্তে তাহার

মনে হইত যে বহুদিক হইতে যে সুখ-ধারা তাহার জীবনকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারিত, তাহা আজ যে সব দিক হইতে ব্যাহত হইয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ সে তাহার স্বামী! সে-ই তাহার জীবনের পূর্ণ-প্রকাশের পথে অনড় প্রতিবন্ধ স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে।

সেইজন্য যখনই যেভাবে সে বেদনা পাইত, সে তখনই চার্লস্‌কে মনে মনে তাহার জন্য দায়ী করিত। এই ভাবে চার্লস্‌ সম্বন্ধে এক বিচিত্র ঘৃণা তাহার মনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। যতই সে চেষ্টা করিয়াছে, মন হইতে সেই ঘৃণা দূর করিয়া ফেলিয়া দিতে, ঘৃণার কারণের কথা ভাবিতে ভাবিতে চার্লসের প্রতি তাহার ঘৃণা আরও স্পষ্ট এবং তীব্র হইয়াছে, এবং এইভাবে সে ধীরে ধীরে মনের দিক হইতে তাহার স্বামীর নিকট হইতে একেবারে সরিয়া আসিতেছিল। চার্লস যদি তাহাকে প্রহার করিত তাহা হইলে তাহাকে ঘৃণা করিবার, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ পাইয়া সে নিশ্চিন্ত হইত।

নিজের মনের এই সব বীভৎস চিন্তায় সে নিজে শঙ্কিত হইয়া উঠিত। তাহার মনের অন্ধকার আরও নিবিড় হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই ক্ষত-বিক্ষত অন্তর লুকাইয়া তাহাকে সুখী স্ত্রী সাজিয়া থাকিতে হইত। লোকে যখন আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তাহাকে বলিত যে তাহার মতন সত্যকার সুখী কেহ নাই, তখন সে নিজের মধ্যে শিহরিয়া উঠিত।

কিন্তু নিজেকে লইয়া নিশিদিন এই আত্মপ্রবঞ্চনা তাহার ক্রমশ অসহ্য হইয়া উঠিল।

মাঝে মাঝে এম্‌মার মনে হইত, সে লিওঁ-র সঙ্গে চলিয়া যায়—কোথায়, সে, চিন্তা তাহার মনে আসিত না—দূরে, বহুদূরে, যেখানে সে

আছে, সেখান হইতে বহুদূরে। দূরে গিয়া আবার নূতন করিয়া সে জীবন এখন আরম্ভ করিবে। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনের মধ্যে গভীর গহ্বরের মত বিষণ্ণ আঁধার জাগিয়া উঠিত। কত সব অজানা আশঙ্কার ছায়ামূর্ত্তি নীরবে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিত!

কখনও বা তাহার মনে হইত,—লিওঁ তো কই আমাকে আর ভালবাসে না? কোথায় তার সে আবেগ, সে অকারণ বিহ্বলতা! তবে কি হইবে? কি হইবে তাহাকে লইয়া এই আকাশ-কুসুম রচনা করিয়া?

এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে আপনার মনে অবসন্ন হইয়া পড়িত। ভিতর হইতে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিত। একান্ত অসহায়ের মত দুই হাত চোখে চাপিয়া সে কাঁদিয়া উঠিত।

একদিন বাড়ীর ঝি তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া ফেলে।

—বলি হ্যাঁগা, এ রকম অবস্থা হয়েছে তো ডাক্তারকে জানাও নি কেন?

—না, এ কিছু নয়! সামান্য স্নায়ুর গোলমাল! খবরদার, ডাক্তার যেন জানতে না পারে! তাকে অকারণ ভাবিয়ে তোলবার কোন দরকার নেই!

—তা না হয় হ'ল! তোমার দেখছি বাপু ঠিক সেই মেয়েটার মত অবস্থা হয়েছে! আমি তখন এ বাড়ীতে কাজ করতে আসি নি। আগে যেখানে ছিলাম সেখানে একটি মেয়েকে দেখতাম ঠিক তোমার মত দশা পেতে! সর্ব্বদাই কি যেন ভাবছে, মুখ ভার হয়েই আছে। লোকে ব'লত তার মাথায় কি রকম ক'রে ধোঁয়া ঢুকে গিয়েছে। ডাক্তারে কত ওষুধ দিলে, কিছুই হ'ল না। ধোঁয়াটা যখন ভেতরে খুব গুলিয়ে

উঠতো, তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে সমুদ্রের ধারে সে শুয়ে থাকতো। বন্দরে যারা পাহারায় থাকতো, তারা প্রায়ই দেখতো মেয়েটা বালির ওপর শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তারপর মজা শোনো,—মেয়েটার বিয়ে দেওয়া হ'ল। ওমা, বিয়ের কয়েক দিন পরে সব সেরে গেল গা!

এম্‌মা প্রত্যুত্তরে গম্ভীরভাবে জানাইল,—কিন্তু আমার বেলায় বিয়ে করার পর ধোঁয়া মাথায় ঢুকেছে। তুই না!

একদিন কি মনে করিয়া এম্‌মা গির্জ্জায় গিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার ছেলেদের লইয়া বুড়া পাদ্রী ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতেছিলেন।

এম্‌মাকে দেখিয়া বৃদ্ধ পাদ্রী ছেলেদের ছাড়িয়া আসিয়া তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন,

—কেমন আছ, মা?

—মোটেই ভাল না!

—আমারও কেমন ভাল লাগছে না মা! কোথা থেকে হঠাৎ গরম এসে পড়েছে—এই গরমে কি কিছু ভাল লাগে? জানই তো, সেণ্ট পল বলেছেন, আমরা মানুষ, দুঃখ সইবার জন্যেই জন্মেছি। তা, তোমার স্বামী কেমন আছেন? এ গরমে নিশ্চয়ই তাঁরও—

উঁচু ঘাড়টা আর একটু উঁচু করিয়া এম্‌মা বলিল,—কার কথা বলছেন?

—তা মা, তাঁকে জিজ্ঞেসা ক'রে একটা ওষুধ—

—আমার কোন ডাক্তারী ওষুধের প্রয়োজন নেই। আমি জানতে চাই—

—দাঁড়াও মা, দেখছো ছেলেগুলো কি বাঁদরামি করছে—এই রিবো,

দাঁড়া দেখছি তোকে—শয়তান সব-বদমায়েস ক'টাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে—দাঁড়া দেখছি তোদের মজা—

এই বলিয়া পাদ্রী গির্জ্জার মধ্যে গিয়া একবার ছেলেদের শাসাইয়া আসিল।

—ঐ যে ছেলেটি দেখছো মা, ওর বাপ মা ওর মাথা খেলে। ছুতোরের ছেলে। বাপের বেশ দু'পয়সা আছে। ছেলেটিকে তাঁরা নাই দিয়ে একেবারে মাথায় তুলেছেন। যা ইচ্ছে তাই ক'রে বেড়ায়। তা না হলে, ছেলেটির বেশ মাথা আছে—ইচ্ছে ক'রলে বেশ শিখতে পারে। হাঁ, সে সব কথা থাক্। তোমার স্বামীর শরীর গতিক কেমন? তিনি কেমন আছেন?

পাদ্রী আপনার মনে বলিয়া চলিল,—নিশ্চয়ই সারা দিন কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছেন! তা তো হবেনই! এ অঞ্চলে তাঁর আর আমার মত কাজ-ব্যস্ত লোক আর একটিও নেই, বুঝলে কি না, মা? তবে তাঁর কাজের সঙ্গে আমার কাজের তফাৎ কি জানো, তিনি ভাঙ্গা দেহ জোড়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন, আর আমি পড়ে আছি ভাঙ্গা মন নিয়ে—এই যা তফাৎ!

গম্ভীরভাবে এম্‌মা বলিল,—হাঁ, আপনাদের কাছেই আছে সকল ব্যাধির ওষুধ।

—তা তুমি মা একরকম ঠিকই বলেছ। এই সেদিন ভোরবেলা একজন লোক এসে আমাকে ধরে নিয়ে গেল। কিছুতেই ছাড়বে না। তাদের গরুগুলোকে নাকি ভূতে পেয়েছে...এই বুদো—রিবো আবার!

বলিতে বলিতে এক দৌড়ে বৃদ্ধ আবার গির্জ্জার ভিতরে গিয়া দুরন্ত ছেলেদের আর এক দফা শাসাইয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই সুরে বলিয়া চলিল,—হাঁ, কি বলছিলাম—সেই গরুদের কথা! তা, আজকাল দেখছি চাষাদের অবস্থা একটু বেশ খারাপ হয়েছে—

এম্মা শুধু বলিল,—শুধু চাষাদের কেন?

—হাঁ, তা যা বলেছ মা! শুধু চাষাদেরই বলি কেন? এই ধর না শহরে মজুরদের কথা...

—না, তাদের কথা আমি...

—তুমি কিছু মনে কোরো না মা, আমি দেখেছি, পাঁচ-সাত ছেলের মা—সত্যিকারের দেবীর মত তাঁদের চরিত্র, আহা। বেচারারা ছেলেদের দু'বেলা পেট ভরে রুটী দিতে পারছে না?...

তা না হয় হ'ল। কিন্তু যাদের রুটীর অভাব নেই—যাদের অভাব...।

ব'লছ শীতকালে গরম কাপড়ের বা আগুন পোয়াবার কাঠের...?

তাতেই বা কি যায় আসে?

কি ব'লছ মা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দু'বেলা খাবার মত রুটী যদি ঘরে থাকে, আর যদি থাকে শীতকালে বরফের সময় আগুন পোয়াবার কাঠ, তাহলে জগতে আর কিসের অভাব মা?

দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আপনা হইতে এম্মার মুখ হইতে বাহির হইল,—হা ভগবান!

এম্মার সেই অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ পাদ্রী চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

কি হয়েছে মা, ও রকম ক'রছ কেন? নিশ্চয়ই শরীর খারাপ লাগছে? তা, তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যাও—আর দেখ, এক কাপ গরম

চা খেয়ে নিও, সেরে যাবে। আর চা যদি একান্তই ভাল না লাগে, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলে একটু চিনি দিয়ে—বুঝলে—খেয়ে নিও।

—কেন?

এম্মার মনে হইল যেন এক গভীর স্বপ্ন হইতে এইমাত্র সে জাগিয়া উঠিয়াছে।

—দেখ দেখি মা, তোমার হাত খানা তুলে একবার কপালে দিয়ে। জ্বর-টর এসেছে কি না।

তারপর একটু থামিয়া কি ভাবিয়া লইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—তা মা, আমায় তুমি কি জিজ্ঞাসা করেছিলে বল দেখি? আমার ঠিক স্মরণে আসছে না।

আমি? না, আপনাকে তো কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি। কই না।

তা হ'লে মা আমি এখন কাজে যাই! কাজ হ'ল সর্ব্বপ্রথমে মা। সামনে উৎসব আসছে, ছেলেগুলোকে তার মধ্যে তৈরি ক'রে তুলতে হবে তো? আচ্ছা, তা হলে আসি মা!

এই বলিয়া বৃদ্ধ গির্জ্জার ভিতরে দ্রুত চলিয়া গেল। এম্মা চলিয়া আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল—

—উত্তর দাও, তুমি খৃষ্টান?

—হাঁ, আমি খৃষ্টান।

—খৃষ্টান কাহাকে বলে?

—খৃষ্টান তাহাকে বলে, তাহাকে বলে, যাহার···

শেষ কথাগুলি এম্মা আর শুনিতে পাইল না।

এধারে লিওঁ বন্ধ্যা প্রেমের অকারণ বেদনায় ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল।

প্রতিদিন একই কাজ করিতে করিতে যেমন মানুষের একটা শ্রান্তি আসিয়া যায় লিওঁ তেমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। প্রতিদিন সেই একই কাজ—রাস্তায় বাহির হইলে সেই একই মুখ, সেই একই দৃশ্য একটির পর একটি সাজান। শেষকালে তাহার মনের অবস্থা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে কতকগুলি লোককে দেখিলেই তাহার অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিত। বারে বারে তাহারাই শুধু তাহার চোখের সামনে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে কেন?

সেই প্রতিদিনের অভ্যস্ত পারিপার্শ্বিকতার হাত হইতে পালাইবার জন্য তাহার মন অধীর হইয়া উঠিত। দূর হইতে প্যারিসের আহ্বান-ধ্বনি তাহার অন্তরে বংশীধ্বনির মত বাজিয়া উঠিত। কতদূরে প্যারিস, তাহার নিশীথের নৃত্য-উল্লাস, তাহার নিত্য নব বাসন্তী বিলাস! আইনের শেষ পরীক্ষা দিবার জন্য তাহাকে প্যারিসে যাইতেই হইবে। এখনই যাইলে কি হয়? কেন সে এখানে পড়িয়া আছে? চলিয়া যাইতে তাহার কিসের বাধা?

সে স্থির করিল, প্যারিস যাইবে। যাইবার দিন সকলের নিকট হইতে সে বিদায় লইল। শেষে বিদায় লইবার জন্য সে বোভারীদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়াই এম্‌মা সচকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঈষৎ হাসিয়া লিওঁ বলিয়া উঠিল, আবার আমাকে আসতে হ'ল!

—আমি জানতাম আপনি আসবেন।

হঠাৎ এই কথাগুলি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে এম্‌মার মনে হইল যেন তাহার শরীরের সমস্ত রক্ত-ধারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, নখ-মূল হইতে গণ্ড

পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত দেহ রক্তিম হইয়া উঠিল। ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া দেয়ালে ঠেসান দিয়া সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

লিওঁ জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বাড়ীতে নেই ?

—না, বেরিয়েছে !

যেন লিওঁ শুনিতে পায় নাই, সেইজন্য সে আবার বলিল,

—না, সে বেরিয়েছে !

তারপর তাহারা দুইজনেই নীরব। মাঝে মাঝে তাহারা শুধু এক একবার পরস্পর চোখ তুলিয়া পরস্পরের দিকে চাহিতেছিল। প্রথমে লিওঁ-ই সে নীরবতা ভাঙ্গিল।

—আপনার মেয়ে কোথায় ? তাকে যে একবার দেখে যেতে চাই !

ঝিকে ডাকিয়া বলিতেই সে কোলে করিয়া বার্থাকে লইয়া আসিল; তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া লিও বার বার তাহাকে স্নেহ চুম্বন দিল,

—চল্লুম বার্থা ! দুষ্টু, চল্লুম !

বার্থাকে লিওঁ তার মার কোলে ফিরাইয়া দিল। ঝিকে ডাকিয়া এম্‌মা বার্থাকে পাঠাইয়া দিল।

আবার তাহারা দুজনে একাকী হইল। এম্‌মা লিওঁর দিকে পিছন করিয়া খোলা জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল।

সে মুখ ফিরাইয়া বলিল,—বোধ হয় বৃষ্টি হবে !

—আমার বর্ষাতি আছে।

ওঃ !

এম্‌মা আবার বাহিরে দিগন্ত-রেখার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার

দৃষ্টি দেখিয়া বলিবার কোন উপায় ছিল না, বাহিরে সে কি দেখিতেছে অথবা তাহার মনে সে কি ভাবিতেছে !

কিছুক্ষণ পরে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া লিওঁ বলিয়া উঠিল,—তাহলে আসি. বিদায় !

হঠাৎ অতর্কিতে আহত হইলে যেমন লোকে তাড়াতাড়ি হাত তোলে, তেমনি ভাবে এম্‌মা বিদায় সম্ভাষণের জন্য হাত তুলিল।

—বিদায় !……হাঁ, আপনি যান !

শেষ সম্ভাষণের জন্য তাহারা পরস্পর পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল। লিওঁ করমর্দ্দনের জন্য হাত আগাইলে, একটু ইতস্তত করিয়া এম্‌মা হাত বাড়াইয়া দিল।

লিওঁ-র মনে হইল যে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব অঙ্গুলী বাহিয়া সেই ছোট্ট কোমল সিক্ত করপুটে যেন মিশাইয়া গিয়াছে।

নীরবে কিছুক্ষণ কর-মর্দ্দন করার পর, তাহারা পরস্পরের হাত ছাড়িয়া দিল। চোখ তুলিয়া দুইজনে দুইজনকে আবার দেখিয়া লইল—তারপর হঠাৎ সমস্ত দেহকে একটা নাড়া দিয়া লিওঁ বাহির হইয়া আসিল।

পথে বাহির হইয়া লিওঁ পিছন দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না। খানিকদূর এক বেগে চলিয়া আসিবার পর সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিল, তখনও এম্‌মাদের বাড়ীর নীল জানালাগুলি অস্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছিল। তাহার মনে হইল সেই জানালার ওপারে ঘরের ভিতরে যেন কে এক ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবার পর সে আবার হন্ হন্ করিয়া অগ্রসর হইল।

পরের দিন প্রভাত হইল।

এম্মার মনে হইল সে প্রভাত যেন কাহারও মৃত্যুর বার্ত্তা বহন করিয়া আনিয়াছে; তিক্ত, বিবর্ণ, মলিন। একটা গভীর কালো ছায়া সর্ব্বত্র, সব জিনিসের উপর ঘুরিয়া ফিরিতেছে, সে-কালো ছায়ায় সব এলোমেলো হইয়া গিয়াছে। শীতকালের উত্তরে হাওয়া যেমন ভগ্ন পরিত্যক্ত অট্টালিকার বুকে সকরুণ আর্ত্তনাদ জাগাইয়া তোলে, তেমনি এম্মার বুকের ভিতর হইতে মথিত বেদনার বাণীহীন এক আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিল।

সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, যে-স্বপ্ন আসে—যাহা আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না, তাহাকে বিদায় দিবার পর; —অলস আবেশে তাহার সমস্ত দেহ মন মুহ্যমান্ হইয়া আসিতেছিল, যে-অলস আবেশ আসে যখন মন জানিতে পারে যাহা সাধ্য তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে, যাহা কাম্য তাহা কামনার অতীত হইয়াছে; এক বিচিত্র বেদনা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে-বেদনা আসে যখন প্রতিদিনের অভ্যাসের ধারা সহসা থামিয়া যায়, যখন দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত স্পন্দন সহসা নিস্পন্দ হইয়া যায়।

যে রাত্রি সে নৃত্য-সভা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেদিনকার কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সেদিন তাহার বিমুগ্ধ শ্রবণে ছিল নৃত্যের ছন্দ, গানের সুর, তাহারই স্মৃতিতে সে মশগুল্ ছিল, কিন্তু আজ এ কি ছন্দহীন বিষণ্ণতা! সে ভাবিয়াছিল লিওঁ তাহার সহিত আর দেখা করিবে না বলিয়াই তাহাদের বাড়ীতে আসা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল কিন্তু সে তো

শুধু তাহারই সহিত দেখা করিবার জন্য আবার তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঐ দেয়ালে তাহার ছায়া পড়িয়াছিল, হয়ত এখনও সে ছায়া দেয়ালে লাগিয়া আছে। বহুক্ষণ এক দৃষ্টিতে এম্‌মা মেঝের কার্পেটের দিকে চাহিয়া থাকে, এই কার্পেটের উপরেই সে কাল দাঁড়াইয়াছিল, ঐ চেয়ারে কিছুক্ষণের জন্য বসিয়াছিল। অন্ধকার ঘরে কোন জিনিস হারাইয়া গেলে যেমন লোকে হাতড়াইয়া ফিরে, তেমনি অন্ধকারে তাহার মন হাতড়াইয়া ফিরিতেছিল যদি কোথাও হারাইয়া যাওয়া জিনিসের স্পর্শ পাওয়া যায়! গ্রামের পাশে সেই নদী তেমনি বহিতেছে, তেমনি ছোট ছোট ঢেউগুলি পাড়ে পাড়ে মৃদু মর্ম্মরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। কত অপরাহ্ণে, কত সন্ধ্যায়, তাহারা দুইজনে পাশাপাশি তাহার তীরে বেড়াইয়াছে। সেইখানে বসিয়া লিওঁ কত বই পড়িয়া তাহাকে শুনাইয়াছে—গ্রামের দিক হইতে মেঠো হাওয়া দুষ্টু ছেলের মত ছুটিয়া আসিয়া বই-এর পাতা উলট-পালট করিয়া দিয়াছে। আজ আর সে নাই—তাহার নিরানন্দ জীবনে সে ছিল একমাত্র আনন্দের কেন্দ্র, তাহার একঘেয়ে জীবনে তার চিন্তা এবং সঙ্গ ছিল তাহার একমাত্র পরিবর্ত্তন। কেন সে নীরব রহিল? কেন নতজানু হইয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া মিনতি জানাইল না, ওগো যেয়ো না, এমনি করে পালিয়ে যেও না! কেন সে মুখ ফুটিয়া সব কথা তাহাকে জানায় নাই? কেন সে বলে নাই, ওগো জানো কত তৃষ্ণার্ত্ত এই অধর?

তাহার মনে হইল এই মুহূর্ত্তে সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া বলে, ওগো, এই দেখ, আমিও তোমার পেছনে পেছনে এসেছি, আমি তোমার, আমাকে গ্রহণ কর!

কিন্তু কোথায় সে যাবে। পথে যে বহু বাধা। বাসনা আছে কিন্তু বাধাকে অতিক্রম করিবার সাহস তাহার কোথায়? সে হতাশ হইয়া আবার বসিয়া পড়ে। যত হতাশ হয়, বাসনা আবার তত বাড়ে।

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই লিওঁ-র স্মৃতি হইল তাহার চিন্তার একমাত্র কেন্দ্র। তেপান্তর মাঠের যাত্রীরা শীতের রাত্রিতে আগুন পোয়াইবার জন্য যে অগ্নি-কুণ্ড জ্বালে, প্রভাতে তাহাকে পিছনে ফেলিয়া চলিয়া যায়। শীতের হিমেল হাওয়ায় ক্রমশঃ তাহার আগুন নিবিয়া আসে। লিওঁ চলিয়া গেল কিন্তু এম্মার মনে যে অগ্নিকুণ্ড পড়িয়া রহিল, তাহা আর নিবিল না। চারিপাশের পরিত্যক্ত নির্জ্জনতার মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান শিখার আলোয় তাহার অন্ধকার রক্তিম হইয়া উঠিল। তাহারই চারিদিকে পতঙ্গের মত তাহার মন ঘুরিয়া মরে, পাছে তাহার শিখা নিবিয়া যায়, তাহার যাহা কিছু আছে সমস্ত তাহাতে সমর্পণ করিয়া তাহাকে সে জ্বালাইয়া রাখিবার চেষ্টা করে—বহুদিনের ভুলিয়া যাওয়া অস্পষ্ট সব স্মৃতির টুক্‌রা, কাল যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, আজিকার প্রভাত যাহা আনিয়া দিয়াছে, যাহা কিছু সে কল্পনা করিয়াছে বা অন্তরে অনুভব করিয়াছে, প্রেমের যে কৈশোর-স্বপ্ন বাতাসে মিলাইয়া গিয়াছে, নিত্য স্পন্দমান জীবনের যে আশা সংগোপনে সে অন্তরে লালন-পালন করিয়াছে, তাহার সব বন্ধ্যা বাসনা, গতিহীন বাসনা, গতিহীন কামনা, সে একত্র করিয়া শুক্‌নো পাতার মত সে আগুনে ইন্ধন জোগাইয়া চলে—একমাত্র আশঙ্কা বেদনায় সে বহ্নিকুণ্ডের শিখা না নিবিয়া যায়।

তবুও কালক্রমে সে শিখা নিবিয়া গেল, হয়ত ইন্ধনের অভাবে, হয়ত বা অতিরিক্ত ইন্ধনের ভারে। ধীরে ধীরে অদর্শনের হিমেল হাওয়ায়

বাসনার শিখা নিবিয়া আসিল। প্রতিদিনের জীবনের অভ্যস্ত এক-ঘেয়েমির আঘাতে অনুশোচনার তীব্রতাও চলিয়া গেল। যে শিখার আলোয় তাহার আকাশ রক্তিম হইয়া উঠিয়াছিল ক্রমশঃ আবার তাহা ছায়ায় বিমলিন হইয়া আসিল। আলোহীন সেই ছায়ার রাজ্যে তাহার মন অন্ধের মত ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিল। লিওঁর প্রতি আসক্তি, সে কি প্রেমের আকর্ষণ, না তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিরূপতার একটা প্রকাশ? ক্রমশঃ তাহার মনে হইতে লাগিল যে শেষের সিদ্ধান্তই সত্য।

সেই অবস্থায় তাহার মনে হইল যে এই অতৃপ্তির বেদনার হাত হইতে তাহার মুক্তি নাই! এ রাত্রি আর প্রভাত হইবে না। সুতরাং সে ঠিক করিল তাহার মনে যত খেয়াল আছে, তাহাদের আর সে ধরিয়া রাখিবে না। প্যারিসের রমণীদের মত নখ পরিষ্কার করিবার জন্য সে অর্ডার দিয়া "লিমন" লইয়া আসিল। রুয়েঁর সব চেয়ে বড় পোষাকের দোকানে অর্ডার দিয়া কাশ্মিরী পোষাক আনাইল, বিজ্ঞাপন দেখিয়া সৌখীন সব ওড়না কিনিল। সারাদিন আয়নার সামনে বসিয়া নিত্য নূতন ছাঁদে চুল সাজাইতে লাগিল। সকালে যে ছাঁদে চুল বাঁধে, দুপুরে তাহা বদলাইয়া আবার নূতন করিয়া বাঁধিতে আরম্ভ করে।

সে ঠিক করিল ইতালীয়ান্ ভাষা শিখিবে। কালবিলম্ব না করিয়া সে খানকতক ইতালীয়ান্ অভিধান ও ব্যাকরণ কিনিল। নিষ্ঠা সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিল,—ইতিহাস ও দর্শন। কোন কোন দিন মধ্য রাত্রিতে সে শয্যা ছাড়িয়া আলো জ্বালিয়া পড়িতে বসিত। তাহার আলো জ্বালার শব্দে কখন কখন চার্লসের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ঘুমের ঘোরে চার্লসের মনে হইত, কোন রোগী হয়ত তাহাকে ডাকিতে

আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে ঘাড় তুলিয়া সে বলিয়া উঠিত, যাচ্ছি, দাঁড়াও! যখন বুঝিত কেহ আসে নাই, আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িত। এক এক সময় তাহার মনের অবস্থা এমন হইত যে, তখন তাহাকে দিয়া যাহা খুসী করান যাইতে পারিত। একদিন চার্লসের সঙ্গে কথায় কথায় সে বলিয়া উঠিল বিনা জলে আধ-বোতল ব্রাণ্ডি সে খাইয়া ফেলিতে পারে। চার্লস্ বিজ্ঞের মত প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখনই নয়, অসম্ভব! চার্লস্‌কে সজাগ হইবার অবকাশ না দিয়া সত্যই সে বিনা জলে আধ বোতল ব্রাণ্ডি খাইয়া ফেলিল।

ইদানীং মাঝে মাঝে তাহার মুর্চ্ছা হইত। একদিন কাসিতে কাসিতে খানিকটা রক্ত হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইল। চার্লস্ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেল।

এম্‌মা তাহাকে সরাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, এতে কি হয়েছে?

চার্লস্ ওষুধের ব্যবস্থা করিল কিন্তু এম্‌মা তাহা গ্রহণ করিল না। নীচের রোগী দেখার ঘরে বসিয়া চার্লস্ আপনার মনে ভাবিয়া আর কূল-কিনারা পায় না; সে কি করিবে। আপনা হইতে দু-ফোঁটা চোখের জল তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল। সে স্থির করিল, মাকে লইয়া আসিবে। মার সহিত পরামর্শ করিবে। সেই মর্ম্মে সে মাকে চিঠি লিখিল।

এম্‌মাকে লইয়া কি করা যায়? যদি সে ওষুধ না খায়, ডাক্তারী ব্যবস্থা না মানে, তাহা হইলে চার্লস্ কি করিতে পারে?

মা আসিয়া সব শুনিলেন। বলিলেন, শোন বাছা, তোমার বউ-এর কি দরকার জানো? তার দরকার কাজ ভাল লাগুক আর না লাগুক

কাজে তার মনকে আটকে রাখতে হবে—গেরস্থালীর কাজে তাকে মন দিতে হবে, বুঝলে ?

অন্য পাঁচজন ভালমানুষের মেয়ের মত যদি তাঁকে রোজগার করে পেট চালাতে হতো, তাহলে আর এ সব ব্যামো দেখা দিত না, বুঝলে ? ছেলেবেলায় বাপ যে আদুরে মেয়েকে "কন্‌ভেন্টে" দিয়েছিলেন ! সেখান থেকে মাথায় যে সব ধোঁয়া ঢুকেছে, সে সব যাবে কোথায় ?

চার্লস্ বাধা দিয়া বলে, কিন্তু মা, অষ্ট-প্রহর তো সে একটা কিছু-না-কিছু করছেই ?

—কিছু-না-কিছু করছেই ! বলি, করছে কি ? সারাদিন যত রাজ্যের অখদ্যে নভেল নিয়ে বসে আছেন—যত রাজ্যের বাজে বই, তাতে না আছে একটা ধর্ম্মের কথা, না আছে একটা ভাল উপদেশ—ধর্ম্ম ছাড়লে তাকে জীবনে দুর্ভোগ পেতেই হবে, এ জেনে রাখিস্ ! আজ না হয়, কাল !

মাতা-পুত্রে ঠিক করিলেন যে এম্‌মার বই পড়া বন্ধ করিতে হইবে। এই অবস্থা ঠিক করিয়া দিয়া মা বিদায় লইলেন—এম্‌মা শুধু লৌকিকতা বজায় রাখিবার জন্য বিদায় সম্ভাষণ জানাইল। এম্‌মার শাশুড়ি তিন সপ্তাহ কাল ছেলের বাড়ীতে ছিলেন—তাহার মধ্যে শাশুড়ী-বউতে দৈনন্দিন অভিবাদন ছাড়া মাত্র চারবার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

এম্‌মার শাশুড়ী যেদিন সকালে চলিয়া গেলেন।সেদিন ছিল বুধবার—হাটবার।

এম্‌মার জানালা হইতে হাট দেখা যাইত। জানালার ধারে বসিয়া এম্‌মা জনতার দিকে চাহিয়াছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি এক ভদ্রলোকের

উপর গিয়া পড়িল। হাটে সাধারণ কৃষকদের মধ্যে তাঁহাকে একটু স্বতন্ত্রই দেখাইতেছিল। লোকটি হাট ছাড়িয়া ক্রমশঃ তাহাদের বাড়ীর দিকেই আগাইয়া আসিতে লাগিল—পিছনে একজন সাধারণ কৃষক ধরণের লোক।

এম্‌মা জানালায় বসিয়া শুনিতেছিল লোকটি দরজায় আসিয়া তাহার স্বামীরই খোঁজ করিতেছিল।

আপনার নাম ?

—ডাক্তারকে বলুন, লা হুচেতির জমিদার ম্যসিয়েঁ রুডল্‌ফ্‌ বুলাঞ্জার!

এম্‌মাদের গ্রামের কয়েক রশি দূরে ছিল লা হুচেতি। সম্প্রতি সেখানে একখানা বাড়ী কিনিয়া রুডল্‌ফ্‌ বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। জমিদারী হইতে বাৎসরিক বেশ ভাল আয়ই হইত কিন্তু তিনি নিজে সময় কাটাইবার জন্য কিছু চাষ-বাস করিতেন। সৌখিন, নির্ঝঞ্ঝাট লোক, আপনার খেয়াল-খুশী মতই বাস করিতেন, কারণ বিবাহ তিনি করেন নাই।

রুডল্‌ফ্‌ আসিয়াছিল, তাঁহার একটি চাকরকে ডাক্তার দেখাইবার জন্য। চাকরটি তাহার সঙ্গে পিছনে পিছনেই আসিতেছিল। সারা গায়ে তাহার মনে হয় যেন পিঁপড়ে কামড়াইয়া বেড়াইতেছে, এবং তাহার বিশ্বাস যে দেহ হইতে খানিকটা রক্ত বাহির করিয়া দিতে পারিলেই, তাহা সারিয়া যাইবে। সেইজন্য ই ডাক্তারের বাড়ীতে আসা।

রক্ত-মোক্ষণের ব্যাপারে এম্‌মাকে আসিয়া ডাক্তারকে সাহায্য করিতে হইল। সেই সময় স্বভাবতই রুডল্‌ফের সঙ্গে তাহার মৌখিক আলাপ হয়।

ফিরিবার পথে রুডল্‌ফ ভাবিতেছিল, "ভারী চমৎকার সুন্দরী তো

ডাক্তারের গৃহিণীটি! মুক্তার মত দাঁত, অমন গভীর আয়ত চোখ, ··· হাতের নখ, পোষাক,···সবই তো স্মরণ করিয়ে প্যারিসের কথা! গেঁয়ো মেয়ের তো এরূপ হয় না! হতভাগা ডাক্তারটা কোথা থেকে এমন বউ যোগাড় করলো?

এম্মাকে দেখিয়া হঠাৎ রুডল্‌ফের কেমন ভাল লাগিয়া গিয়াছিল—অবশ্য এ ব্যাপার তাহার পক্ষে কিছুই নূতন নয়। তাহার প্রায়ই এইরূপ ভাল লাগিয়া থাকে। তাহার সেই চৌত্রিশ বৎসরের অবিবাহিত জীবনের মধ্যে বহু নারীর সঙ্গ-অভিজ্ঞতা সে নিষ্ঠাসহকারে অর্জ্জন করিয়াছে এবং কেমন করিয়া তাহাদের লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে হয় তাহা সে বিশেষ ভালরকমই জানিত।

আপনার মনে মনে সে এম্মার সাংসারিক জীবনটা কল্পনা করিয়া লইল,—"ঐ তো চেহারা আর কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা! ওর তুলনায় আমি তো কন্দর্প! অমন স্বামীকে নিয়ে কি ঐ মেয়ের মন ভরে থাকতে পারে? হাতের নখগুলো পর্য্যন্ত কাটে না—তবুও ডাক্তার! দাড়ি যে কতদিন অন্তর কামায়, তা ঠিক বোঝবার যো নেই! বেশ বুঝতে পারছি, লোকটা বাইরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রোগী দেখে বেড়ায়, আর বউটা আপনার মনে বাড়ীতে কাপড় কাচে আর শুকোয়! এ সব কাজ কি ওর ভাল লাগতে পারে? কখনই না! বেচারা! বেশ মুখ চোখ! দেখলেই বোঝা যায় যে একটুখানি সত্যিকারের ভালবাসার জন্য ওর মন একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। দু'একটা প্রেমের কথা—লাগসই মত বলা, ব্যস্! দেখবে পরের দিন একেবারে পায়ের তলায়। কিন্তু কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়?

এই চিন্তায় বিভোর হইয়া রুডল্ফ্ স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং মনস্থ করিল সামনে যে কৃষি-প্রদর্শনী হইতেছে, তা'হতে নিশ্চয়ই এম্মা আসিবে, সেখানে গিয়া সে এম্মার সঙ্গে ভাব করিবে। ইতিমধ্যে তাহাদের বাড়ীতে দু'একটা সওগাৎ পাঠাইতে আপত্তি কি ?

ইতিমধ্যে কৃষি-প্রদর্শনী আসিয়া গেল। টাউন হলে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উদ্বোধনের দিন সে অঞ্চলের সব লোক টাউন-হলে গিয়া সমবেত হইল। বহুদিন হইতে তাহারা এই দিনটির অপেক্ষায় বসিয়াছিল।

উদ্বোধনের দিন যদি কেহ লক্ষ্য করিত তাহা হইলেই দেখিতে পাইত, রুডল্ফ্ এবং এম্মা পাশাপাশি বেড়াইতেছে—এম্মার দেহ রুডল্ফের বাহুর উপর যেন ভর রাখিয়া চলিয়াছে।

রুডল্ফ্ দূর হইতেই লক্ষ্য করিতেছিল যে হোম্যে তাহাদের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সে ক্রমশঃ দ্রুত চলিতে লাগিল। তাহার সহিত সামনে পা ফেলিয়া কিছুক্ষণ চলিবার পর এম্মা হাঁফাইয়া পড়িল। তাহাকে হাঁফাইতে দেখিয়া রুডল্ফ্ বলিয়া উঠিল, মাফ করবেন, ঐ লোকটাকে একটু পাশ কাটাবার জন্যে আপনাকে এতটা জোরে হাঁটালাম! ভাল করি নি?

এম্মা কোন উত্তর দিল না, শুধু হাতের কনুই দিয়া রুডল্ফ্‌কে মৃদু আঘাত করিল।

রুডল্ফ্ আপনার মনে ভাবে, ইহার অর্থ কি? তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া কিছু বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। স্থির, গম্ভীর মুখ, সেখানে কোনও সঙ্কেতের রেখা নাই।

কিছুক্ষণ পরে ম্যাঁসিয়ে লেহ্রু তাহাদের সঙ্গে আসিয়া জুটিল। রুডল্ফ্ আর কথাবার্ত্তার মধ্যে নিজেকে জুড়িয়া দিবার জন্য সে বারবার চেষ্টা করিতেছিল; তাহাকে এড়াইবার জন্য তাহাদের দুইজনকে বিব্রত হইয়া উঠিতে হইল। মাঝে মাঝে সে আপনা হইতেই বলিয়া উঠে. আজকের দিনটা কেমন বলুন তো? চমৎকার না? ওঃ দেখেছেন, আজ আর কেউ ঘরে নেই! কি বলেন? ইত্যাদি—

এইভাবে কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে প্রদর্শনীর পথ ছাড়িয়া রুডল্ফ্ গ্রামের পথ ধরিল। ম্যাঁসিয়ে লেহ্রু তখনও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। হঠাৎ একটা পথের বাঁকে একটা গলি পাইয়া রুডল্ফ্ এম্মাকে টানিয়া লইয়া সেই গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই টুপি খুলিয়া লেহ্রুর কাছে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়া বলিল, আচ্ছা, আসুন তাহলে, আবার পরে দেখা হবে? কেমন?

গলির ভিতর দিয়া কিছুক্ষণ চলিয়া যাইবার পর, এম্মা বলিয়া উঠিল, দিব্যি কায়দা করে কিন্তু আপনি এড়িয়ে এসেছেন!

—তা ছাড়া কি করি বলুন? ঐ ভিড়ের মধ্যে ভিড়ের সঙ্গে মিশে কি লাভ বলুন? বিশেষতঃ আজকের দিনে যখন আপনার সঙ্গে থাকবার সৌভাগ্য—

এম্মা লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। রুডল্ফ্ তাহার কথা আর শেষ করিল না। হঠাৎ অন্য কথা আনিয়া ফেলিল।

—তা যাই বলুন, আজকের দিনটা বেশ বেড়ানোর উপযুক্তই, কি বলুন!

শেষ হইতে না হইতে আবার বলে, এই ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটতে বেশ লাগে, না?

তখন সবে মাত্র ঘাসের বনের ভিতর হইতে গোটা কতক ডেজী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সেই ফুলের দিকে চাহিয়া রুডল্ফ বলিয়া উঠিল, গাঁয়ের যত উদাসিনী মেয়ে আছে, তাদের প্রত্যেকের জন্য যেন একটি করে ডেজী ফুটেছে! আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে একটা ফুল তুলে দি! কি বলেন?

এম্মা কাসিয়া গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, আপনিও কি প্রেমে পড়েছেন নাকি?

—সেই প্রশ্নটাই তো আমি নিজেকে করছি!

ইতিমধ্যে তাহারা ঘুরিয়া আবার অন্য দরজা দিয়া প্রদর্শনীর ভিতর প্রবেশ করিল।

তাহারা ঘুরিয়া যখন প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিল, তখন প্রদর্শনীর বিচার-সভা সবে মাত্র বসিতেছিল। বিচারকরূপে সেই অঞ্চলের তাবৎ গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রুডল্ফ্ ও এম্মা সভার পিছনে এক কোণে গিয়া বসিল।

সভার কাজ যথারীতি চলিতেছিল—কিন্তু তাহাদের সেদিকে কোনও দৃষ্টি ছিল না।

রুডল্ফ্ বলিতেছিল—তাছাড়া গ্রামে থাকলে একটা কি অসুবিধা হয় জানেন?

—সুবিধে-অসুবিধের কি যায় আসে?

তাহাদের কথা হইতেছিল, গ্রামের জীবন সম্বন্ধে। কি একঘেয়ে জীবন! কত জীবন সেখানে অকালে শুকাইয়া গিয়াছে, কত স্বপ্ন আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে।

—কি যায় আসে ? আমার সমস্ত মন হাঁফিয়ে উঠে, তাই মাঝে মাঝে একেবারে গম্ভীর হয়ে যাই।

—সে কি কথা ! আপনাকে দেখলে তো তা মনে হয় না।

—বাইরে থেকে তা মনে হয় না বটে ! মনে হয় আমার মত স্ফূর্ত্তিবাজ বুঝি আর কেউ নেই। কিন্তু আসল কথা কি জানেন ? এই পৃথিবীতে চলতে হলে, একটা মুখোসের দরকার। কিন্তু যখন একলা থাকি, তখন আপনা থেকে সেই মুখোস খুলে পড়ে যায়। কত দিন পূর্ণিমা রাতে কবরের ধারে বেড়াতে বেড়াতে মনে হয়েছে, ওখানে যারা ঘুমিয়ে রয়েছে, তাদের পাশে ঘুমিয়ে পড়ার চেয়ে আর কি বেশী হতে পারে ?

—আপনি তো ভারি স্বার্থপর ! আপনার বন্ধুদের কথা বুঝি একবারও ভাবেন না ?

—আমার বন্ধু ? কে বন্ধু ? বন্ধু বলতে আমার কেউ নেই ! কার মাথা ব্যথা পড়েছে আমার জন্যে ভাববে ?

এম্‌মা রুডল্‌ফের হাতটি নিজের হাতে তুলিয়া লইল।

রুডল্‌ফ যেন আপনার মনে বলিয়া চলিয়াছিল—জগতে কি-ই বা পেয়েছি ! চিরকাল একা লক্ষ্যহীন ! যদি কাউকে পেতাম ভালবাসতে, তাহলে অন্তরের সমস্ত শক্তিকে তুলতাম জাগিয়ে ! জগতে এমন কোনও শক্তি থাকতো না যা আমাকে বাধা দিতে পারতো, আমার এগিয়ে-চলাকে রোধ করতে পারতো !

—তবুও আমার মনে হয়, আপনার জীবনে অভিযোগ করবার এমন কিছু নেই।

—আপনি তো তাই ভাবেন বটে।

এম্‌মা বলিয়া উঠে—কেন ভাববো না ?, তবুও তো আপনি স্বাধীন !

একান্ত কুণ্ঠার সঙ্গে তবুও সে বলিয়া ফেলে......এবং ধনী !

এম্‌মার দিকে চাহিয়া গম্ভীর মুখে রুডল্‌ফ জবাব দেয়—আপনি আমাকে ঠাট্টা করবেন না, দোহাই আপনার !

ওধারে তখন বক্তৃতা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল।

—সমাগত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ,

আপনাদের অনুমতি ও অনুমোদন লইয়া আজিকার এই সম্মিলনের সর্ব্ব-প্রথমেই আমি কর্ত্তৃপক্ষকে, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগকে, সরকারকে এবং সর্ব্বোপরি আমাদের যিনি শাসক, যিনি আমাদের প্রজানুরঞ্জক রাজা, যিনি রাজনীতি-সাগরের তুমুল তরঙ্গের মধ্য দিয়া রাষ্ট্র তরীকে নির্ব্বিঘ্নে চালাইয়া লইয়া চলিয়াছেন.........

রুডল্‌ফ এম্‌মার কাণে কাণে বলে—আর একটু পিছনে সরে বসলে হয় না ?

—কেন ?

...... সে দিন অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে, যেদিন রাজ-পথ অন্তর্দ্রোহে নিত্য কণ্টকিত হইয়া থাকিত, যেদিন কি জমিদার, কি চাষী, কি পথবাসী শ্রান্ত শ্রমিক রাত্রির গভীর নিদ্রার মধ্যে সহসা সচকিত হইয়া দেখিত, মশালের আলোয় আর তরবারির ঝঙ্কারে......

—কেন জানেন ? এখানে থাকলে সহজেই লোকের দৃষ্টি আমাদের ওপর পড়তে পারে ! তারপর হপ্তাখানেক ধরে লোকের কাছে জবাবদিহি দিতে দিতে প্রাণ অস্থির হয়ে যাবে !

ম্যাদাম্ বোভারী

......কিন্তু অতীতের সেই ভয়-বিমলীন চিত্রের স্মৃতি দূরে অপসারিত করিয়া আমি আমার জননী জন্মভূমির আজিকার নবমূর্ত্তি দুই চোখ ভরিয়া দেখিতেছি! কি দেখিতেছি জানেন? দিকে দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ব্যবসা-বাণিজ্যর বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছে! দেহের অভ্যন্তরস্থ শিরা-উপশিরার মত সারা দেশকে ছাপাইয়া নব নব পথ দেশের এক প্রান্তকে অপর প্রান্তের সহিত রক্তসম্পর্কে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। কারখানায় কারখানায় পরিতৃপ্ত শ্রমিকদের কর্ম্মোল্লাস জাগিয়া উঠিয়াছে—ধর্ম্ম আজ সুপ্রতিষ্ঠিত—সকলের অন্তর আজ সন্দেহ-মুক্ত। ফ্রান্স আজ আবার নব-রূপে নব-জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে......

কিন্তু, কে বলতে পারে, তারা ঠিক করেছিল, না এরা ঠিক করছে?

—আপনি কি বলছেন?

—আপনি কি জানেন না, জগতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা সর্ব্বদাই বিপদকে জড়িয়ে নিয়ে চলে,—যারা হয় স্বপ্ন দেখে, না হয় স্বপ্ন ভাঙ্গে, যারা এক মুহূর্ত্তের অনুরাগে উন্মাদ হয়ে ওঠে, হয়ত আবার সেই উন্মাদনার পর মুহূর্ত্তেই তারা তেমনি উন্মত্ত আত্ম বিনোদনে ডুবে যায়, মত্ত প্রাচুর্য্যের মধ্যে নিজেদের ফেলে হারিয়ে—

—আমরা স্ত্রীলোক, এ সব আত্ম-বিনোদনের চিন্তারও অধিকার আমাদের নেই!

—আত্ম-বিনোদন বটে কিন্তু বিষণ্ণ, কোন সুখ নেই তাতে!

—কিন্তু সুখ কি? কেউ কি তার দেখা পায়?

—হাঁ, পায়! আজ না হয়, দুদিন পরে!

......তোমরা—যাহারা কৃষক, যাহাদের শ্রমে ধরণী ফলে-ফুলে-শস্যে

সমৃদ্ধা, তোমরাই—যারা এই বিরাট সভ্যতার বাহন, তোমরা আজ বুঝিতে পারিয়াছ যে সেই সব বৈপ্লবিক উত্থান বাতাসের ঢেউ মাত্র।

রুডল্ফ্ বলে—হঠাৎ একদিন হয়ে যাবে তার সঙ্গে দেখা, সুখ বলে যাকে সারা জীবন খুঁজে এসেছ! যখন তার আসার সকল আশা মন থেকে চলে যায়, হঠাৎ তখন একদিন সে আসে। মনে হয় তখন সমগ্র আকাশ যেন তার আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করছে। তখন কোথা থেকে মনে হয়, যাকে আশ্রয় করে সে এসেছে, সেই একটি প্রাণীর জন্যে যেন সমগ্র জীবন নিবেদন করি, তার জন্যে সব বরণ করে নিই। তখন বিচার করতে আর প্রবৃত্তি থাকে না—আপনা থেকে দুজনে মিলে এক হয়ে যায়। (এইখানে একবার এম্মাকে আড় চোখে দেখিয়া লইল) মনে হয় যেন স্বপ্নে তাকেই দেখেছি—সামনে এসে সে দাঁড়িয়ে থাকে, তবুও ভীরু মন কাঁপতে থাকে। প্রথম আবির্ভাবের সেই লগ্নে, চোখে কেমন একটা ধাঁধা লাগে—যেন অন্ধকার থেকে সেই প্রথম আলোতে এলাম—

রুডল্ফ্ কাঁপিতে কাঁপিতে দুই হাত দিয়া নিজের দুই চোখ চাপিয়া ধরিল—যেন সে এইমাত্র অন্ধকার হইতে আলোতে আসিয়া পড়িয়াছে। তারপর চোখ হইতে হাত দুইটা সরাইয়া অনবধানতাবশত এম্মার হাতের উপর রাখিল। এম্মা আস্তে আস্তে হাত সরাইয়া লইল।

……এই যে উন্নতি, এর উৎস কোথায়? এর উৎস ফ্রান্সের গ্রামে গ্রামে! তাদের মধ্যে নয়, যারা সৌখীন শিক্ষার বাইরের ভড়ঙ্গে দুনিয়াকে ভোলাতে চায়—এর উৎস হলো সেখানে, যেখানে মানুষ নীরবে প্রতিদিনের কর্ত্তব্য……

—সুরু হয়েছে! কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য! ও কথাটা শুনলে আমার সর্ব্ব-শরীর জ্বলে উঠে। কতগুলো বুড়ো, যাদের চলতে গেলে পা যায় বেঁকে, আর কতকগুলো ধর্ম্মধ্বজী পাদ্রী শুধু মুখে কপ্‌চিয়ে চলেছে, কর্ত্তব্য, কর্ত্তব্য! কর্ত্তব্য কি? যাই বলুন আর যাই করুন, কর্ত্তব্য হলো কি জানেন? জগতে যা মহৎ তাকে স্বীকার করা, যা সুন্দর তাকে বরণ করা—তার জন্যে যদি সমাজের বাধা-নিষেধ, যা মানুষকে করে দেয় ছোট তা দুপায়ে মাড়িয়ে চলতে হয়—

এম্‌মা সচকিত হইয়া বলিয়া উঠে—কিন্তু, কিন্তু, আপনি কি মনে করেন—

—কিছু না! অন্তরের অনুরাগের চেয়ে সত্য আর কিছু কি আছে? তারই প্রেরণায় মানুষ অসাধ্যকে সাধ্য করেছে! সব বীরত্ব, সব কাব্য সঙ্গীত, শিল্প, সকলের মূলে রয়েছে সেই অনুরাগ—

—তা হয়ত সত্যি! কিন্তু সমাজের অনুশাসন, তার বিধি-নিষেধ মানুষকে মেনে চলতেই হয়!

রুডল্‌ফ্‌ বলে—জগতে দুটি অনুশাসন আছে। যেটি ক্ষুদ্র, চিরাচরিত, যেটি সুবিধাবাদী মানুষের সুবিধার মন্ত্র, সর্ব্বদাই তার অদল-বদল হচ্ছে, অনবরত তা শব্দ করে চলেছে, অথচ তার মধ্যে নেই সঙ্গীতের মাধুর্য্য—যেমন হচ্ছে ঐ ব্যাঙের আওয়াজ। আর দ্বিতীয় যে অনুশাসন, যা হলো শাশ্বত, সে ঐ প্রকৃতির মুক্তবায়ুর মত, ঐ আলোর মত—উদার, অফুরন্ত, অকুণ্ঠ!

.......আপনাদের কি বুঝাইতে হইবে, এই কৃষককুলের সার্থকত কোথায়? কাহারা আমাদের অন্ন জোগাইতেছে? কাহাদের শ্রমে

আমাদের ভাণ্ডার পুষ্ট হইতেছে? কাহাদের কৃপায় শীত-বস্ত্র পাইতেছি...

—আপনি কি বিশ্বাস করেন না ভাগ্য বলে একটা কিছু আছে? কে আজ আমাদের দুজনের এই মিলন ঘটালো? দুটি নদী, কোথায় কে জানে তাদের উৎস, তাদের মাঝখানে কত দুস্তর ব্যবধান, কে এনে দেয় তাদের এক সাগরের জলে?

রুডল্ফ্ এম্মার দুটী হাত চাপিয়া ধরিল, সে আর সরাইয়া লইল না।

ওধারে সভায় তখন পুরস্কার বিতরণ করা হইতেছিল। ...সব ঋতুতে সকলের চেয়ে ভাল ফসল উৎপাদন করার জন্যে......

—এই ধরুন, যেদিন প্রথম আপনাদের বাড়ীতে যাই—

......এই পুরস্কার মঁ্যাসিয়ে বিজেকেঁ দেওয়া হলো।

—তখন আমি কি জানতাম যে আজ এইখানে এইভাবে আবার আমাদের দেখা হবে।

...এই রৌপ্য পদক আর তার সঙ্গে সত্তর ফ্রাঙ্কস্।

—বহুবার আমি চেষ্টা করেছি, এখান থেকে চলে যেতে—একবারে এই দেশ ছেড়ে যেতে! কিন্তু প্রতিবারেই মন তোমার দিকে এগিয়ে গিয়েছে আমি রয়ে গিয়েছি।

......এইবার সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সারের জন্যে—

—এমনি থাকবো আমি—আজ রাত্রি, কাল, পরশু, আমার সমস্ত জীবন!

...আর্গাইলের মঁ্যাসিয়ে ক্যারোকে একখানি স্বর্ণপদক দেওয়া হইল!

—তার কারণ, জীবনে আর কাউকে আমার এত ভাল লাগে নি—এত সুন্দর তুমি!

......এই পদক স্যাং-মার্টিনের ম্যঁসিয়ে বেইন্‌কে দেওয়া হলো—

—যত দিন জীবন থাকবে, তোমার স্মৃতি বহন করে বেড়াবো!

......সর্ব্বোৎকৃষ্ট মেরিনো ভেড়ার জন্যে!

—কিন্তু তুমি হয়ত আমাকে ভুলে যাবে, ক্ষণিকের ছায়ার মত হয়ত তোমার জীবনের আলোয় আমার স্মৃতি যাবে হারিয়ে—

......নোতর দামের ম্যঁসিয়ে বিলোকে—

—কিন্তু সত্যি কি তাই হবে? বল বল! কখনও কি তোমার জীবনে কোথাও থাকবো না আমি—

......সব চেয়ে উৎকৃষ্ট শূকর—তার জন্য ষাট ফ্রাঙ্কস্।

রুডল্‌ফ এম্‌মার করপুটখানি আবেগে চাপিয়া ধরিল। কোমল, উষ্ণ করপুট! যেন বন্দী পারাবত, ডানার ঝাপট দিতেছে, এখনি আবার আকাশে উড়িয়া যাইবে। এম্‌মা আঙ্গুলগুলি লইয়া মুঠার মধ্যেই নাড়া চাড়া করিতেছিল—হয়ত হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টায়, হয়ত বা রুডল্‌ফের কর-মর্দ্দনের প্রত্যুত্তরে!

রুডল্‌ফ্ অন্ততঃ শেষটাই ধরিয়া লইয়াছিল। বলিয়া উঠিল—ধন্যবাদ! অসংখ্য ধন্যবাদ! আমি জানি তুমি আমাকে বাধা দিতে চাও না! আঃ, কি যে ভাল লাগছে! তুমি জান যে আমি তোমারই! দয়া করে, আমার চোখের সামনে থেকে সরে যেও না!

...ভাল থইল!

নর্দ্দমা পরিষ্কার রাখা,

ঘর কন্নার কাজ,

এই সব ব্যাপারের জন্যে একে একে পুরস্কার দেওয়া হইল! প্রদর্শনীর

বিচার-সভা শেষ হইয়া গেলে রুডল্‌ফ্‌ এম্‌মাকে বাড়ী পৌছাইয়া দিল :
—রাত্রিবেলা মেলায় বাজী পোড়ান হইবে, তখন আবার দেখা হইবে।

রাত্রিবেলায় তাহাদের আবার দেখা হইল। কিন্তু এবার এম্‌মার সঙ্গে চার্লস্‌ আসিয়াছে। এম্‌মা চুপটি করিয়া চার্লসের পাশে দাঁড়াইয়া বাজি দেখিতেছিল। মাঝে মাঝে হঠাৎ সশব্দে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে হায়ুই-এর আলোয় আকাশ চমকাইয়া উঠিতেছিল। রুডল্‌ফ্‌ দূরে দাঁড়াইয়া হায়ুই-এর নিবন্ত আলোয় এম্‌মার দিকে চাহিয়াছিল। একে একে বাজি পোড়ান শেষ হইয়া গেল। তারাহীন রাত্রির আকাশে ক্রমশঃ একটি দুটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার কিছুক্ষণ পরে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। এম্‌মা গলার রঙীন ওড়না মাথায় জড়াইয়া লইল।

ক্রমশঃ ভিড় কমিয়া আসিতে লাগিল। রুডল্‌ফ্‌ চার্লসের কাছে বিদায় গ্রহণ করিল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, এমন সুন্দর দিনটা কেটে গেল!

এম্‌মার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রুডল্‌ফ্‌ বলিয়া উঠিল—সত্যই সুন্দর!—অপূর্ব্ব!

সেই ঘটনার পর রুডল্‌ফ্‌ ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া রহিল। তাহার মধ্যে সে আর বোভারীদের বাড়ীতে আসিল না।

সে বুঝিয়াছিল, তাড়াতাড়ি করিয়া কোন লাভ হইবে না। শীকার নষ্ট হইয়া যাইবে।

একদিন ঠিক করিল যে এইবার সে যাইবে। মনে মনে সে সিদ্ধান্ত করিল, যদি প্রথম দর্শনেই এম্‌মা তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে, তাহা

হইলে এতদিনের অদর্শনের অধীরতায় তাহা নিশ্চয়ই তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। অতএব আর অধিক বিলম্ব করা উচিত নয়।

এম্‌মার সামনাসামনি আসিয়া দাঁড়াইতেই রুডল্‌ফ্‌ লক্ষ্য করিল, তাহার মুখ সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মনে মনে বুঝিল, তাহার সিদ্ধান্ত ভুল হয় নাই।

তখন গোধূলি বেলা। পড়ন্ত সূর্য্যের আলো ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছিল। এম্‌মা একা ঘরে বসিয়াছিল।

তখনও রুডল্‌ফ্‌ দাঁড়াইয়াছিল।

—বড় ব্যস্ত ছিলাম……শরীরও ভাল ছিল না।

—কেন? কি হয়েছিল?

—এমন কিছু না।

রুডল্‌ফ্‌ একটি টুল্‌ লইয়া একেবারে এম্‌মার পাশে গিয়া বসিল।

এম্‌মার মুখের দিকে না চাহিয়া আপনার মনে মনে সে বলিয়া উঠিল—আমার না আসাই উচিত ছিল?

—কেন?

—তুমি কি তা অনুমান করতে পারছো না?

এইবার সে সতৃষ্ণ নয়নে সোজা এম্‌মার চোখের দিকে চাহিল। সে দৃষ্টির আঘাতে এম্‌মা চোখ নত করিল।

—এম্‌মা!

এম্‌মা চমকাইয়া উঠিল। ওই নাম ধরিয়া সে ডাকিবে কেন?

রুডল্‌ফ্‌ বুঝিতে পারিল, বলিল—এখন বুঝেছি আমার আসা সত্যই অনুচিত হয়েছে। যে নাম আমি দিবারাত্রি ধ্যান করছি, হঠাৎ এখন তা

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল বলে, তুমি ক্ষুব্ধ হচ্ছ! ও নাম উচ্চারণ করবার অধিকার আমার নেই!—ম্যাদাম বোভারি! সবাই তো তোমাকে ঐ নামে ডাকে। ও তো তোমার নাম নয়—আর এক জনের নাম!

কয়েক সেকেণ্ড থামিয়া আবার বলিল—হাঁ, আর এক জনের······

দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া সে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিবার পর, আবেগ-উদ্বেল কণ্ঠস্বরে সে বলিয়া চলিল—বিশ্বাস কর আর নাই কর, সেই দিন থেকে প্রতি মুহূর্ত্ত তোমার কথাই ভাবি—জানি না একি উন্মত্ত ভাবনা আমাকে পেয়ে বসেছে। রাগ করছো? আজকের দিন আমাকে ক্ষমা কর! আমি চলে যাব, বহুদূরে, আমার কথা আর তুমি জানতেও পারবে না। কি জানি কেন, কে যেন আমাকে তোমার কাছে টেনে নিয়ে এল—এত চেষ্টা করে দূরে ছিলাম, আজ আর থাকতে পারলাম না। কি হবে ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে? ভবিতব্যতা, ভবিতব্যতা—কে তাকে এড়াতে পারে বল? যা সুন্দর, যা ভুবন-ভুলান—বল, তাকে ভুলে কে দূরে থাকতে পারে?

জীবনে এই প্রথম এম্‌মা এই সব কথা শুনিল। তাহার ভাল লাগিতেছিল। কি এক গোপন গর্ব্বে তাহার মন দুলিয়া উঠিতেছিল। ক্লান্ত পীড়িত দেহ যেমন মধুর উত্তাপের স্পর্শে এলাইয়া পড়ে, সেই আবেগ-উত্তপ্ত ভাষার স্পর্শে এম্‌মার ক্লান্ত মন তেমনি আবেশে এলাইয়া পড়িল।

রুডল্‌ফ্ তেমনি বলিয়া চলিয়াছিল—যদিও আমি আসি নি, তোমার দেখা পাই নি, তবুও আমার মন প্রতিদিন তোমার এই বাড়ীর চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে! রাত্রিতে, প্রতি রাত্রিতে, আমি শয্যা ছেড়ে উঠেছি, তোমার এই বাড়ীর সামনে এসেছি। চাঁদের আলোয় দেখেছি সমস্ত

বাড়ীখানা হাসছে; এই তোমার শোবার ঘরের সামনের ঐ বাগানের গাছ-গুলোর ডাল-পালা নীরবে দুলতো—তোমার জানলা থেকে আধ-নেবানো আলোর ঝলক বাহিরে পথের ছায়ায় এসে পড়েছে—

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া এম্‌মা বলে—আপনার অনুগ্রহ······

অনুগ্রহ নয়, আমি তোমায় ভালবাসি! তুমি জান না তা? বল, শুধু এই একটি কথা বল!

এমন সময় নীচে কিসের শব্দ হইল। কে যেন আসিতেছে। রুডল্‌ফ ফিরিয়া দেখিল, ঘরের দরজা খোলা।

টুল্ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া রুডল্‌ফ্ বলিল—একটা কাজ আজ তোমায় করতে হবে। আমার একটা পাগলামী মেটাতে হবে। আমাকে তুমি তোমার ঘর-দোর সব দেখাও—আমি দেখতে চাই, যেখানে তুমি থাক, তার সব কিছু দেখতে চাই!

এম্‌মা আপত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে ঘরের বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত, এমন সময় ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইল।

ডাক্তারকে দেখিয়া রুডল্‌ফ্ অভিনন্দন জানাইল। তারপর এম্‌মার দিকে চাহিয়া বলিল—ম্যাদামের স্বাস্থ্যের কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল!

—সে আর বলো না ভাই! ওঁর স্বাস্থ্য নিয়ে বড়ই দুর্ভাবনায় আমাকে দিন কাটাতে হচ্ছে। সেই বুকের অসুখটা আবার বেড়েছে!

রুডল্‌ফ্ বলিল—আমি বলি কি রোজ একটু করে ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালে হয় না?

ডাক্তার এই প্রস্তাবে উল্লসিত হইয়া উঠিল।

ঠিক বলেছ ভাই! খুব ভাল কথা! হাঁ গা, তাই করবে নাকি?

এম্‌মা আপত্তি জানাইয়া বলিল—ঘোড়াই নাই, ওসব হাঙ্গামে আর দরকার কি!

রুডল্‌ফ্ জানাইল প্রয়োজন হইলে সে তাহার বন্দোবস্ত করিতে পারে। এম্‌মা আপত্তি জানাইল। রুডল্‌ফ্ আর পীড়াপীড়ি করিল না। কেন যে সেই সময়ে ডাক্তারের ঘরে সে বসিয়া আছে, তাহার একটা কারণ দেখান প্রয়োজন মনে করিয়া সে বলিয়া উঠিল—হাঁ, ডাক্তার, যে কারণে আমার আসা—সেই লোকটি, যার চিকিৎসা আপনি করেছিলেন, তাকে তো আর একবার দেখতে হয়—তার নানা উপসর্গ আবার দেখা দিয়েছে!

—তা, বেশ বেশ, আমি যাব।

—না, আপনাকে আর কষ্ট করে যেতে হবে না। আমি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবো।

—ধন্যবাদ। সে তো খুবই ভাল হয়।

যথারীতি ডাক্তার-দম্পতিকে অভিবাদন জানাইয়া রুডলফ্ চলিয়া গেল। সে চলিয়া গেলে ডাক্তার এম্‌মাকে বলিল—হাঁ গা, তুমি আপত্তি করলে কেন? রুডলফ্ ভদ্রতা করে সাহায্য করতে চাইলে, প্রত্যাখান করা কি আমাদের উচিত হয়েছে?

সে কথা যেন এম্‌মার ভাল লাগিতেছে না, এমনি ভাবে সে জবাব দিল—দরকার কি পরের কাছ থেকে গায়ে পড়ে সাহায্য নেওয়া! বিশ্রী দেখায়!

—বিশ্রী দেখায়! শরীর আগে, না তোমার ঐ সব ভব্যতা আগে? স্বাস্থ্য যে কত দামী জিনিস……

—হাঁ, ঘোড়ায় চড়ার পোষাক নেই, ঘোড়ায় চড়ব!

—বেশ তো একটা পোষাক কিনে দেবো! তাহলে তো আর আপত্তি থাকবে না?

পোষাক আসিলে ডাক্তার লোক মারফত চিঠি লিখিয়া রুডল্‌ফ্‌কে জানাইল যে, বহুকষ্টে সে এম্‌মার মত করিয়াছে। যদি তিনি অনুগ্রহ করিয়া, তাঁহার সুবিধা বুঝিয়া, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরের দিনই অপরাহ্ণে দুইটি ঘোড়া লইয়া রুডল্‌ফ্‌ ডাক্তারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এম্‌মা নতুন পোষাকে সজ্জিত হইয়া ঘোড়ায় উঠিল। ডাক্তার দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাদের আগাইয়া দিল। কর্ত্তব্য হিসাবে সে সতর্ক করিয়া দিল—দেখো সাবধানে যেও! প্রথম প্রথম নানা বিপত্তি ঘট্‌তে পারে! বুঝলে?, খুব সাবধানে যেও!

তখন অক্‌টোবর মাস সবে পড়িয়াছে। মাঠে মাঠে কুয়াসা জমিয়া রহিয়াছে। রুডল্‌ফ্‌-এর দৃষ্টি এড়াইবার জন্য এম্‌মা মাঝে মাঝে পিছনে ও পাশে চাহিতেছিল। পিছনে তাহাদের গ্রাম ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া আসিল। পাশে আরম্ভ হইল জঙ্গল। জঙ্গলের পথে আসিয়া পড়িতে, আকাশে হঠাৎ সূর্য্য দেখা দিল।

সূর্য্যকে দেখিয়া রুডল্‌ফ্‌ বলিয়া উঠিল—দেখছি, দেবতা প্রসন্ন!

বিস্মিত হইয়া এম্‌মা জিজ্ঞাসা করে—কেন?

দিকচক্রবালের মেঘমুক্ত সূর্য্যের দিকে চাহিয়া রুডল্‌ফ্‌ বলিল—ঐ দেখ সূর্য্যদেব আমাদের জন্যেই মেঘমুক্ত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে এম্‌মা ক্লান্তি বোধ করিতে লাগিল, বলিল—আর নয়।

রুডল্‌ফ্‌ বলিল—আর একটু দূরে!

আর একটু অগ্রসর হইতেই সামনে একটা খোলা জায়গা পড়িল।

সম্প্রতি জঙ্গল কাটিয়া সেই জায়গাটি পরিষ্কার করা হইয়াছে। তাহারা সেইখানে থামিল।

একটা গাছের বড় ডাল তখনও পড়িয়াছিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহারা দুইজনে তাহার উপর বসিল।

রুডল্‌ফ্‌ আপনার মনে তাহার মনের কথা বলিয়া চলিয়াছিল। ধীর, গম্ভীর, বিষণ্ণ—যেন এই প্রথম ও শেষ দেখা। ভাঙ্গা ডালগুলি পা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে এম্‌মা নীরবে শুনিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সে শুনিল রুডল্‌ফ বলিতেছে—

—আমাদের দুজনের ভাগ্য আজ এক হয়ে গেল। বল, তাই না ?

এম্‌মা চমকাইয়া উঠিল। সে প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল—না, না, আপনি জানেন তা কখনও হতে পারে না!

যাইবার জন্য সে উঠিয়া দাঁড়াইল। রুডল্‌ফ্‌ও সেই সঙ্গে উঠিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিল। এম্‌মা বাধা দিল। তারপর রুডল্‌ফ্‌-এর দিকে ছায়াময় কোমল চোখ দুইটি তুলিয়া বলিয়া উঠিল,

—থাক্‌ এখন ওসব কথা·····চলুন, বাড়ী ফেরা যাক। রুডল্‌ফ ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এম্‌মা তাহা না-দেখার ভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিল—দেখুন, ঘোড়া দুটো আবার কোথায় গেল ? সত্যি, ঘোড়া দুটো গেল কোথায় ?

সে-প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া রুডল্‌ফ্‌ হাসিয়া উঠিল। দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া সে এম্‌মার দিকে অগ্রসর হইল। এম্‌মার সমগ্র দেহ এক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। সে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল।

—কি করেন! আমার বড় ভয় করছে! চলুন, চলুন, এখানে থেকে আমারা চলে যাই!

এম্‌মার ভঙ্গী দেখিয়া নিমেষের মধ্যে রুডল্‌ফ্‌ তাহার সমস্ত ভঙ্গী বদলাইয়া ফেলিল। তাহার মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিল, বেদনা-স্নিগ্ধ অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা। অতি স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে সে বলিল—সত্যই তো, চলুন! চলুন যাই! আমাকে ভুল বুঝবেন না! আমার মানস-লোকে আপনি দেবীর আসনে বসে আছেন—নতুন ম্যাডোনা! আপনার মহিমায় সমুজ্জ্বল, চির সুন্দর, চির-পবিত্র! কিন্তু আমি যে বাঁচতে চাই! তার জন্যে আমার একমাত্র প্রয়োজন আপনাকে! ঐ চোখ, ঐ কণ্ঠস্বর, কেমন করে ওদের ছেড়ে আমি থাকবো? বলুন, আমার বন্ধু হবেন? আমার অন্তরের আত্মীয়, আমার আত্মার সহোদর, আমার উপাস্যা দেবী!

দুই বাহু প্রসারিত করিয়া ধীরে সে এম্‌মার কটীদেশ জড়াইয়া ধরিল। এম্‌মা ছাড়াইয়া লইবার জন্য একবার ক্ষীণ চেষ্টা করিল মাত্র। সেইভাবে পায়চারি করিতে করিতে রুডল্‌ফ্‌ মিনতি করিয়া বলিয়া উঠিল না, যেও না! এত শিগ্‌গির আমরা ফিরবো না!

কখন ধীরে ধীরে তাহারা দুইজনে বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, এম্‌মা বুঝিতেও পারে নাই। একটা ছোট্ট পুকুরের ধারে আসিয়া তাহারা বসিল। তাহাদের আগমনে পুকুরের পাড়ের ব্যাঙগুলি সভয়ে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হঠাৎ সেই ত্রস্ত শব্দে এম্‌মা চমকাইয়া উঠিল।

এম্‌মা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—না, না. আপনি ফিরে চলুন! আপনার কথা আর আমি শুনবো না!

—কেন? কেন এম্‌মা? এম্‌মা!

—ওঃ, রুডল্‌ফ্‌।

এম্‌মার অবসন্ন মাথা রুডল্‌ফের স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাহার সর্ব্ব দেহ মূর্চ্ছাতুর হইয়া আসিতেছিল। সে আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না।

ধীরে সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছিল। সূর্য্যের শেষ রক্তিম রশ্মি তাহার মুখে-চোখে আসিয়া পড়িয়াছিল। পায়ের তলায় ঘাসের উপর অরণ্যের ছায়ায়, গাছের পাতার ফাঁক হইতে টুক্‌রো সোনালী আলো টলমল করিয়া কাঁপিতেছিল, যেন আলোক-বিহঙ্গমের ডানা হইতে এইমাত্র পালক খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই। অরণ্যের বুক হইতে গন্ধ আসিতেছে, মধু-ভারাক্রান্ত, স্নিগ্ধ। এম্‌মার মনে হইল তাহার হৃদয় যেন আজ নূতন ছন্দে দুলিতেছে—ক্ষীর-ধারার মত, সে যেন স্পষ্ট দেখিতেছে, তাহার দেহে রক্ত চলাচল করিতেছে।

সন্ধ্যার ছায়া নিবিড়তর হইবার পূর্ব্বে তাহারা ফিরিয়া আসিল। এম্‌মাকে দ্বারদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া রুডল্‌ফ্‌ ফিরিয়া গেল।

পরের দিন আবার তাহারা দুইজনে বাহির হইল! স্বপ্নাবেশের মধ্যে সেদিন অতিবাহিত হইল। না চাহিতেই দুজনে দুজনের নিকট শপথ করিল। এম্‌মা তাহার অন্তরের সমস্ত বেদনার কথা রুডল্‌ফ্‌কে নিবেদন করিয়া চলিয়াছিল—রুডল্‌ফ্‌ চুম্বনে তাহা আর শেষ করিতে দিল না। অর্দ্ধ-নিমিলিত চক্ষে সর্ব্ব-দেহ-ভার এলাইয়া দিয়া বারবার এম্‌মা রুডল্‌ফকে অনুরোধ করিতেছিল—তাহাকে আবার নাম ধরিয়া সে ডাকুক, বারে বারে সে শুধু বলুক, সে তাহাকে ভালবাসে, শুধু তাহাকেই ভালবাসে।

সেইদিন হইতে প্রতি রাত্রিতে তাহারা নিয়মিত পত্র-বিনিময় করিতে

লাগিল। একটু সন্ধ্যা হইয়া আসিলেই এম্‌মা নদীর ধারে এক ভাঙ্গা পাঁচিলের ফাটলে চিঠি রাখিয়া আসিত—রাত্রিতে রুডল্‌ফ্‌ আসিয়া তাহা লইয়া যাইত এবং পরিবর্ত্তে তাহার উত্তর রাখিয়া যাইত। এম্‌মা চিঠিতে প্রায়ই অনুযোগ করিত, এত ছোট চিঠি কেন সে লেখে?

একদিন ভোর হইবার আগেই ডাক্তারের একটা 'কল' আসাতে ডাক্তার বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ সেই সময়ে এম্‌মার মনে হইল, সে রুডল্‌ফের সঙ্গে দেখা করিবে। আধ-ঘণ্টার মধ্যে সে রুডল্‌ফের বাড়ীতে পৌছিবে, সেখানে ঘণ্টা খানিক থাকিবে, তারপর যখন সে ফিরিবে তখনও লোকে বিছানায় ঘুমাইয়া থাকিবে।

হঠাৎ-আসা জোয়ারে নদীর সারা দেহ যেমন কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠে, তেমনি সদ্য-জাগ্রত আবেগের তীব্রতায় বেপথু দেহে এম্‌মা পথে বাহির হইল। চারিদিক নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তাহার মধ্য দিয়া তীব্র বেগে সে ছুটিয়া চলিয়াছে; পাছে সময় নষ্ট হয় বলিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে পিছনে ফিরিয়া চাহিল না।

রুডল্‌ফের বাড়ীর সামনের বাগানের দরজা খুলিয়া সে ভিতরে ঢুকিল। বাগান হইতে কয়েকটা ধাপ উঠিয়া সে দালানে গিয়া দাঁড়াইল। দালানের এক কোণ হইতেই উপরের সিঁড়ি চলিয়া গিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া এম্‌মা উপরে উঠিল। সিঁড়ির মাথায় ঘর; আধ-ভেজান দরজা। দরজা ঠেলিয়া সে ঘরে ঢুকিল। একজন লোক ঘুমাইতেছে। কাছে অগ্রসর হইয়া দেখিল, সে আর কেহ নয়, রুডল্‌ফ্‌ই!

সমস্ত আবেগকে চাপিবার ও প্রকাশ করিবার দ্বন্দ্বে সে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল—রুডল্‌ফ্‌!

সচকিত হইয়া রুডল্‌ফ্‌ দেখে, তাহার বিছানার পাশে দাঁড়াইয়া এম্‌মা কাঁপিতেছে! শিশিরে তাহার সর্ব্ব-অঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে।

—তুমি এখানে......কেমন করে এলে...ইস্‌, শিশিরে একেবারে নেয়ে গিয়েছ দেখছি!

এম্‌মা তখন আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। সেই শিশির-ভিজা দেহ বিছানায় এলাইয়া দিয়া, দুই বাহুতে রুডল্‌ফের কণ্ঠ-বেষ্টন করিয়া সে বলিয়া উঠিল—ওগো!

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সে ফিরিয়া আসিয়াছিল। কেহ জানিতেও পারে নাই। সেই ঘটনার পর হইতে রাত্রিতে বা ভোরে ডাক্তারের "কল" আসিলেই, সে কোন রকমে গায়ে একখানা চাদর ফেলিয়া ছুটিত। সর্ব্বাঙ্গে শিশির মাখিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে রুডল্‌ফের ঘরে যখন গিয়া দাঁড়াইত, তন্দ্রা-বিজড়িত রুডল্‌ফের মনে হইত, জীবন্ত বাসন্তী প্রভাত তাহারই ঘরে যেন প্রথম দেখা দিল। যাই-যাই করিতেই পনেরো মিনিট কাটিয়া যাইত। এত শীঘ্র চলিয়া আসিতে তাহার মন চাহিত না—আসিবার সময় ছোট মেয়ের মত সে কাঁদিয়া উঠিত।

কয়েকবার এই ভাবে দেখা-শোনা হইবার পর, একদিন রুডল্‌ফ বলিল, এত সৌভাগ্য সইবে না! কোন্‌দিন কে দেখে ফেলবে! এভাবে তোমার আসা ঠিক নয়!

রুডল্‌ফ্‌ ঠিক করিল, সে-ই যাইবে। কিন্তু কোথায় দেখা হইবে? এম্‌মাদের বাড়ীর পাশেই এক পরিত্যক্ত বাগান আছে। রাত্রিবেলা

রুডল্‌ফ্‌ আসিয়া সেইখানেই থাকিবে. তাহার সঙ্কেত শুনিলেই সে চলিয়া আসিবে, এই স্থির হইল।

যেদিন চার্লস ঘুমাইয়া পড়িত, সেদিন আর কোন ভাবনা থাকিত না। কিন্তু কখনও কখনও রুগী দেখিয়া ফিরিতে রাত হইয়া যাইত, তখনও এম্‌মা জাগিয়া থাকিত। এম্‌মা বই লইয়া পড়িতে বসিত, যেন সেই বই-ই তাহার সমস্ত মন আচ্ছন্ন করিয়া আছে। চার্লস্‌ মনের সুখে "পাইপ" শেষ করিয়া বিছানায় গিয়া এম্‌মাকে ডাকিত। এম্‌মা পোষাক খুলিয়া আলো নিভাইয়া চার্লসের পাশে গিয়া শুইয়া পড়িত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার নাক ডাকিতে আরম্ভ করিত। সেই অবস্থাতেই গায়ে একটা চাদর জড়াইয়া চোরের মতন সন্তর্পণে সে নীচে নামিয়া আসিত।

যে রাত্রিতে বাইরে বৃষ্টি হইত, সে লুকাইয়া রুডল্‌ফকে তাহাদের বাড়ীতেই লইয়া আসিত, যে ঘরে বসিয়া ডাক্তার রুগী দেখে সেই ঘরে। ক্ষীণ বাতির আলোয়, ঘরের আসবাব-পত্র ও ডাক্তারের দু' একটা জিনিষ এলো মেলো ভাবে ছড়ানো—রুডল্‌ফের চোখে পড়িত। সে প্রায়ই ডাক্তারকে ঠাট্টা করিত। এম্‌মার মনে হইত, সে ঠাট্টাগুলো না করিলেই ভাল হইত।

একদিন হঠাৎ তাহারা শুনিল, সিঁড়িতে যেন পায়ের শব্দ হইল।

এম্‌মা মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল—নিশ্চয় কেউ আসছে!

রুডল্‌ফ্‌ ফুঁ দিয়া বাতি নিভাইয়া দিল।

কাণে কাণে এম্‌মা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—তোমার পিস্তল ঠিক আছে?

—কেন!

—আত্মরক্ষার জন্যে যদি প্রয়োজন হয়!

অন্ধকারে রুডল্ফ্ হাসিয়া উঠিল, বলিল—তোমার স্বামীর কাছ থেকে? হাসালে দেখছি! মাছির সঙ্গে লড়াই-এ পিস্তলের কি দরকার!

কথাটা এম্মার ভাল লাগিল না। তাহার মন সর্ব্বদাই কোন বৃহৎ নাটকীয় ঘটনার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া থাকিত, তাহার মধ্যে এই ধরণের উত্তেজনাহীন অবজ্ঞার কথা কেমন যেন খাপ খাইত না। সে মনে মনে স্থির করিয়া লইয়াছিল, কাব্যে ও উপন্যাসে যে অবিনাশী প্রেমের কথা সে পড়িয়াছে, এতদিনে সে তাহার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিতেছে। প্রতিদিন তাহার উচ্ছ্বাস বাড়িয়াই চলিয়াছিল। স্মৃতি-চিহ্ন-স্বরূপ সে তাহার এক গুচ্ছ কেশ উপযাচিকা হইয়া রুডল্ফ্কে দিয়াছে; পুরাকালের প্রেমিকরা তো তাহাই করিত! একদিন সে রুডল্ফ্কে বলিল, তাহাকে একটা আংটী দিতে হইবে, মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই আংটী সে বুকে করিয়া রাখিবে, তাহাদের অক্ষয় মিলনের চিহ্ন-স্বরূপ! এ সব উচ্ছ্বাস রুডল্ফ্কে সহ্য করিতে হইত। অধিকাংশ সময় সে এমন সব কথা বলিত যে, রুডল্ফের মনে হইত যেন সে তাহাকে জোর করিয়া কোন বই পড়িয়া শুনাইতেছে। সন্ধ্যার স্বপ্ন-সঙ্গীতের কথা সে বলিত; ফুল, তারা আর নদী-মর্ম্মরে নাকি সবার অজ্ঞাত ভাষায় নিত্য প্রাণের আদান-প্রদান হয়। কোন কোন সময়ে তাহার মা'র কথা মনে পড়িত, অশ্রু-অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে তাহার মা'র গল্প বলিতে আরম্ভ করিত, রুডল্ফের মা'র কথা জিজ্ঞাসা করিত। রুডল্ফ বিব্রত হইয়া পড়িত। কুড়ি বৎসর আগে তাহার মা পরলোক গমন করিয়াছে, এবং তাহার বেশী কিছু মনে রাখিবার কোন তাগিদ কোন দিন সে বোধ করে নাই। এম্মা তাহাকে

সান্ত্বনা দিত, যেন সে সদ্য মাতৃ-হারা শিশু, কখনও বা বড় বড় চোখ দুইটা আকাশের দিকে তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিত—আহা, তাঁরা দুজনে স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্ব্বাদ করছেন !

রুডল্‌ফ্‌ সব সহ্য করিত, কারণ এই ধরণের স্বভাব-সরল মেয়ের সঙ্গে মিশিবার সৌভাগ্য তাহার আর কোনও দিন ঘটে নাই। তবে এই ধরণের প্রেমও কোন দিন সে বুঝিত না ! কিন্তু যতই এম্‌মার অনুরাগের উচ্ছ্বাস প্রবল হইতে লাগিল, রুডল্‌ফের আলিঙ্গন ততই শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল ! কয়েক দিন পরে এম্‌মা বুঝিল, তরঙ্গ যদি কোথাও জাগিয়া থাকে, সে তাহারই মনে ! সে-তরঙ্গের স্পর্শ রুডল্‌ফ্‌কে লাগে নাই ! কেন এমন হয় ? জোয়ার চলিয়া গেলে, যেমন নদীর বুকের কাদা পর্য্যন্ত দেখা যায়, তেমনি ক্রমশঃ এম্‌মা দেখিল, কোথায় সে তরঙ্গ ? এ কি পঙ্কিলতা ! কেন সে এমন করিয়া ধরা দিল ? সে যদি ধরা দিল, তবে যাহার জন্য সে তাহা করিল, সে জড় হইয়া রহিল কেন ?

ক্রমশঃ রুডল্‌ফ্‌ অনুপস্থিত হইতে লাগিল। আসিলেও বাজে অজুহাত দেখাইয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইত। কত কথা এম্‌মার মনে জাগিয়া উঠিত, কত সোনার স্বপ্নের অঙ্কুর মাথা তুলিয়া উঠিতে চাহিত, কেহ দেখিত না।

আবার সেই অন্ধকার আবর্ত্তে তাহার মন গিয়া পড়িল। কেন এই সুন্দর পৃথিবীতে সে এত অসুখী ? কে বলিয়া দিবে তাহার মনে কোথায় কি বিরাট বিপত্তি ঘটিয়াছে ? কোন্ ত্রুটীর জন্য, আপনার মনে সে ব্যর্থ-বেদনার জাল বুনিয়া চলিয়াছে। বহুদূর-যাত্রী পথিক যেমন চলার পথে ক্লান্ত হইয়া এক এক পথের বাঁকে তাহার ভার কমাইবার জন্য এক একটি জিনিষ

ফেলিয়া ফেলিয়া যায়, তেমনি শৈশব হইতে আজ পর্য্যন্ত জীবনের প্রতি বাঁকে সে আপনাকে একে একে রিক্ত করিয়া চলিয়াছে। যেদিন সে কুমারী ছিল সে দিন আর নাই, সেও আর কুমারী নাই। যেদিন সে বধূ হইয়া একজনের ঘরে আসিয়াছিল সেদিনও আর নাই, সে বধূও আর নাই। যেদিন সে অন্তরের সব কুণ্ঠা ত্যাগ করিয়া প্রেমের অভিসারে বাহির হইয়াছিল, সেদিনও আর নাই, সে প্রেমও নাই। পথের মোড়ে মোড়ে একে একে সব হারাইয়া গিয়াছে।

কেন তবে সে চার্লসকে ঘৃণা করিল? কেন সে তাহাকে ভালবাসিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না? সে যাহা চায়, চার্লস্ কেন তাহা হইতে পারে না?

উপরি উপরি তিনবার যখন আসিবে বলিয়া রুডল্‌ফ্ আসিল না, তখন এম্‌মার মন ভাঙ্গিয়া পড়িল।

অনেক চেষ্টার পর যখন দেখা হইল, রুডল্‌ফ্ লক্ষ্য করিল, এম্‌মা মুখ ভার করিয়া আছে; তাহার অভিমান হইয়াছে।

মনে মনে সে হাসিয়া বলিল—তাহাতে আমার বিশেষ কিছু যায় আসে না।

সেইদিন হইতে এম্‌মার মনে অনুশোচনা জাগিল। কেন সে ভুল করিল? কেন সে চার্লস্‌কেই ভালবাসিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না? সব দোষই কি তাহার? চার্লসের কি কোন দোষ নাই? তাহার অন্তরের এই সব দুরন্ত আবেগ তাহার নিকট হইতে প্রত্যাহত হইয়াছে বলিয়াই না, আজ তাহার এই শোচনীয় পরিণাম? তাহার অন্তরের এই আকুলতার গতি-পথ কেন স্বামী হইয়া সে-ই করিয়া দিল না? কেন সে এমন হইল না, যাহা লইয়া তাহার মন তৃপ্ত হইত?

কিন্তু ঠিক এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল যাহাতে চার্লস্ নিজেকে জাহির করিবার সুযোগ পাইল।

অবশ্য সে-সুযোগের জন্য ষোল আনা দায়ী তাহাদের প্রতিবেশী বন্ধু স্বনামখ্যাত ঔষধ-ব্যবসায়ী ম্যসিয়ে হোম্যে!

একদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে স্বনামখ্যাত মসিয়ো হোম্যে একটি চিকিৎসার বিবরণ দেখিয়া সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। চিকিৎসাটা হইল, অপারেশনের দ্বারা বিকৃত পদ সারান! একেবারে নূতন এবং আধুনিকতম প্রণালী!

ম্যসিয়ে হোম্যে বহুবার জীবনে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে তিনি পিছনে-পড়িয়া-থাকার দলে নন্। সকলেই জানে, যাহা কিছু নূতন, যাহা কিছু বৈজ্ঞানিক, যাহা কিছু আধুনিকতম, তাহাকে বরণ করিয়া লইবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সেই বিবরণ পড়িয়া তাঁহার মনে হইল, তাঁহার ডাক্তারখানায় এই চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিলে কেমন হয়? অন্ততঃ এই সব নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করা, তাঁহারই তো

একদিন আসিয়া তিনি এম্মাকে মনের কথা সমস্ত বলিলেন, চার্লস্-কেই এই নূতন প্রণালীর অপারেশন শিখতে হবে। এতে লাভ বই তো ক্ষতি নেই কিছু।

একে একে আঙুলে গুণিয়া গুণিয়া তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন, এই ধর, এক নম্বর, পরীক্ষা তো সফল হবেই—তারপর রোগীর রোগ-মুক্তির কথা ছেড়েই না হয় দেওয়া গেল—বলি যে-ডাক্তারের হাত দিয়ে এই অপারেশন হবে, তার নাম-যশের ব্যাপারটা একবার ভাব দেখি,

আর ডাক্তারের পক্ষে নাম-ডাক মানেই যাকে বলে, বেশ দু'পয়সা। সেই সঙ্গে চাই কি, আমার দোকানটাও একটু নড়বে চড়বে। কি বল? এখন কথা হচ্ছে, কার উপর প্রথম পরীক্ষা করা যাবে? সে ভাবনাও তোমাদের ভাবতে হবে না—আমি তাও ভেবে চিন্তে ঠিক করে রেখে দিয়েছি! আমাদের হোটেলে যে বয়টা আছে না, দেখেছ তো, তার পা'টা কি রকম বাঁকা? তারই ওপর প্রথম পরীক্ষা করা যাবে! এই ছেলেটিকে সারানোর মধ্যেও একটা মতলব আছে, বুঝলে কি না; হোটেলের "বয়"—দুবেলা নানান্ জাতের লোকের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ও গল্প করে করে খবরটা সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে—তারও কৃতজ্ঞতা দেখান হবে, আমাদেরও বুঝলে কি না, প্রচারটা হয়ে যাবে!

স্বামীর প্রতিভার নব-উন্মেষের এই সম্ভাবনায় এম্‌মা উদ্বেল হইয়া উঠিল। সে আজ চায়, তাহার স্বামীকে যেন সে শুধু স্বামী বলিয়া নয়, অন্য কোন রূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে পারে!

একদিকে এম্‌মা, অপরদিকে বন্ধু ম্যাসিয়ে হোম্যে—চার্লস্ বেশীদিন না'রাজ হইয়া থাকিতে পারিল না। রুয়েতে বই-এর অর্ডার গেল। ডাঃ ডুভাল্, যিনি এই নূতন চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার বইখানি কিনাইয়া আনান হইল। রাত্রি বেলায় আহারের পর অতি কষ্টে নিদ্রা দমন করিয়া চার্লস্ সেই বইখানি নিষ্ঠাসহকারে পড়িল।

এখন প্রয়োজন রোগীর মত লওয়া! বাঁকা পা লইয়া তাহার যে অসুবিধা হইত না তাহা নয়, কিন্তু অভ্যাসের বশে অসুবিধার কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছিল। অপারেশন করাইতে সে কিছুতেই রাজী নয়; ম্যাসিয়ে হোম্যেও ছাড়িবার পাত্র নন্!

—তুই জানতেই পারবি না যে তোর পায়ে অপারেশন হয়ে গেল! তবে আর বাহাদুরী কোথায়! এই মনে হবে যেন একটা পিঁপড়ে কামড়ালো, এই যা। আরে পায়ের কড়া তুলে ফেলতে যা লাগে, এতে তা-ও লাগবে না!

প্রতিদিন এই এক কথা শুনিতে শুনিতে তাহারও কেমন বিশ্বাস হইয়া গেল।

—তা ছাড়া, এতে আমার কি স্বার্থ বল্! তোর ঐ বাঁকা পা'র জন্যে তুই-ই কষ্ট পাস্—ভাল করে হাঁটতে পর্য্যন্ত পারিস্ না।

সেই সঙ্গে এ-কথাও ম্যসিয়ে শুনাইয়া দিল যে, তাহার ঐ বিকৃতির জন্যই মেয়েরা আসিলে, তাহাকে টেবিলে খাবার দিতে ডাকে না।

তাহাতেও যখন কুলাইত না—তখন উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিতেন—তুই কি মানুষ ন'স্, ফ্রান্সের কেউ ন'স্? আজ যদি যুদ্ধ বাধে, সবাই যাবে যুদ্ধে দেশের জন্য, জাতির জন্য; তোকে থাকতে হবে পড়ে, শত্রুর দয়ার ওপর!

দেখিতে দেখিতে ম্যসিয়ে হোমো এমন ব্যবস্থা করিয়া তুলিলেন যে যে-ই তাহাকে দেখে, সে-ই বলে, ওহে এবারে পা-টা অপারেশন করিয়ে সারিয়ে ফেল!

অগত্যা তাহাকে রাজী হইতেই হইল।

যে-দিন অপারেশন হইবে সে-দিন সমস্ত শহর সচকিত। স্মরণ কালের মধ্যে শহরের ইতিহাসে এ-রকম একটা কীর্ত্তি আর সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া কাহারও মনে নাই।

সকলের চেয়ে আবেগে ও উৎকণ্ঠায় কাঁপিতেছিল ডাক্তার বোভারী

স্বয়ং। যে-ডাক্তারকে প্রথম মস্তিষ্কের ভিতর ফোড়ার অপারেশন করিতে হইয়াছিল, তিনিও বোধ হয় ঠিক এই রকম উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছিলেন!

অপারেশন নির্ব্বিঘ্নে হইয়া গেল। রোগী অবাক্ হইয়া দেখিল সত্যই সে তো বিশেষ কিছু কষ্ট ভোগ করিল না। একবার ঘাড় তুলিয়া বাঁধা পা-র দিকে দেখিল, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কৃতজ্ঞতায় সে ডাক্তারের হাত ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিল।

ম্যসিয়ে হোম্যে সারাক্ষণ পাশেই দাঁড়াইয়াছিলেন।

—আহা, অত চঞ্চল হয়ো না! কৃতজ্ঞতা দেখানো পরে হবে! এখন অত চঞ্চল হয়ো না, বুঝলে?

এম্মা উৎসুক হইয়া ডাক্তারের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় বাড়ীর দরজায় অপেক্ষা করিতেছিল। ডাক্তার আসিতেই সে দৌড়াইয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা বড় আনন্দে অতিবাহিত হইল। তাহারা দু'জনে কত কথা বলিয়াছে, দু'জনে মিলিয়া কত আশার স্বপ্ন দেখিয়াছে! এই ঘটনার পর হইতে ডাক্তারের পসার তো বাড়িয়াই যাইবে……তখন…… বাড়ীর ঐখানটাতে খানিকটা বাড়াইতে হইবে…সিঁড়িটার রঙ বদলাইতে হইবে…খাবার ঘরের দেয়ালে…

চার্লসের ভাল লাগিতেছিল, অর্থ হইবে, যে-ভাবে সে থাকে তাহার অপেক্ষা অধিকতর সুখে থাকিবে, এম্মা গৃহিণী হিসাবে গৌরবান্বিত হইবে …তাহাকে আরও শ্রদ্ধা করিবে…

এম্মার ভাল লাগিতেছিল, এতদিন পরে তাহার মন একটা নতুন কিছু গড়িয়া তুলিবার পথ পাইবে, একটা নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন স্পন্দন

যাহার নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইত, তাহার নিকট আগাইয়া যাইবার একটা অভিনব অভিজ্ঞতা।

সেদিন হঠাৎ চার্লসের সাদামাঠা মুখের দিকে চাহিয়া এম্‌মা দেখিল যেন সেখানে প্রতিভার দীপ্তি রহিয়াছে। দেখিতে, তাহার ভাল লাগিতেছিল।

সেই দিনই রাত্রি বেলা, তখনও তাহার নিদ্রা যায় নাই, এমন সময়ে চাকরের বারণ না মানিয়াই, ম্যসিয়ে হোম্যে ছুটিতে ছুটিতে ডাক্তারের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল; হাতে একখানি বড় কাগজ।

—তুমি ঘুমিয়ে পড়বে ভেবে, ছুটতে ছুটতে এলাম। ব্যাপারটা খবরের কাগজে দিতে হবে তো? নিজে লিখলাম বসে, পড়ে দেখ দেখি। আচ্ছা, দাও, আমিই পড়ে শোনাচ্ছি—

"আজিও য়ুরোপের বহু অংশে শীতের কুহেলির মত কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা যে ভাবে ছাইয়া আছে, তাহা উপেক্ষা করিয়াও, ফ্রান্সের কোন কোন অঞ্চলে জ্ঞানবিজ্ঞানের নব-রশ্মির আলোক-পাত দেখা যাইতেছে। সম্প্রতি ইয়োন্‌ভিল্ গ্রামে এক স্মরণীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে! সমগ্র গ্রামবাসী বিদ্বদ্‌মণ্ডলীর সমক্ষে গ্রামের স্বনামখ্যাত ডাক্তার চার্লস্ ম্যসিয়ে হোম্যের সুবিখ্যাত ঔষধ-শালায় বিজ্ঞানের আধুনিকতম প্রণালী অনুযায়ী......

...এই অপারেশনের একটি প্রধান বিশেষত্ব হলো যে, রোগী ব্যথার বা বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ করে নাই। অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে এই অপারেশন সাঙ্গ হইয়াছে। মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্ত উপরে দেখা দিয়াছিল; তাহারা যেন শুধু সাক্ষ্য দিতে আসিল যে, এত দিন শিরার

যে জটিল বন্ধন পা-খানিকে বিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ধন্য রে বিজ্ঞান! ধন্য সেই মহাপুরুষেরা যাঁহারা বিজ্ঞানের সেবায় আত্মদান করিয়াছেন! তাই আজ বাইবেলের সেই মহাভবিষ্যত-বাণীর কথা স্মরণে আসিতেছে—সে-দিন আসিবে যে-দিন অন্ধ দেখিতে পাইবে, বধির শ্রবণ করিতে পারিবে, পঙ্গু পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে পারিবে...... ”

ইহার পাঁচদিন পরে ম্যসিয়ে হোমের বাড়ী হইতে লোক আসিয়া ডাক্তারকে খবর দিল, সে-ই লোকটির সমস্ত পা ফুলিয়া গিয়াছে, ...অসহ্য যন্ত্রণা ইত্যাদি।

ডাক্তার গিয়া দেখে, সর্ব্বনাশ, সমস্ত পা ফুলিয়া কলাগাছ হইয়া গিয়াছে! কোথাও তাহা হইলে কিছু ভুল হইয়াছে! সে তো কোন ভুল করে নাই! এখন উপায়!

যত দিন যাইতে লাগিল, ততই রোগীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত পা তাহার পচিয়া উঠিল। দুর্গন্ধে সে ঘরে হোটেলের লোক বসিতে পারিত না। শহরের লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল। চার্লস্ লজ্জায় মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা বলিতে পারিত না। এধারে সেই লোকটি দ্রুত মৃত্যু বা অপমৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল।

আর কোনও উপায় না দেখিয়া ম্যসিয়ে হোম্যে দৈব-ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন, পাদ্রী আনাইলেন। তিনি আসিয়াই বুঝিলেন যে, এ দৈহিক ব্যাপার নয়, এ আধ্যাত্মিক ত্রুটির ফল!

—কোন দিন বাপু তোমাকেত গির্জ্জাতে দেখি নি? এখন দেখছো তো, হাতে হাতে ফল! যা হক, রোজ সকালে আর সন্ধ্যেয়, একবার করে

"হেইল মেরী", আর একবার করে "আওয়ার ফাদার" ব্যবস্থা করে গেলাম—পড়বে, বুঝলে?

কিন্তু "হেইল মেরী" বা "আওয়ার ফাদারে" পায়ের যন্ত্রণা বা পূঁজ কিছুই কমিল না। তখন নিরুপায় হইয়া রুয়ে হইতে বড় ডাক্তার আনা হইল।

তিনি আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া রাগে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—কোন্ ডাক্তার এ-কাণ্ড করেছে, তাকে ডাকো! যত সব হাতুড়ের মরণ হয়েছে এখানে! এখন সমস্ত পা-টাই তো বাদ দিতে হবে।

কথাটা শহরের সমস্ত লোকের মধ্যে রাষ্ট্র হইয়া গেল! চাল স্ ইদানীং বাড়ী থেকে আর বড় একটা বাহিরই হইত না। কিন্তু ভুল কি কাহারও হয় না? সব চেয়ে বড় যে সার্জ্জেন, তাঁরও কি ভুল হয় না?

আপনার মনে বসিয়া বসিয়া সে ভাবে, লোকে তাহাকে দেখিয়া হাসিবে। তাহার পসার চলিয়া যাইবে। হয়তো লোকটা তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিবে...নানা দুশ্চিন্তা আসিয়া তাহার দুর্ব্বল মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

তাহার সামনেই এম্মা বসিয়া থাকিত—নিথর, নীরব। তাহার মুখে কোন কথা ছিল না, তাহার দৃষ্টিতে কোন অর্থ ছিল না। তবে তাহার এই বিষণ্ণ মৌনতার কারণ ছিল অন্য। কয়েকদিন আগে, সে যে আবার ভাবিয়াছিল যে, এই লোকটিকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন জাগিয়া উঠিবে, সেই নিদারুণ ভ্রান্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণে সে নিজেকে

অপমানিত বোধ করিতেছিল। তাহার মন কত সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে! সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবিয়াছিল যে এই পর্ব্বত-প্রমাণ জড়ত্বের মধ্য হইতে সে কিছু পাইতে পারে, যাহাতে জীবনের স্পন্দন থাকিতে পারে?

চার্লস অস্থির হইয়া ঘরের এ কোণ হইতে ও-কোণ পর্য্যন্ত পায়চারী করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে শুধু ভাবিতেছিল, এ কি হইল! যতদূর সাবধানে সম্ভব সে সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছে, তবুও কেস্‌টা এমন বিগড়াইয়া গেল কি করিয়া! নিস্তব্ধ ঘরে শুধু তাদের পায়ের বুটের শব্দ নিয়মিত ভাবে শোনা যাইতেছিল।

হঠাৎ সেই শব্দের দিকে লক্ষ্য যাইতে এম্‌মা চীৎকার করিয়া উঠিল, চুপ করে বসো, ও-রকম করে ঘুরে বেড়াতে হবে না! বসো!

চার্লস একবার এম্‌মার মুখের দিকে চাহিয়া নীরবে তাহার সামনে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল!

এম্‌মার অন্তরে তখন সাগর গর্জ্জন করিতে ছিল! কেন, কিসের জন্যে সে আবার এ ভুল করিল? কিসের জন্যে প্রতিদিনের এই তিল তিল আত্মবিসর্জ্জন! একে একে তাহার মনে পড়িতে লাগিল, জীবনের প্রথম উন্মেষে যাহা কিছু সে কাম্য বলিয়া অন্তরে স্থান দিয়াছিল—বিবাহিত জীবনের এই প্রতিদিনের নিরর্থক শোয়া-বসা-ওঠার মধ্যে, কোথায় তাহার স্থান? কেন সে তাহার আত্মাকে এই ভাবে বঞ্চিত করিয়াছে? কাহার জন্য? কিসের জন্য?

আপনার মনে সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল, কেন? কেন?

চার্লস কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, তাই ভাবছি! লোকটার সত্যি সত্যি "ভাল্‌গাস্‌" হয়েছিল নাকি!

বহুক্ষণ তাহারা দুইজনে দুইজনের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়াছিল—যেন পরস্পরের অস্তিত্বে তাহারা প্রতিমুহূর্ত্তেই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। এম্‌মা একদৃষ্টে চার্লসের দিকে চাহিয়াছিল—যেন তাহার দুই নয়ন হইতে দুই তীর তাহাকে বিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। চার্লসের চারিপাশে সমস্ত জিনিস যেন তাহার নিকট বিসদৃশ লাগিতেছিল—তাঁহার মুখ, চোখ, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা, এই নীরবতা, এমন কি তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত! তাহার তীব্র অনুশোচনা হইতে লাগিল, কেন সে নিজের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য এত সচেষ্ট হইয়াছিল—অবশিষ্ট যে-টুকু ছিল তাহার লাঞ্ছিত অহমিকার দুরন্ত নিষ্পেষণে সেই মুহূর্ত্তে তাহা ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল। বিজয়িনী অভিসারিকার নবরূপে নিজেকে নতুন করিয়া ভাবিতে সে যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার মন গোপন প্রেমের নীড় রচনা করিয়াছিল, তাহার চিন্তা, তাহার ভাবনা জোয়ারের জলের মত বেগে আসিয়া তাহার মনকে ছাইয়া ফেলিল। সেই নব-জল-তরঙ্গে সে তাহার দেহ মন-আত্মা ভাসাইয়া দিতে চাহিল। সেই অবকাশে তাহার মন হইতে চার্লসের চিন্তা একেবারেঁ দূরে চলিয়া গিয়াছিল—যেন সে কোনদিন তাহার জীবনে আসে নাই—যদিও বা আসিয়া থাকে, তবে বহু-ক্ষণ সে জীবন-রেখার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

এমন সময় বাইরে লোকজনের আওয়াজ হওয়াতে চার্লস জানলার কাছে আসিয়া দেখিল, শহরের ডাক্তার অপারেশন সারিয়া চলিয়া যাইতেছে—গ্রাম শুদ্ধ লোক তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, সম্ভ্রমে! সেই দৃশ্য দেখিয়া হঠাৎ সে নিজেকে কি রকম অসহায় মনে করিয়া উঠিল—যেন সে এক কঠিন পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা। এক অপূর্ব্ব অসহায়তায় তাহার মন

উদ্বেল হইয়া উঠিল। এম্‌মার দিকে চাহিয়া সকরুণভাবে সে বলিয়া উঠিল!

—লক্ষ্মীটি, একটা চুমু দাও! কাছে এস!”

রাগে লাল হইয়া এম্‌মা চীৎকার করিয়া উঠিল—আমাকে একলা থাকতে দাও! যাও!

বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া চার্লস বলিয়া উঠিল,—সে কি কথা! কি হয়েছে তোমার! ছিঃ, মাথা গরম করে না! তোমার কি ভাবনা! তুমি তো জান, তোমাকে কত ভালবাসি আমি!

অসহ্য!

—বলিয়াই সে দ্রুত চেয়ার ছাড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বাহির হইবার সময় এত জোরে দরজা বন্ধ করিল যে, তাহার ধাক্কায় টেবিল হইতে কাঁচের ফুলদানিটী মাটীতে পড়িয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া গেল।

চার্লস অবাক হইয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল, সে কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিল না যে এম্‌মার কি হইল। বহুক্ষণ চিন্তার পর তাহার মনে হইল, নিশ্চয়ই কোন কঠিন স্নায়ুর পীড়া স্বরু হইয়াছে। এই সব ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ ছোট ছেলের মত সে কাঁদিয়া উঠিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার চারিদিকে যেন দুষ্ট-গ্রহেরা অভিশাপ ছড়াইয়া বেড়াইতেছে!

সেই রাত্রিতে রুডল্‌ফ্ বাগানে আসিয়া দেখে, যে তাহার জন্য এম্‌মা অপেক্ষা করিতেছে। উষ্ণ আলিঙ্গনের মধ্যে, সূর্য্যোদয়ে তুষারের মত, গতদিনকার সমস্ত ভুল-বোঝাবুঝি কোথায় মিলাইল গেল।

আবার নূতন করিয়া তাহাদের প্রেম সুরু হইল। ইদানীং দিনের বেলাতেই, এম্‌মা তাহাকে প্রায় চিঠি লিখিত। চিঠি লিখিয়া বাড়ীর ঝি-কেই ডাকিয়া বলিত, এই যা, দিয়ে আয়। চিঠি লইয়া সে ছুটিত। কিছুক্ষণ পরেই রুডল্‌ফ্‌ আসিয়া উপস্থিত হইত।

এম্‌মা শুধু একটী কথা তাহাকে বারে বারে বুঝাইতে চাহিত—তাহার ভাল লাগে না! তাহার সংসার, স্বামী, জীবন সমস্তই অসহ্য বোধ হইতেছে।

একদিন বিরক্ত হইয়া রুডল্‌ফ্‌ বলিয়া উঠিল, তাতে আমি কি করিতে পারি বল?

মাটিতে তাহার দুই হাঁটুর মাঝখানে সে বসিয়াছিল। শূন্যের দিকে দুই চোখ তুলিয়া সে বলিল, হায়! যদি তুমি শুধু···

...কী?

...অন্য কোথাও দুজনে...যেখানে হোক্‌!

হাসিয়া রুডল্‌ফ্‌ বলিয়া উঠিল, সত্য নাকি? মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তোমার দেখছি!

এম্‌মা উচ্ছ্বসিত হইয়া সে সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া চলিত। রুডল্‌ফ্‌ সেই সময় চুপ করিয়া করিয়া বসিয়া থাকিত, যেন সে কিছুই শুনিতে পাইতেছে না।

যত দিন যাইতে লাগিল, তাহার স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা তত তীব্র হইতে লাগিল, এবং সেই বিতৃষ্ণা যত তীব্র হইতে লাগিল, রুডল্‌ফের প্রতি আকর্ষণও তত বাড়িয়া চলিল। একজনের নিকট হইতে যতটুকু সে দূরে সরিয়া আসে, আর একজনের নিকট সে ততটা

আগাইয়া পড়ে। রুডল্‌ফের সঙ্গে নতুন করিয়া এই মেলামেশার পর হইতে চার্লসকে তাহার আরও কুৎসিত মনে হইত—হাতের ময়লা নখগুলো আরও বেশী করিয়া চোখে পড়িত, ঢলঢলে ময়লা পোষাকে অলস দেহ-ভঙ্গীটুকু আপনা হইতেই মনে বিরক্তি জাগাইয়া তুলিত। স্বামীর স্ত্রীরূপে সংসারে চলিতে ফিরিতে মনে মনে সে রুডল্‌ফের রূপ ও বলিষ্ঠ ভঙ্গীর কথা স্মরণ করিত। তাহারই জন্য সে হাতের নখ গোল করিয়া কাটিত, তাহারই জন্য সে প্রতিদিন অপরাহ্ণে অতি সযত্নে মুখের প্রসাধন করিতে বসিত—প্রসাধন শেষ হইলে সেমিজের এক কোণে সযত্নেরক্ষিত রুমালে একটু গন্ধ মাখিয়া লইত। রুডল্‌ফ আসিতেছে, জানিতে পারিলে সে আগে হইতে ঘরের ফুলদানিটি ঠিক করিয়া রাখিত, ঘরটী গুছাইয়া পরিষ্কার করিত, রাজা আসিতেছে মনে করিয়া সেকালের বসন্তসেনাদের মত নিজের দেহটীকে সাজাইয়া রাখিত।

বাড়ীর আসবাব-পত্র ক্রমশঃ বদলাইয়া যাইতে লাগিল। সেই সঙ্গে এম্‌মার পোষাকও বদলাইতে সুরু করিল। যে দরজী সেই সব পোষাক জোগাইত. টাকার তাগাদা প্রথম প্রথম সে আদৌ করিত না। এমনভাবে জিনিষগুলি রাখিয়া যাইত যেন, তাহার জন্য কোন দামই সে চায় না।

একদিন সে প্যারিসের এক দোকানের ক্যাটালগ লইয়া আসিল। এম্‌মা পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিল একটী বেশ সৌখিন চাবুক বিক্রী হইতেছে; কয়েকদিন পরে এম্‌মা দেখিল, লোকটী সেই চাবুকটী লইয়া উপস্থিত।

—অনেক কষ্টে প্যারিস থেকে আপনার জন্যে এটা আনালুম!

সেটী সে রাখিয়াই চলিয়া গেল। এম্‌মা অনেকদিন ধরিয়া ভাবিতেছিল

রুডল্‌ফকে কি উপহার দেওয়া যায়। চাবুকটী দেখিয়া স্থির করিল যে রুডল্‌ফকে সে উপহার দিবে।

ইহার কয়েকদিন পরে লোকটি দুশো সত্তর ফ্রাঙ্কের এক বিল লইয়া উপস্থিত। সর্ব্বনাশ! এত টাকা কোথায়? ইদানীং তাহার পোষাকে পরিচ্ছদে বাজারে বেশ কিছু ধার পড়িয়া গিয়াছিল। বাড়ীর চাকর-বাকরের মাইনে বাকী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

লোকটী ক্রমশঃ জোর তাগাদা সুরু করিল। নানারকম অছিলায় এম্‌মা প্রত্যহ তাহাকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেয়। কিন্তু একদিন সে আর শুনিল না। বলিল,

—হয় টাকা দিন, নয় জিনিস ফিরিয়ে দিন!

এম্‌মা যেন একটা সুযোগ পাইল। রাগিয়া বলিয়া উঠিল, নিয়ে যাও তোমার জিনিস্।

—আহা রাগ করেন কেন? আমি তো অন্য কিছুর দাম এখন চাইছি, না! সেই চাবুকটার দামটা শুধু চুকিয়ে দিন! নইলে সেটা ফেরত দিন সেটা আমি অন্য জায়গায় গচাতে পারবো! না হয় বলুন, আপনার স্বামীকে বলি, দামটা চুকিয়ে দিতে!

এম্‌মা চমকাইয়া উঠিল!

বলিল, না, খবরদার না! তাঁকে এ সম্বন্ধে কিছুই জানাতে পারবে না!

লোকটী একটু মৃদু হাসিল মাত্র! যাইবার সময় শুধু বলিয়া গেল, আচ্ছা, যা হয় একটা ব্যবস্থা করবেন শিগ্‌গির! কি আর করি বলুন!

এম্‌মা মহা দুর্ভাবনায় পড়িল। কি করিয়া দরজীর হাত হইতে সে রক্ষা

পায় ! যদি সে সেই ছড়ির কথা চার্লস্‌কে বলিয়া দেয় ! হঠাৎ এতগুলি টাকাও বা সে পাইবে কোথায় ? এমন সময় একদিন একটি ছোট্ট কাগজের প্যাকেট লইয়া চার্লসের এক রোগী আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তার তখন বাড়ী ছিল না। এম্‌মার হাতে সেটা দিয়াই সে বিদায় লইল। যাইবার সময় বলিয়া গেল—যৎসামান্য পারিশ্রমিক !

ঘরে লইয়া খুলিয়াই দেখে, তাহাতে পনেরোটা নেপোলিয়ান রহিয়াছে। ডাক্তারের প্রাপ্য ভিজিট। এমন সময় সিঁড়িতে ডাক্তারের পায়ের শব্দ হইতেই এম্‌মা তাড়াতাড়ি টাকাগুলি লুকাইয়া ফেলিল।······

পরের দিন দরজী আসিতেই এম্‌মা নামিয়া আসিল।

—আপনি যদি নগদ টাকা এখন না-ই দিতে পারেন, আমার এক প্রস্তাব......

—এই নিয়ে যাও তোমার টাকা !

এই বলিয়া গুনিয়াগুনিয়া চোদ্দটা নেপোলিয়ান তাহার সামনে ধরিয়া দিল।

দরজী তো অবাক্‌ !

—না, আপনি মনে করবেন না যে আমি, কি বলে, তাগাদা করে আপনার মত লোকের কাছ থেকে···

এম্‌মা কোন কথাই শুনিল না। আপদ বিদায় করিতে পারিলে সে বাঁচে। টাকা লইয়া সে চলিয়া গেলে এম্‌মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। নিশ্চয়ই, ছড়ির ব্যাপার লইয়া সে আর কোন কথা তুলিবে না ! কেন তুলিবে ? তাহার সমস্ত দাম তো মিটাইয়া দেওয়া হইল ?

এম্‌মা সেই রুপো-বাঁধানো ছড়িটি ছাড়া আরও অনেক উপহার রুডল্‌ফ্‌কে দিয়াছিল, রুডল্‌ফ্‌ লইতে চায় নাই। তাহার নিকট হইতে এই-

ভাবে উপহার লইতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইত। কিন্তু না লইয়া উপায় থাকিত না। আবদারে এম্‌মা ছিল ঘোরতর অত্যাচারী।

শুধু উপহার নয়, এম্‌মা এমন সব প্রস্তাব করিত, যাহা রুডল্‌ফের কাছে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য এবং বিচিত্র বলিয়া মনে হইত।

একদিন সে বলিয়া বসিল—ঠিক যখন মাঝ-রাত হবে, ঘড়িতে বারোটা বাজবে, আমার কথা তখন রোজ মনে করতে হবে!

কিছুদিন পরে যখন এম্‌মা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিত যে, ঠিক রাত বারোটার সময় তাহাকে স্মরণ না করিয়া সে অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অভিমানের আর শেষ থাকিত না।

—তোমাকে বলতে হবে, তুমি আমাকে ভালবাস কি না?

—হাঁ গো হাঁ, বাসি!

—খুব?

—হাঁ গো হাঁ, খুব!

—আর কোনও মেয়েকে এর আগে তুমি ভালবাস নি?

রুডল্‌ফ্ হাসিয়া উঠিত।

—তোমার সঙ্গে যখন আমার দেখা হলো, তখন আমাকে যিশু খৃষ্টের পার্শ্বচর ভাববার তোমার কি কারণ ছিল?

সেই রূঢ় সত্য সে সহ্য করিতে পারিত না। কান্নায় ফাটিয়া পড়িত। তখন রুডল্‌ফ্‌কে আবার নানারকম স্তোক-বাক্যে তাহাকে শান্ত করিতে হইত।

একটু শান্ত হইলে, অশ্রু-নিরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিত, তোমার আর কি! তুমি তো জানো আমি তোমায় ভালবাসি! কতখানি ভালবাসি! যখন

একলা বসে থাকি, তখন তোমার কথা মনে পড়লেই, মনে হয়, তুমি কোথায়, কি করছো? মনে মনে ভাবি, হয়ত আমার চেয়ে সুন্দরী কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছো, তাকে আদর করছো……তা নয়, না? আমার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে হয়ত তুমি অনেক দেখতে পারো, কিন্তু আমার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসে?...কখনই না! হতে পারে না। আমি তোমার দাসী, সেবিকা, রক্ষিতা! তুমি আমার প্রভু! আমার রাজা!

রুডল্‌ফ্‌ ঠিক এই সব কথা এতবার শুনিয়াছিল যে, তাহার কাছে উহা সম্পূর্ণ অর্থহীন প্রলাপ বলিয়া মনে হইত। এম্‌মার পূর্ব্বে রুডল্‌ফ্‌-এর জীবনে যাহারা আসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, এম্‌মা, ঠিক তাহাদেরই মত আর একজন। পরিধেয় বস্ত্র যেমন ব্যবহারে জীর্ণ মলিন হইয়া আসে, রুডল্‌ফের কাছে তেমনি আর একটি নতুন নারীর পরিচয় জীর্ণ মলিন হইয়া আসিতেছিল। কামনার সেই এক তৃপ্তির অনন্ত পুনরাবর্ত্তন আর তাহার আনুসঙ্গিক সেই বাঁধা বুলি! বহু নারীর সহিত রুডল্‌ফ্‌ পরিচিত হইলেও, সে একটি কথা জানিত না যে, সব সময়ে একই কথা একই মনের ভাব প্রকাশ করে না। যেহেতু ঠিক এই সব কথাই জীবন-নিশীথের ক্ষণিক-বধূদের মুখে সে বহুবার শুনিয়াছে, অতএব আজ যখন এম্‌মার মুখে ঠিক সেই সব কথারই পুনরাবৃত্তি সে শুনিল, সে ধরিয়া লইল, সেই সব কথারই মত ইহাও নিরর্থক।

ইতিমধ্যে একদিন এম্‌মার শাশুড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্র-বধুকে একে তিনি দেখিতে পারিতেন না, তাহার উপর এবার আসিয়া পুত্রবধুর ভাব-ভঙ্গী চলন-বলন দেখিয়া তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

সামান্য সামন্য ব্যাপারে দুইজনে সংঘর্ষ বাধিয়া যাইত, এবং এম্‌মা

ইদানীং এতদূর সাহসী হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে কাহারও মুখ চাহিয়া কথা বলিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিত না।

কয়েকদিনের মধ্যেই পুত্রবধূকে অভিশাপ দিতে দিতে তিনি চলিয়া গেলেন।

সেইদিন রুডল্‌ফের সঙ্গে দেখা হইতেই এম্‌মা কাঁদিয়া পড়িল। নিজের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বাসে সে নিজের সাংসারিক জীবনকে কল্পনায় যতখানি তিক্ত মনে করে, তাহাকে বাস্তব অনুমান করিয়া, নিজের ইচ্ছামত বাড়াইয়া, কাঁপাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিল।

—আমাকে তুমি বাঁচাও, আমি চার বছর ধরে অপেক্ষা করেছি। আর পারি না। আমাকে বাঁচাও।

সে একেবারে রুডল্‌ফের দেহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সমস্ত মাথাটা তাহার মুখের উপর রাখিয়া সে উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করিতেছিল,—যে উত্তর সে শুনিতে চায়, সেই উত্তরটী মুখ হইতে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে যেন সে চুম্বনে লুফিয়া লইবে।

রুডল্‌ফ্‌ বিমূঢ় হইয়া বলে—কিন্তু কি ক'রতে পারি, বল?

—আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল—যেখানে খুসী......তোমার পায়ে পড়ি......

—কিন্তু......

—কি?

—তোমার মেয়েটি?

এম্‌মা সহসা যেন থমকাইয়া গেল। তারপর মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিল,

—তাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব!......

রুডল্‌ফ আসিলেই সে সেই এক কথাই পাড়িত।

—ওঃ, যেদিন গাড়ীতে উঠবো……ভাবতে পারো কি আনন্দ·

……তুমি জান, আমি বসে বসে দিন গুনি। তুমি?……

এম্‌মাকে এত সুন্দর আর কখনও দেখায় নাই। যেদিন মানুষের অন্তরের সঙ্গে তাহার বাহিরের জগতের সম্পূর্ণ সঙ্গতি হইয়া যায়, যেদিন সে বুঝিতে পারে, অন্তর যাহা কামনা করিয়াছে, তাহাই সে পাইয়াছে, সে জয়ী, সে দিন তাহার সর্ব্বদেহে একটা অপূর্ব্ব জয়-ঘোষণা জাগিয়া উঠে—সে-রূপ বর্ণনার অতীত! তাহার কামনা তাহার বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার নিত্যনবনব সুন্দর প্রতিদিন ধীরে ধীরে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে, যেমন করিয়া প্রকৃতি মাটীর রস দিয়া, বৃষ্টি দিয়া, তপ্ত সূর্য্যকিরণ দিয়া ধীরে ধীরে কুসুম-কোরককে ফুটাইয়া তোলে—আজ কোরক-জীবনের শেষ-প্রান্তে পরিপূর্ণ শতদলের মত সে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চোখের পাতার কোণটী এমন ঈষৎ বাঁধিয়া উঠিয়াছে যেন তাহা না হইলে তাহার সেই কামনাতুর উদাস দৃষ্টির আবেদনটুকু সজীব হইয়া উঠিত না;—আঁখি-তারকা যেন স্বপ্ন নীহারিকায় ডুবিয়া আছে; নিশ্বাস লইতে গেলে, দুই ঠোঁটের দুইদিকে ঈষৎ ফুলিয়া ওঠে—প্রখর-আলোকে সেই ওষ্ঠের উপর, নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে পরাগ-কোমল রোমরাজির অতি কোমলরেখা—, স্কন্ধ বাহিয়া পিঠে বেণী ঝুলিয়া আছে যেন কোন্ মনোহারী শিল্পী নিজের হাতে সেই কেশগুচ্ছকে এইমাত্র সেইভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কণ্ঠস্বর, দেহ-রেখার সঙ্গে সঙ্গে সুডৌল কোমল হইয়া আসিয়াছে। প্রভাতে অরণ্যে

প্রবেশ করিলেই যেমন এক বন্য সুরভি মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তেমনি তাহার সামনে উপস্থিত হইলেই, মনে হইত, তাহার দেহ হইতে, তাহার পোষাকের প্রত্যেকটী ভাঁজের ভিতর হইতে যেন কি এক আকর্ষণী সুরভি বাহির হইতেছে। প্রথম বিবাহের রাত্রিতে চার্লস যে বিমুগ্ধ দৃষ্টি লইয়া এম্মাকে দেখিয়াছিল, তেমনি বিমুগ্ধ আনন্দে সে এম্মার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল।

সারাদিন গ্রামে গ্রামান্তরে রোগী দেখিয়া যখন গভীর রাত্রিতে সে বাড়ী ফিরিত, দেখিত, শয্যায় এম্মা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে আর তাহাকে জাগাইত না—জাগাইতে পারিত না। পোর্সিলেন ল্যাম্পের আলো হাওয়ায় কাঁপিতে থাকিত—তাহার ছায়া দেওয়ালে দেওয়ালে নীরবে কাঁপিত। চার্লস দাঁড়াইয়া দেখিত। পাশে আর একটি ছোট্ট খাটে তাহার শিশু কন্যা বার্থা ঘুমাইয়া থাকিত। চার্লসের মনে হইত যেন তাহার ছোট ছোট নিশ্বাসের যাওয়া-আসার শব্দগুলি পর্য্যন্ত সে শুনিতে পাইতেছে। আর কিছুদিন পরে সে বড় হইয়া উঠিবে—এক ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে সে একটু একটু করিয়া নতুনতর হইবে। আপনার মনে ভাবিতে ভাবিতে সে কল্পনায় দেখিত বার্থা বড় হইয়াছে, স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিতেছে, মুখে হাসি, ফ্রকে কালী মাখানো, বগলের ভিতর দিয়ে বই-এর বাণ্ডিল পিঠে ঝোলান, দিনান্তে সে স্কুল হইতে ফিরিতেছে। তারপর সে আরও বড় হইয়াছে। এখন তো বোর্ডিং-এ পাঠাইতে হইবে! এবং রীতিমত খরচ লাগিবে? কোথা হইতে সে খরচ আসিবে? হঠাৎ তাহার ভাবনা দুর্ভাবনায় পরিণত হইয়া যায়। কি করিয়া কোথা হইতে সে টাকা আসিবে! যদি সে একটা ছোট খাট 'ফার্ম্ম'

খোলে এখন থেকেই……মন্দ কি? রোজ সকাল বেলা রোগী দেখিতে যাইবার মুখে একবার করিয়া তদারক করিয়া আসিবে…মাসে যাহা কিছু আয় হ'ক, সেভিংস ব্যাঙ্কে জমাইয়া রাখিবে…সে টাকাতে সে আর হাত দিবে না…কিছু টাকা জমিলে, বেশ দেখিয়া শুনিয়া কোন ভাল কোম্পানীর কিছু শেয়ার কিনিবে…তাহা ছাড়া পসারও তখন তো এখনকার মত থাকিবে না…চার্লস একান্ত মনে তাহাই আশা করে, তাহা না হইলে বার্থার পড়ার চার্জ্জ কোথা হইতে আসিবে? তারপর একদিন দেখিতে দেখিতে সে পনেরো ও আসিয়া পড়িবে ··ঠিক তাহার :মার মত অমন সুন্দর সে-ও হইবে…কল্পনায় সে দেখে বাতির মৃদু আলোয় বসিয়া বার্থা একমনে তাহার জন্য জামা বুনিতেছে…বাড়ীর চারিদিকে কলরব করিয়া বেড়াইতেছে…সেই অনাগত দিনের চঞ্চল চরণ-ধ্বনি যেন সে আজই সেই নিশীথে শুনিতে পাইতেছে…

কিন্তু এম্‌মা ঘুমাইত না। সে ঘুমের ভাণ করিয়া শুইয়া থাকিত। চার্লস যখন ধীরে ধীরে তাহার পাশে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সে জাগিয়া অন্য আর এক স্বপ্ন-জগতে বিচরণ করিতে যাইত—

সে আপনার মনে ভাবিত, সে আর তাহার রাজকুমার ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে—চারটি শাদা শাদা বলিষ্ঠ ঘোড়া, সপ্তাহ কাল ধরিয়া তাহাদের দুইজনকে লইয়া চলিয়াছে…দূরে দূরান্তরে, এক নতুন দেশে। গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ছাড়াইয়া তাহারা চলিয়াছে—দুজনার হাত দুজনার হাতে বাঁধা—কাহারও মুখে কোন কথা নাই…

একদা সন্ধ্যাবেলা এক সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের নীচে ছোট্ট একটি গ্রামে তাহাদের যান আসিয়া থামিল…তাহার একটি গণ্ডোলা ভাড়া করি-

য়াছে...তারা খচিত আকাশের নীচে গণ্ডোলায় তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে...

এমন সময় হয়ত চার্লস ঘুমের ঘোরে জোরে কাসিয়া বা নাক ডাকিয়া উঠিত, কিংবা বার্থা কাঁদিয়া উঠিত...দেখিতে দেখিতে আবার ভোরও হইয়া আসিত...স্থির হইল, পরের মাসেই তাহারা দুইজনে পালাইয়া যাইবে। রুয়েঁতে বাজার করিবার অছিলায় প্রথম এমমা চলিয়া যাইবে, রুডলফ সেখান হইতে তাহাকে লইয়া যাইবে।

এখানকার জমি-জমা কাজ-পত্র সমস্ত গুছাইয়া লইতে রুডলফের দিন পনোরা লাগিবে কিন্তু দেখিতে দেখিতে দশ বারো দিন চলিয়া গেল...রুডলফের তখন ও অনেক কাজ বাকি...আরো পনেরো দিন...এমনি করিয়া যাইব যাইব করিতে করিতে সে মাসটীও চলিয়া গেল...

এমমা এবারে একেবারে দিন স্থির করিয়া ফেলিল, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার...

যাবার আর মাত্র দুই দিন বাকি। শনিবার, তারপর রবিরার... তারপরই ৪ঠা সেপ্টেম্বর, সোমবার...

এমমা অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, সমস্ত ঠিক ঠাক্ তো?

রুডলফ শুধু বলে, হাঁ!

সেদিন বাগানে দুইজনে পাশাপাশি বেড়াইতে বেড়াইতে এমমা বলে, কিন্তু ও-রকম মুখভার করে আছ কেন?

—কে বল্লে! কই না!

কিন্তু সেদিন বিষণ্ণ না হইলেও, তাহার মনে শান্তি ছিল না। তাহার মুখের স্তম্ভিত স্থির রেখা স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছিল যে তাহার মন আর

যেখানেই থাকুক্, তাহার একান্ত নিকটে যে প্রাণীটি তাহাকে নির্ভর করিয়া বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার উপর নাই।

এমমা বুঝিতে পারে না, এমন আনন্দের লগ্নে, যে লগ্নকে সে নিজেই সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে, রুডল্ফ্ কেন এত উদাসীন, বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক।

তাহার ভাল লাগে না। বারবার জিজ্ঞাসা করে, হাঁ গা বল না কেন অমন করে আছ? চলে যেতে মন কেমন করছে, না?

আপনার মনেই সে বলিয়া চলে, তা মনে করো না যে আমি বুঝিনা... বুঝি গো বুঝি...এতদিনের এত সব পরিচয়···লোকজন ঘর-বাড়ী ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন করছে...কিন্তু আমার...আমার নিজের বলে পৃথিবীতে কিছু নেই···আমার কাছে আমার পৃথিবী, আমার সব কিছু... তুমি···শুধু তুমি···

তাহার বেদনায় সান্ত্বনা দিবার জন্য এমমা বলে, আমি হব তোমার নতুন ঘর-বাড়ী···যা তুমি এখানে ফেলে চলেছ আমার জন্যে···আমি সে সব ভরিয়ে তুলবো তোমার জীবনে...আমার ভালবাসা দিয়ে ..

এমমার হাতখানি হাতে তুলিয়া লইয়া রুডলফ্ বলে, সত্যি কি অপূর্ব্ব সুন্দর তুমি!

এমমার সমস্ত দেহ যেন হাসির তরঙ্গে ফাটিয়া পড়ে।

—সত্যি সত্যি বলছো তুমি...বল, তুমি বল...শপথ করে বলো তুমি আমাকে ভালবাস...আমাকেই শুধু ভালবাস...

—ভালবাসি কিনা জিজ্ঞাসা করছো? আমি যে তোকে পূজো করি... তুই যে আমার...একান্ত আমার···

মাঠের ওপারে ধরণীর প্রান্ত-সীমায় তখন চাঁদ উঠিতেছিল...রক্তবর্ণ

...পরিপূর্ণ...পূর্ণচন্দ্র...নীরবে নির্জন নদীর ধারে রাত্রি নামিয়া আসিতেছিল...অরণ্যের সুরভিতে সিক্ত...স্বপ্নাবিষ্টের মত তাহারা দুইজনে কখন নীরব হইয়া গিয়াছিল, দুইজনেই তাহা লক্ষ্য করে নাই... বহুক্ষণ পরে রুডলফ্ই প্রথম কথা বলিল।

এমমা কি সুন্দর রাত্রি!

রাত্রির ঘন-অন্ধকারে নদীর ওপারের দিকে চাহিয়া এমমা বলে, এমনি বহুরাত্রি সামনে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে!

হঠাৎ আবার তাহার মনের সামনে তাহার কল্পনার কল্প-লোকের দ্বার খুলিয়া যায়। যেন আপনার মনেই সে বলিয়া চলে, কোথাও এক জায়গায় বেশী দিন থাকবো না...ঘুরে ঘুরে বেড়াব...

তারপর কি মনে করিয়া সে আপনিই নীরব হইয়া যায়। যেন সেই অদূর ভবিষ্যতের কামনার কল্প-লোক হইতে কোন অস্পষ্ট আশঙ্কার ক্ষীণ ছায়া আসিয়া পড়ে...নিজের মনের সঙ্গে সে বোঝাপড়া করে... কিন্তু কেন এ আশঙ্কা? বল না? যা কিছু জানা, যা কিছু পরিচিত, তা সব ছেড়ে চলে যেতে হবে বলেই কি এ আশঙ্কা? না...এ অন্য কিছু...

হঠাৎ নিজের এই আশঙ্কার কথা এমন ভাবে রুডলফের কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলাতে, সে নিজে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, বলে,

—তুমি রাগ করলে? আমায় ক্ষমা কর...আমি আর বলবো না...

যেন সুযোগ পাইয়া রুডলফ স্থির কণ্ঠে বলে, এখনো ভেবে দেখ,.... এমমা...এখনো সময় আছে...পরে যেনএর জন্যে অনুতাপ না করতে হয়...

এমমার মনে জাগে, যৌবনের বঞ্চিত দিনের সঞ্চিত আগ্রহে পড়া জগতের সব প্রেম-নায়িকাদের কাহিনী...

সোজা ঘাড় তুলিয়া সে বলে, না, না, কক্ষনো না! অনুতাপ করবার মত কি হতে পারে আমার? জগতে এমন কোন মরুভূমি নেই, যা তোমার সঙ্গে পার হতে না পারি, এমন কোন সাগর নেই যা, তুমি যদি পাশে থাক, ভয় করতে পারি···তুমি আর আমি—আমি আর তুমি .. আমাদের দুজনের মিলিত জীবন বর্ম্মের মত আমাদের আগলে থাকবে... আমরা দুজনে একলা এমনি চলবো নিরবধিকাল...

মাঝে মাঝে শুধু রুডলফ্ সায় দিয়া বলে, হাঁ, তা সত্যি...তা বটেই তো ..

এমমার বড় বড় চোখ ছাপাইয়া জল ঝরিয়া পড়ে...শিশুর মত বিশ্বাসে সে শতবার রুডলফের নাম ধরিয়া ডাকে...

—রুডলফ্...রুডলফ্···আমার রুডলফ্···

সহসা মধ্যরাত্রির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল।

এমমা সচকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, আর মাত্র একটা দিন! আজ আর নয়...

রুডলফ্ ফিরিয়া দাঁড়াইল। রাত্রির মত বিদায় লইতে হইবে ..

হঠাৎ এমমার মনে পড়িয়া গেল—

—পাসপোর্ট! পাসপোর্ট নিয়ে রেখেছ তো?

—হাঁ!

—দেখ, ভাল করে মনে করে দেখ, কিছু ভোলোনি তো?

—না!

—ঠিক করে ভেবে দেখ!

—না, গো না !

—তা হলে হোতেল গু প্রোভেন্সে . তাই না...ঠিক বারোটার সময় তুমি আসবে ··কেমন ?

রুডলফ অন্ধকারে শুধু ঘাড় নাড়িল। এমমা বিদায় আলিঙ্গন হইতে নিজেই রুডলফ্কে মুক্ত করিয়া দিল। দাঁড়াইয়া দেখিল... রুডলফ্ ফিরিয়া যাইতেছে...

ক্রমশ অন্ধকারে নদী-তীরে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চলিয়া আসিবার পর রুডলফ ফিরিয়া দাঁড়াইল ..দেখিল, অন্ধকারে শ্বেত প্রেতমূর্ত্তির মত এমমা ছুটিয়া চলিয়াছে...

তাহার দেহ এত জোরে কাঁপিতেছিল যে সে একটা গাছে কিছুক্ষণ ভর দিয়া দাঁড়াইল...সে স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিল সেই নির্জ্জন নদী তীরে তাঁহার দেহে নিরুদ্ধ হৃদয়ের দ্রুত-স্পন্দন...

আলিঙ্গন মুক্ত হইয়া এমমা চলিয়া গিয়াছে, ভাবিতেই একবার সে নিজেকে নিজে ধিক্কার দিল...কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল...ভালই হইয়াছে...ঐ কথার পুঁটলীকে নিয়ে আজীবন বয়ে বেড়ানো... অসম্ভব।

বাড়ী ফিরিয়া সে কাগজ কলম লইয়া বসিল। ড্রয়ার হইতে এক তাড়া পুরাণো চিঠি বাহির করিল...তাহার যৌবনের স্বেচ্ছাচারিতার এক একটী স্মরণ-চিহ্ন···কত বিভিন্ন সব হাতের লেখা...কত বিভিন্ন রকমের সব বানানের ভুল···

দুই আঙ্গুলে সেগুলিকে তুলিয়া ধরিয়া মেঝের ওপর ফেলিয়া দিল... অতীতের আবর্জ্জনা...

তারপর লিখিতে বসিল...

এমমা,

তোমার কল্যাণের জন্যই, তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। * * তুমি আমাকে ভুল বুঝিও না...আমি চাই না তোমার মত দেবীকে আমার সঙ্গে জীবনের আবর্ত্তে টানিয়া লইয়া যাইতে ... আমি তোমাকে জীবনে ভুলিব না ... ভুলিতে পারিব না ... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কি করিয়া হরিণীকে ফাঁদে আনিয়া নিজে সেই ফাঁদ হইতে সরিয়া পড়া যায়, তাহার ভাষা রুডলফের বহু অভিজ্ঞতার ফলে আয়ত্ত ছিল... রুডলফ জানিত, কি ভাবে ভাষার আড়ালে পালাইয়া আসা যায় অথচ প্রেম ও সেই সঙ্গে গোপন সুযোগ-সুবিধার পথ খোলা রাখা যায়...

...আমি একাই চলিলাম এই বিরাট পৃথিবীর পথে...একা সম্পূর্ণ একা...

রুডলফ জানিত কিছু দিন গা ঢাকা দিয়া থাকিলেই সব সারিয়া যায়।

... আমার কামনার অপরাধের জন্যে এই আত্মনির্ব্বাসনের শাস্তি আমি নিজেই বরণ করিয়া লইলাম ... তুমি হয়ত জানিতে চাহিবে, কোথায় যাইতেছি ··· আমি নিজে তাহা জানি না ... আমার মাথার ঠিক নাই ... আমি কি লিখিতেছি ··· বিদায়, বিদায় ... যদি পার, এ অভাগার জন্য তোমার অন্তরে একটু ঠাঁই রাখিও ... তোমার ছেলে বড় হইলে তাহাকে আমার নাম বলিও, যেন সে তাহার প্রার্থনায় এই সঙ্গীহারা হতভাগ্যের জন্যে প্রার্থনা করে ··· বিদায়, বিদায় ··· এম্‌মা... হে স্বর্গের দেবী ···

... যখন এই চিঠি তুমি পড়িবে তখন আমি তোমার নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছি ... সুতরাং আমার সন্ধান লইবার কোন চেষ্টা করিয়া তোমার কোন লাভ নাই ... হয়ত আবার এক দিন দেখা হইবে ... কবে, কোথায়, কে বলিতে পারে ... তখন যেন আজিকার দিনের কথা তেমনি দুজনে বসিয়া নিস্পৃহ ভাবে আলোচনা করিতে পারি ...

আজ বিদায় ! ...

*   *   *   *

রুডলফের ভৃত্য পত্রখানি এম্মার হাতে দিয়া আসিল। ভৃত্যকে সে শিখাইয়া দিয়াছিল, যদি জিজ্ঞাসা করে আমি কোথায়, বলবি, আমি চলে গিয়েছি !

চার্লস তখন বাড়ীতেই ছিল। চিঠিটা লইয়া এমমা দ্রুত চাকরটীকে বিদায় করিয়া দিল। কিন্তু চিঠির ভিতর কি আছে? তাহার বুকের ভিতর হইতে হৃদ্‌-পিণ্ড যেন খসিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল।

কম্পিত হস্তে চিঠিটী ভাল করিয়া মুঠাতে লইয়া এম্মা তাড়াতাড়ি উপরের ঘরে আসিল। একবার চারিদিক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল, কেহ নিকটে আছে কি না! চিঠিতে কি আছে? আবেগে তাহার সমস্ত দেহ কাঁপিতেছিল। জানালা খুলিয়া দিয়া কম্পিত করে খামখানি খুলিয়া ফেলিল—তাহার বুকের মধ্যে কে যেন তখন হাতুড়ি পিটিতে-ছিল ... চিঠির অক্ষরগুলির ওপর চোখ পড়িতেই তাহার বুকের স্পন্দন দ্রুত বাড়িয়া চলিল ... এ-ও কি সত্য ?

নিস্পলক নেত্রে সে একবার চারিদিক দেখিয়া লইল ... তারপর যন্ত্র চালিতের মত সে জানালা দিয়া অর্দ্ধেক দেহ বাহির করিয়া নীচের

দিকে চাহিল··· মনে হইল, পৃথিবীর গভীর গহ্বর হইতে কে যেন তাহাকে টানিতেছে ... কে যেন ডাকিতেছে...এস, ··· বাহির হইতে সূর্য্যের রশ্মি তাহার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছিল ··· তাহার মনে হইতেছিল, সেই আলোর রশ্মি যেন রজ্জু হইয়া তাহাকে নীচের দিকে টানিতেছে ... এখনি সে পড়িয়া যাইবে ... বাইরের গাছ-পালা, মাঠ ঘাট সব যেন ঘুরিতে ঘুরিতে উপরের দিকে উঠিয়া আসিতেছে ··· চোখের সামনে সমস্ত অন্ধকার ... যেন সে মহাশূন্যে লাফাইয়া পড়িয়াছে ...

ভয়ে এম্‌মা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

কতক্ষণ পরে এমমা দেখে, কে যেন তাহাকে স্পর্শ করিল। চোখ চাহিয়া দেখে, দাসী ···

—মা, খাবার তৈরী ... কর্ত্তা টেবিলে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ...

এম্‌মা উঠিয়া নীচে টেবিলে চার্লসের পাশে আসিয়া বসিল। খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। হঠাৎ চিঠিটার কথা মনে পড়িল। তাহার কাছে তো নাই! যদি চার্লস্ দেখে! হয়ত বা চার্লস ইতিমধ্যেই সমস্ত জানিতে পারিয়াছে। জানিবেই বা না কেন? ভয়ে এম্‌মার সর্ব্ব শরীর ভিতর হইতে শুষ্ক হইয়া আসিল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ই চার্লস নিজেই বলিল, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, বুঝলে এম্‌মা, ... বোধ হয় রুডলফকে আমরা এখন কিছু দিন আর কাছে পাব না!

সচকিত ভাবে এমমা জিজ্ঞাসা করে, কে বল্লে তোমাকে সে কথা?

—আজ গাঁ থেকে ফেরবার মুখে শুনলাম ... এতক্ষণ হয়ত সে চলেই গিয়েছে!

এমমার বুকের ভেতর থেকে একটা ঝড় উঠিতেছিল ... সমস্ত দেহ ও মনের চেষ্টায় সে তাহাকে দমন করিল।

চার্লস আপনার মনে বলিয়াই চলিয়াছিল—তা এতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে, বল এম্‌মা! ও তো শুনি, এমনি মাঝে মাঝে প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে ... বড়লোক ... হাতে পয়সা আছে ... ওর একঘেয়ে জীবন ভাল লাগবে কেন? তা ছাড়া, এ সম্বন্ধে ও-র একটু বদ্‌নামও আছে ...

এমন সময় ঘরে চাকর আসিতে চার্লস্‌ থামিয়া গেল।

চার্লস একটা এপ্রিকট্‌ এমমার মুখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, কি চমৎকার! শুঁকে দেখ, কেমন সুন্দর গন্ধ ... খাও, খাও, লক্ষ্মীটী ...

—না, আমার ভাল লাগছে না ... পাছে চার্লস্‌ প্রশ্ন করে, তাহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তো সে একা থাকিতে পাইবে না, তাই এমমা নিঃশ্বাস আটকাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় বাহিরে একটা ঘোড়ার গাড়ী দ্রুত চলিয়া গেল। রাস্তার পাথরে গাড়ীর চাকায় আর ঘোড়ার ক্ষুরে যে শব্দ জাগিয়া উঠিল, এমমার তাহা পরিচিত। সে আর নিজেকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

যখন জ্ঞান হইল এমমা দেখে, তাহার চারিদিকে লোক ... ডাক্তার, হোমে ... বাড়ীশুদ্ধ সবাই গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ডাক্তারের হাতে স্মেলিং-শল্টের শিশি ... এমমা চোখ চাহিতেই চার্লস্‌ কাতর ভাবে বলিয়া উঠিল, এমমা ‥ লক্ষ্মীটী ... কথা বল ... কথা বল ... আমি চার্লস্‌ ... তোমারি চার্লস ... ও রকম করে

চেয়ে আছ কেন? চিনতে পারছো না মণি ... এই দেখ তোমার মেয়ে ... ও-কে কোলে নাও, কথা বল ...

মেয়েটী ছোট দুটী হাত বাড়াইয়া মার গলা আঁকড়াইয়া ধরিতে গেল। এমমা চীৎকার করিয়া উঠিল ... না, না, কেউ না ... কাউকে না ...

সে আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে উপরে তাহার বিছানায় লইয়া গেল ... বহুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর এমমা ঘুমাইয়া পড়িল। হোম্যে বিস্মিত হইয়া চার্ল্‌স্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, তা ডাক্তার, এবার কি করে ফিট্ হলো?

—কি জানি, কি করে হলো ... আমি এপ্রিকট খাচ্ছিলাম ... ওকে-ও একটা খেতে দিলাম ... বললাম, শুঁকে দেখ কি সুন্দর গন্ধ ... তার পরেই দেখি হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল ...

হোম্যে গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়া সে খুঁজিতেছিল এপ্রিকটের গন্ধের সঙ্গে স্নায়বিক বিকারের কোন বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ আছে কিনা এবং ভবিষ্যতে ডাক্তারকে এ বিষয়ে সূক্ষ্মতর দৃষ্টি রাখিবার উপদেশ দিয়া হোম্যে বিদায় লইল। যাইবার সময় ডাক্তারকে জানাইয়া গেল যে গন্ধের সহিত আমাদের স্নায়ুর যে সম্পর্ক আছে, সে সম্বন্ধে তিনি বহুদিন হইতে গবেষণা করিতেছেন, হয়ত ভবিষ্যতে ডাক্তারের কাছ থেকে এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সাহায্য পাইতে পারেন।

সেই যে এমমা শয্যা গ্রহণ করিল, এক মাস তেরো দিন আর সে

বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিল না। ডাক্তার এক মুহূর্তের জন্যও তাহার পাশ ছাড়িয়া যাইত না ... আহার, নিদ্রা, তাহার সমস্তই চলিয়া গিয়াছিল ... রুগীরা আসিয়া ফিরিয়া যাইত ... সে কাহারও সহিত দেখা করিত না, সর্ব্বদাই এমমাকে লইয়া সে ব্যস্ত হইয়া আছে . কখনও মাথায় জলের পটী দিতেছে...কখনও নাড়ী ধরিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া আছে... দশক্রোশ দূরে বরফ পাওয়া যায়...সেইখানেই রোজ সে বরফের জন্য লোক পাঠাইত···দশ ক্রোশ পথ আসিতে না আসিতে বরফ গলিয়া অধিকাংশ দিনই জল হইয়া যাইত ... সে আবার লোক পাঠাইত···আশে-পাশের বড় শহরে যত বড় ডাক্তার ছিল...সকলকে একে একে ফী দিয়া সে আনাইয়াছে ···হোমোর ডাক্তারখানা থেকে নিত্য শিশির পর শিশি ওষুধ আসিতেছে... এই একমাস তেরো দিন এমমা একটীও কথা বলে নাই ... পাশ ফিরাইয়া দিলে পাশ ফিরিয়াছে...তাহার দেহে যে কোনও যন্ত্রণা হইতেছে, তাহারও কোন লক্ষণ তাহার মুখ হইতে প্রকাশ পাইত না···যেন কোন্ এক অদৃশ্য আঘাতের ফলে তাহার দেহ ও মন একসঙ্গে অসাড় হইয়া গিয়াছে...

অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সে বিছানায় বালিসে ভর দিয়া বসিতে পারিল...যেদিন প্রথম সে পথ্য গ্রহণ করিল—দাঁত দিয়া রুটীর টুক্‌রা ছিঁড়িল—চার্লস্ আবেগের আতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিল...ধীরে ধীরে সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল...চার্লসের কাঁধে ভর দিয়া একটু একটু করিয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিল···প্রত্যহ বিকালে চার্লস তাহাকে লইয়া নীচের বাগানে পায়চারি করে...একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে তাহারা একটু বেশী দূরে গিয়া পড়িল···এমমার ক্লান্তি বোধ হওয়াতে চার্লস তাহাকে লইয়া একটা গাছের তলায় বসিল...সেইখানে বহুদিন রুডলফ

তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছে...চার্লস লক্ষ্য করে নাই কখন এমমার শরীর অবশ হইয়া আসিয়াছে...চার্লসের কাঁধে ভর দিয়া সে সেইখানেই আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল...বহুকষ্টে চার্লস তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিল · চার্লস ভাবিয়া পাইল না এমমার কি অসুখ হইয়াছে...এবার নানা রকমের নূতন উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল...কখন বুকে, কখন মাথায়, কখনও কোমরে সর্ব্বোপরি দেখা দিল, সকল ব্যাধির মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ ব্যাধি, অর্থাভাব।

এতদিন এমমাকে লইয়াই তাহার দিন কাটিয়া গিয়াছে, রোগী-পত্র প্রায় সব হাত-ছাড়া হইয়া গিয়াছে, নগদ রোজগার একদম বন্ধই হইয়া গিয়াছিল, ঘরে যাহা ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া কোন রকমে সে এমমার সেবা করিয়াছে এবং সংসার চালাইয়াছে। চারিদিকে ধার পড়িয়া গিয়াছে এবং পাওনাদারগণ কেহই আর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে চাহিতেছে না। হোম্যেদের ডিস্‌পেন্‌সারী হইতে ওষুধ আসিয়াছে, তাহার বিল পড়িয়া আছে—সব চেয়ে বিপদে ফেলিয়াছে, দরজী।

এমমার যখন অসুখের খুব বাড়াবাড়ি চলিতেছিল, সেই সময়, সে একরাশ জিনিস-পত্র এমমার নামে গছাইয়া দিয়া যায়, একটা বড় ট্রাঙ্ক, বিদেশ যাইবার ব্যাগ, একটা ওভার কোট, নানা রকমের জিনিস। চার্লস বহু চেষ্টা করিল, ফিরাইয়া দিতে। কিন্তু দরজী শুনিল না চার্লস ভাবিয়া পাইল না, এমমা কখন এই সব জিনিসের অর্ডার দিয়াছে, আর কেনই বা দিয়াছে...ফিরাইয়া দিলে যদি এমমা বিরক্ত হয়, সেই আশঙ্কায় চার্লস সেই সব অগত্যা রাখিয়া দিতে বাধ্য হয় কিন্তু এখন তাহার তাগাদায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে...নিরুপায় হইয়া চার্লস

তাহারই কাছে ধারের জন্য আবেদন করিল—এক হাজার ফ্রাঙ্ক.. দরজী বিলের পাওনা শুদ্ধ সমস্ত ধরিয়া লইয়া চার্লসকে দিয়া খত লিখাইয়া লইল এবং বাকি টাকা ধার দিল...

এধারে ক্রমশঃ এম্‌মা সারিয়া উঠিতে লাগিল··· তাহাকে সারা য়া তুলিবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই চার্লস করিল ... সারিয়া উঠিয়া হঠাৎ এম্‌মা ঘন ঘন গির্জ্জায় যাইতে আরম্ভ করিল···চার্লস রোগী ছাড়িয়া এম্‌মার সহিত গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘুরিতে লগিল...যদি তাহাতে তাহার মন ভাল হয়···হঠাৎ তাহার দান-ধ্যানে মন পড়িল...গরীব দুঃখীদের সে বস্ত্র বিলাইতে আরম্ভ করিল...চার্লস ধার করিয়া চালাইতে লাগিল...তবু'ও এম্‌মার মন যেন সর্ব্বদাই বিরূপ হইয়া থাকে...চার্লসের সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয়, কখন কোন্ সময় আবার সে ভাঙ্গিয়া পড়ে···

এই সময় চার্লসের বন্ধু-বান্ধবেরা তাহাকে পরামর্শ দিল যে, রুয়েতে একজন মস্তবড় অভিনেতা এসেছে...সেখানকার থিয়েটারে এখন মরশুম চলেছে···হয়ত অভিনয় দেখে এমমার মনে বৈচিত্র্যের আনন্দ লাগতে পারে...

কথাটা চার্লসেরও মন্দ লাগলো না!

এমমাকে লইয়া সে রুয়ে যাত্রা করিল।

* * * *

এমমা কল্পনাও করে নাই যে রুয়েতে থিয়েটার দেখিতে আসিয়া লিওঁ-র সহিত তাহার দেখা হইয়া যাইবে।

হঠাৎ অপেরা-গৃহের সেই আলো, লোক-জনও সঙ্গীতের মধ্যে লিওঁর সহিত যখন তাহার দেখা হইয়া গেল, সহসা কোথা হইতে তাহার প্রথম

যৌবনের মৃত-প্রায় দিনগুলি যেন মাথা তুলিয়া তাহার চোখের সামনে রূপালি পর্দ্দার মত ঝুলিতে লাগিল।

থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যাইবার আগেই তাহারা তিনজনে, লিওঁ, এমমা এবং ডাক্তার বোভারী রাস্তার ধারে উন্মুক্ত আকাশের তলায় এক কাফেতে গিয়া বসিলেন। দলে দলে বিচিত্র-বসন নর নারী প্রজাপতির মত ঘুরিয়া ফিরিতেছিল...

কথা আরম্ভ হইল...স্বভাবতই এম্‌মার অসুখের কথা আগে উঠিল... ডাক্তার সবিস্তারে তাহার বর্ণনা করিয়া চলিল...কেমন করিয়া কখন কি কি ভাবে তাহা দেখা দেয়...এম্‌মা কি ধৈর্য্যসহকারে সব সহ্য করিয়াছে... কবে কোন্ দিন্ কি রকম আশঙ্কায় কাটিয়াছে...একটীর পর একটী সে বলিয়া চলিল...যেন কোন পুরাণ বা কাব্যের কাহিনী সে বলিয়া চলিয়াছে ...এম্‌মা মাঝে মাঝে চার্লসকে বাধা দেয়...

তাহার কথা শেষ হইলে লিওঁ বলিতে আরম্ভ করে, কেমন করিয়া তাহার এই দুবৎসর রুয়েঁতে কাটিয়াছে...কোথায় কখন কি ভাবে চাকুরী জুটিয়াছে...ইত্যাদি

হঠাৎ তাহাদের সব কথা যেন ফুরাইয়া গেল। পথ দিয়া তখন যে সব দর্শক চলিতেছিল তাহাদের মুখে—এক কথা! শেষ অঙ্কে অভিনয় কি অপূর্ব্ব না হলো! যিনি প্রধান নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং যাঁহার নামেই এত ভিড়, তিনি নাকি শেষ অঙ্কেতেই এমন অভিনয় করিয়াছেন, যাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ...

বাহিরের কথার এই তরঙ্গ তাহাদের নিস্তব্ধতায় ঢেউ তুলিল। চার্লস বলিল, আমার কিন্তু উঠতে ইচ্ছে যায়নি, বইটা শেষ দিকে বেশ জমে

আসছিল...তবে এম্‌মা আর বসতে পারলে না...কি আর করা যায় বলুন।

লিওঁ উৎসুকভাবে এমমার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, এর জন্যে আর ভাবনা কি...এ বইটা আবার কালই তো হচ্ছে...

চার্লস্ বলে...কিন্তু আমরা তো কাল সকালেই ফিরে যাচ্ছি...

হঠাৎ এমমার দিকে চাহিয়া চার্লস বলে...অবশ্য, তোমার যদি থেকে যেতে ইচ্ছে করে, সে আলাদা কথা!

তাহারা কাল সকালেই চলিয়া যাইবে শুনিয়া লিওঁ-র সহসা জাগ্রত সুবিপুল আশা নিমেষে ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল কিন্তু ডাক্তারের শেষ কথায় সে আলোর রশ্মি দেখিতে পাইল। আপনা হইতেই সে বলিয়া উঠিল, আমি শুনেছি, শেষ সীনে আমাদের লাগার্দি যা অভিনয় করেন, জগতে তার তুলনা নেই! লাগার্দিকে যদি দেখতেই হয়, তবে শেষ সীনে... অপূর্ব্ব, অদ্ভুত...

লিওঁ-র উত্তেজনায় চার্লস উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, কি বল এমমা...তাহলে এ'কটা দিন তুমি থেকে যাও—আমি তো আর থাকতে পারবো না...আমাকে কাল যেতেই হবে...

এমমা অন্যমনস্ক ভাবে বলে, এখন তো ওঠা যাক্—সে কথা রাত্রে ভেবে ঠিক করা যাবে...

কাফের চাকর বিল লইয়া আসিল.. চার্লস্ ব্যাগ বাহির করিবার জন্য পকেটে হাত দিতেই লিওঁ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল —না, না—থাক্—এ আমিই দিচ্ছি—

—দেখুন, তো, এ আপনার ওপর অযথা অত্যাচার করা নয়?

কিন্তু লিওঁ সে অত্যাচার বরণ করিয়া লইল। এমমা এবং চার্লস

তাহাদের হোটেলে যাইবার পথ ধরিল,লিওঁ তাহার আড্ডার দিকে চলিল।

কিছুদূর যাইবার পর, তাহার মনে হইল, উত্তেজনার বশে সে তো তাহারা কোথায় উঠিয়াছে, জিজ্ঞাসা করে নাই! তাড়াতাড়ি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া সে দ্রুত হাঁটিতে লাগিল। কিছুদূর যাইবার পরই দেখিল, এমমা এবং চার্লস্ যাইতেছে। লজ্জায় সে আর তাহাদের সহিত মুখো-মুখী দেখা করিতে পারিল না। তাহাদের পিছু পিছু গোপনে গিয়া তাহাদের বাড়ী দেখিয়া আসিল।

সারারাত্রি সে ঘুমাইতে পারিল না। বহুদিন পরে এমনি সহসা এমমার দর্শন তাহার চিত্তে বাসনার শত শিখা জ্বালাইয়া দিয়াছিল। ভোর না হইতেই সে এমমাদের হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুসন্ধান লইয়া যে ঘরে তাহারা থাকে, তাহার রুদ্ধ-দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া কড়া নাড়িল। ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া গেল। লিওঁ দেখে, এমমা একা!

এমমা নিজের মনে জানিত, লিওঁ আসিবেই তাই তাহাকে অত সকালে দেখিয়াও সে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হইল না। নিজের হাতে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া লিওঁকে বসিবার জন্য চেয়ার আগাইয়া দিল—

—আমারই ভুল হয়েছিল, কাল আপনাকে বলা হয় নি, আমরা কোথায় উঠেছি...তা আপনি এলেন কি করে?

—আপনি চলে এলাম!

—তার মানে?

লিওঁ বোঝাইতে চেষ্টা করিল যে, অন্তরের অন্ধ আবেগই তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া আসিয়াছে। এম্‌মা না বুঝিলেও, তাহার বলিতে ভাল লাগিতেছিল। কিন্তু কথাটার মধ্যে যতই কবিত্ব থাকুক না কেন, শুধু

আবেগের অনুকম্পায় এত বড় শহরে ঠিকানা না জানিলে যে কাহারও কাছে পৌছান অসম্ভব নয়, তাহা ভাবিতেই তাহার মনে হইল যে, এই ঠিকানা বাহির করার কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ দেখান উচিত। তাই কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া সে বলিল,

—আজ ভোর না হতেই, শহরের প্রত্যেক হোটেলে হোটেলে ঘুরে বেড়িয়েছি ··· আমার বরাৎ ভাল যে বেশী ঘুরতে হয় নি ···

তারপর কথাটা চাপা দিবার জন্য সে বলিয়া উঠিল, তাহলে দেখছি, আপনি আজ থেকে গেলেন ... কিন্তু ডাক্তার বোভারীকে যে দেখছি না ?

—তিনি ভোর না হতেই চলে গিয়েছেন ... এই হোটেলে আমাদের গাঁ থেকে আর একজনেরা এসেছে, তাদের সঙ্গে আমি যাব ···

আনন্দে লিওঁ-র বুক নৃত্য করিয়া উঠিল। অসম্ভবের লোভে তাহার সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। তাহাদের পরস্পরের অন্তরের সুগোপন বাসনা যেন নীরবতায় মুখর হইয়া উঠিল।

উদাস দৃষ্টিতে জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া এমমা বলিল, কিন্তু না গিয়ে আমি অন্যায় করেছি ... জীবনে যেখানে ছোট-বড় হাজার কাজ রয়েছে করবার, সে সব ছেড়ে কারুরই উচিত নয় অসম্ভব সুখের মরীচিকার পেছনে ছুটে বেড়ানো···

বিব্রত হইয়া লিওঁ বলে, আমি তা ধারণা করতে পারি···

এমমা বাধা দিয়া বলে, না পারেন না, আপনি পুরুষ মানুষ... মেয়েদের মনের এ যাতনা আপনি ধারণা করতে পারেন না !

ক্রমশঃ আসল কথার লক্ষ্যকে ধাক্কা দিয়া সরাইতে না পারিয়া, তাহাকে ঘিরিয়া তাহারা দুইজনে তত্ত্ব-কথা আরম্ভ করিল ...

এমমা বলে, জাগতিক স্নেহ-মমতার অসারতার কথা, মানুষের অন্তরের একান্ত নির্জনতার কথা, বেদনায় পঙ্গু জীবনের দ্বন্দ্বের সার্থকতার কথা...

ইচ্ছা না করিলেও, এমমার সেই বিষণ্ণ সুরের ছোঁয়া লিওঁ-র মনেও আসিয়া পড়ে। সে-ও তখন তাহার দুঃখের কথা পাড়ে। যে-দুঃখ সে কখনও ভোগ করে নাই, আজ এক নারীর সম্মুখে তাহার কল্পনা-বিলাসে সে এক নূতন তৃপ্তি পায়...তাহার নিঃসঙ্গ ছাত্র-জীবনের কথা—প্রতিদিনের একঘেয়েমী...সঙ্গীহীন জীবনের প্রদোষ অন্ধকার... জীবনের ছোট খাট সব বাধা বিঘ্নের কুশাঙ্কুরাঘাত...দুজনেই পরস্পরের কাছে কথার মধ্য দিয়া অন্তরের সব নিরুদ্ধ বাসনার কথা সহজ ও সরল করিতে লাগিল, কিন্তু সেই সরল আত্ম-প্রকাশের অযাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে এমমাও স্বীকার করিল না যে সে অন্য একজন পুরুষকে ইতিমধ্যে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিল, লিওঁ-ও প্রকাশ করিল না যে, তাহাকে দেখিবার আগে পর্য্যন্ত সে একরকম তাহাকে ভুলিয়াই গিয়াছিল।

হঠাৎ এমমা কথার সুর বদলাইয়া বলিয়া উঠিল, একি! আমার যত রাজ্যের দুঃখের কথা বলে, আপনার নিশ্চয়ই বিরক্তি উৎপাদন করছি!

জোরে শ্বাস লইয়া লিওঁ বলে, না, না, না - আপনার কোন কথাতেই আমার বিরক্তি আসতে পারে না!

এমমা বলে, যদি জানতেন কি স্বপ্নেই না আমি দিন কাটিয়েছি!

কোথা থেকে তাহার চোখে সহসা সজল মেঘ জমা হইয়া আসে... টস্ টস্ করিয়া অশ্রু-ধারা গড়াইয়া পড়ে।

সু-বাতাস বহিতেছে দেখিয়া লিওঁ উৎসাহিত হইয়া বলে, আপনিও যদি জানতেন, কি ভাবে আমার দিন কেটেছে...প্রতি রাত্রি একা এই

উৎসব মুখর সহরের রাস্তা দিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি উদভ্রান্তের মত···জনতার কোলাহলের মধ্যে নিজের মনকে ডুবিয়ে তলিয়ে দিতে কত না ব্যর্থ চেষ্টা করেছি···কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে সেই এক ভাবনা নিশিদিন আমার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখতো ··· একদিন মনে আছে, ঘুরতে ঘুরতে একটা পুরানো ছবির দোকানে একটা ছবি দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম—বীণাহস্তে কলালক্ষ্মীর ছবি ··· ছবিটা যেন আমাকে আকর্ষণ করে সেইখানে ধরে রেখেদিল—

তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া উদাস দৃষ্টিতে এমমার দিকে চাহিয়া সে বলিল,

ছবির সেই প্রতিমূর্ত্তি যেন আপনাকে দেখেই আঁকা।

পাছে তাহার হাসি লিওঁ-র নিকট ধরা পড়িয়া যায়, এমমা ঘাড়টী ঈষৎ বাঁকাইয়া বসিল।

লিওঁ তখন আপনার মনে বলিয়া চলিয়াছে—সহসা তাহার কথায় বহুদিনের-ভুলিয়া-যাওয়া অতি-অন্তরঙ্গতার সুর বাজিয়া উঠিল,

—জান, তোমাকে কতচিঠি লিখেছি।

এমমা চিন্তিত হইয়া ঘাড় ফিরাইল।

—কিন্তু সব চিঠি ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতাম···ডাকে দিতে গিয়ে কি মনে করে আবার টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি।

এমমা নীরবে শুনিতেছিল। গ্রীষ্মের শুষ্ক দীর্ণ মাটীর মত তাহার তৃষিত চিত্ত সেই কাম-মধুর কথাগুলি যেন অকস্মাৎ বর্ষণের ধারার মত শুষিয়া লইতেছিল।

—আমার বিশ্বাস ছিল একদিন অকস্মাৎ তোমার সঙ্গে আমার দেখা

হবেই হবে...প্রত্যেক পথের বাঁকে মনে হতো তোমার দেখা যেন পাব... তোমার মতন অবগুণ্ঠনে মাথা-ঢাকা নারী মূর্ত্তি দূরে দেখলেই আমি ব্যাকুল আগ্রহে ছুটে যেতাম···

এমমা যেন স্থির করিয়াছিল, তাহার যাহা কিছু বলিবার আছে, সবই সে তাহাকে বলিতে দিবে। মাঝে মাঝে শুধু সে পায়ের আঙ্গুলের প্রান্ত-ভাগ দিয়া সিল্কের গাউনের লুটাইয়া-পড়া অংশটী নাড়িতেছিল।

অবশেষে এমমা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, কিন্তু সকলের চেয়ে যন্ত্রণাদায়ক হলো, ঠিক আমার মতন, উদ্দেশ্যহীন জীবন-যাপন করা···যদি জানতাম আমার বেদনায় জগতে কোথাও কারো কিছু যায় আসে, তাহলে এই আত্ম-ত্যাগের কোন মানে থাকতো নতুবা আত্মত্যাগেরই বা মূল্য কি ?

কিছুক্ষণ থামিয়া আপনার মনে সে বলিয়া উঠে, মাঝে মাঝে মনে হয় কোন হাসপাতালে গিয়ে নার্সের কাজে নিজেকে বিলিয়ে দিই ...

তাহার কথার সুরে সুর মিলাইয়া লিওঁ বলিয়া উঠিল, কিন্তু পুরুষের কি দুর্ভাগ্য জানেন, নিজেকে ওরকমভাবে বিলিয়ে দিতে পারা যায়, এমন কোন কাজ পুরুষের জন্যে নেই ... অবশ্য ডাক্তারী বাদ ···

ডাক্তারীর কথা উঠিতেই এমমা ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গী করিয়া উঠিল··· তাহারই সূত্রে আসিল তাহার অসুখের কথা···যে কঠিন অসুখ হইয়াছিল, বাঁচিবার কোন আশাই ছিল না এবং না বাঁচিলেই ভাল হইত, সকল অশান্তির মীমাংসা হইয়া যাইত। মৃত্যু সম্বন্ধে তাহাকে বেশীক্ষণ আর বলিতে না দিয়া লিওঁ নিজেই মৃত্যুর পরম মহিমার ব্যাখ্যা করিতে লাগিল এবং জানাইল একদিন, কেমন করিয়া সে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করিবার জন্য প্রস্তুতও হইয়াছিল ···

নির্লিপ্ত আগ্রহে এমমা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু, কেন ?

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া, সোজা এমমার মুখের দিকে চাহিয়া লিও, দুই হাত দিয়া কম্পিত হৃদয়কে দৃঢ় ভাবে ধরিয়া বলিল, কেন, কেন জিজ্ঞাসা করছো, তুমি ! আমি, আমি তোমাকে ভালবাসি বলে !

যে কথাটা বলিবার জন্য এত বাজে কথার আড়ম্বর সহসা সেই কথাটা এমন স্পষ্টভাবে এমমাকে শুনাইয়া দিতে পারিয়া লিওঁ-র অন্তর এক পরম তৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। লিওঁ একদৃষ্টিতে উত্তরের আশায় এমমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে এমমা যেন তাহার নিজের মনে নিজেই বলিয়া উঠিল, হ্যা, আমিও ঠিক তাই ভেবেছিলাম।

এতক্ষণ তাদের দুইজনের মধ্যে যে অজানা সঙ্কোচ ও বাধা পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও তাহাদের দুইজনকে দুই সীমান্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সহসা যেন তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। সহসা তাহাদের কথা অতি অন্তরঙ্গ ও নিবিড় হইয়া উঠিল। পিছনে-ফেলিয়া-আসা তাহাদের প্রথম প্রেমের সমস্ত স্মরণ-চিহ্ন গুলি তাহারা একে একে আবার সামনে টানিয়া আনিল—মধ্য খানের ব্যবধানের শূন্যতাকে ভরাট করিয়া তুলিয়া আজিকার দিনের সঙ্গে তাহার যোগসাধন করিয়া তুলিবার জন্য···

—মনে পড়ে, বাগানের পশ্চিম কোণে সেই ক্যাক্‌টাস্ গুলো ···

—আহা, শীত আসতে না আসতে, সেগুলো একেবারে শুকিয়ে মরে গেল ···

লিওঁ বলে, উঃ, তোমাকে না দেখলে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারতাম

না···মনে আছে একদিন···সন্ধ্যেবেলা···কি করে তোমার সঙ্গে ··তোমার নিশ্চয়ই মনে নেই··· ?

—বারে ! কে বল্লে মনে নেই...কিন্তু থামলে কেন, তুমি বল, তুমি বলে যাও, যা কিছু তোমার মনে আছে···যা কিছু তুমি বলতে চাও...

তখন লিওঁ একে একে বর্ণনা করে, হারিয়া-যাওয়া লগ্নগুলি···

এমমা তৃষ্ণার্ত্ত পথিকের মত যেন আকণ্ঠ তাহা পান করিয়া চলিয়াছে ···সেই সব দিনের বিস্মৃত কাহিনীগুলি অতীতের দিক্‌রেখা হইতে সমুত্থিত হইয়া তাহার জীবনের পরিধিকে যেন বিশালতর করিয়া দিতে লাগিল···সেই সব কথার ভেলায় কল্পনার সম্ভোগের সমুদ্রে সে উপবাসী চিত্তকে ভাসাইয়া দিল···

লিওঁ অভিভূতের মত বলিয়া চলিয়াছে, আর অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে এমমা তাহা উপভোগ করিয়া চলিয়াছে...মাঝে মাঝে শুধু সায় দিয়া বলিতেছে···

—হাঁ ! হাঁ ! সত্যিই তাই ! সত্যি !

মৃত অতীত আজ আবার তাঁহাদের এক করিয়া দিল।

কতক্ষণ যে তাহারা এইভাবে কাটাইয়াছে, তাহার ধারণা তাহাদের ছিল না। বাহিরে কখন অন্ধকার গাঢ় হইয়া পড়িয়াছে, ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। এমমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুটী মোমবাতি জ্বালিল। তারপর কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া লিওঁকে জিজ্ঞাসা করিল তারপর ?

তাহার উত্তরে লিওঁ বলিল, সত্যি, তারপর ?

লিওঁ ভাবিতেছিল কি করিয়া ছিন্ন কথার সূত্র আবার জুড়িয়া তোলা যায়। অতি সন্তর্পণে এমমার অতি নিকটে অগ্রসর হইয়া লিওঁ বলিল,

কিন্তু আজ যদি আমরা আবার নতুন করে দুজন দুজনকে পেতে চাই তার বাধা কোথায় ?

এমমা যেন এই সোজা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, যদিও সেই আবেষ্টনীর মধ্যেই তাহার মন ডুবিয়া ছিল। বিদ্যুৎ-চকিতের মত চমকাইয়া সে বলিয়া উঠিল, না, না, তা আর হয় না !

—কেন ?

—যে, এমমাকে তুমি দেখেছিলে, সে-এমমা আর নেই…আমার এখন বয়েস হয়েছে…বুড়ী…আর তুমি, তোমার সামনে তোমার জীবন পড়ে রয়েছে আমার কথা তুমি ভুলে যাও…বহু মেয়ে আসবে তোমার জীবনে যারা তোমায় ভালবাসবে এবং তুমিও যাদের ভালবাসতে পারবে !

—তোমার মতন করে আমি কাউকেই আর চাই নি, চাইতেও পারবো না !

—কি ছেলে মানুষ তুমি ! ওভাবে কথা বলে না…ইস্…ঘড়ির দিকে দেখ…

হঠাৎ এমমার সেই ভঙ্গীতে লিওঁ বিভ্রান্ত হইয়া গেল। ঘড়ির ইঙ্গিত সে বুঝিতে পারিয়া টুপী লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এমমা জানাইল, কাল সকালেই সে ফিরিয়া যাইবে।

যাইতে যাইতে লিওঁ জিজ্ঞাসা করিল, কালই ! সত্যি ?

—হাঁ !

—কিন্তু তোমার সঙ্গে অন্তত আর একবার যে আমি দেখা করতে চাই…আমার সব কথা তোমাকে বলা হয় নি…

—কি কথা ?

—আছে কিছু ! বিশেষ, বিশেষ দরকারী...কিন্তু তাবলে যাবেই বা কেন ? না, তুমি, তুমি আর ফিরে যেতে পারবে না, বল···বল···যদি তুমি জানতে···যদি তুমি বুঝতে...

—সত্যি, তুমি খুব ভাল কথা বলতে পার !

—তুমি হাসছো ! কিন্তু তবুও বলছি তুমি কাল ফিরে যেতে পারবে না...আর একটীবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাই...শুধু একটীবার আর একটী দিন···

—বেশ ! কিন্তু এখানে নয় !

—তুমি যেখানে বলবে, সেইখানে !

এমমা কিছুক্ষণ নিজের মনে কি যেন ভাবিয়া লইল। তারপর বলিল,

—কাল, বেলা এগারোটার সময়, বড় গির্জ্জের ভেতরে !

—তাই, তাই হবে !

এই বলিয়া অধীর আনন্দে সে এমমার দুটী হাত মুঠোর মধ্যে চাপিয়া ধরিল, এত জোরে যে এমমা জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইতে বাধ্য হইল। এমমা ঘাড় নীচু করিয়া তাহার সামনেই দাঁড়াইয়া ছিল। সহসা লিওঁ তাহার দিকে ঈষৎ ঝুঁকিয়া দুই বাহু বেষ্টন করিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া শুভ্র মসৃণ গ্রীবা তটে দীর্ঘ উত্তপ্ত চুম্বন আঁকিয়া দিল।

নিজেকে ছাড়াইয়া লইবার বিশেষ কোনও চেষ্টা না করিয়া এমমা হাসিয়া বলিয়া উঠিল, পাগল হয়ে গেলে নাকি !

চুম্বনের ঘন বৃষ্টিতে তাহার গ্রীবা, বক্ষ, আনন আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আলিঙ্গন মুক্ত করিয়া দিয়া লিওঁ কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, মাথানত করিয়া বিদায় জানাইয়া বলিল,

—আবার কাল, এগারোটার সময়!

এমমা শুধু ঘাড় নাড়াইয়া সম্মতি জানাইল।

* * * *

সেদিন রাত্রিবেলায় এমমা লিওঁকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিল...কাল তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য যে প্রতিশ্রুতি সে দিয়াছিল, অতি দুঃখের সহিত সে জানাইতেছে যে, তাহা সে রক্ষা করিতে পারিল না... তাহাদের পরস্পরের কল্যাণের জন্যই আর তাহাদের দেখাসাক্ষাৎ করা উচিত নয়...চিঠি লিখা হইয়া গেলে, তিন চার বার ধরিয়া সে তাহা পড়িল, তারপর খামে বন্ধ করিয়া ঠিকানা লিখিতে গিয়া দেখে, লিওঁর ঠিকানা তো সে জানে না...উত্তেজনার মধ্যে সে কথাই জানা হয় নি... লিওঁ-ও সে কথা জানান প্রয়োজন মনে করে নাই ...

শেষে সে স্থির করিল কাল যখন সে আসিবে, সে তো আসিবেই... তখন নিজের হাতে সে তাহার হাতেই দিয়া দিবে...

* * * *

পরের দিন ভোর না হইতেই লিওঁ নিজের হাতে জুতোটা পরিষ্কার করিল...বাছিয়া বাছিয়া তাহার পোষাকের মধ্যে যেটা সব চেয়ে ভাল, তাহাই বাহির করিয়া পরিল...দশবার দশরকম করিয়া চুল আঁচড়াইয়া আবার বদলাইয়া নতুন করিয়া আঁচড়াইতে বসিল...

এত করিয়াও মাত্র ন'টা বাজিল...এখনো দুঘণ্টা বাকি...কিন্তু চুপ করিয়া সে ঘরে বসিয়া থাকিতেও পারিল না। বাহির হইয়া পড়িল।

ঘুরিতে ঘুরিতে এক ফুলের দোকানের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। একটা তোড়া কিনিয়া ফেলিল। এই জীবনে সে প্রথম কোন নারীর জন্য ফুল কিনিল। নাকের কাছে তোড়াটা ধরিতে, ফুলের গন্ধে, কি এক গোপন গর্ব্বে তাহার বুক দুলিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ সময় হইয়া আসিতে সে ধীরে ধীরে বড় গির্জ্জার দিকে অগ্রসর হইল। গির্জ্জার ফটক পার হইয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল ... সেই ঐতিহাসিক গির্জ্জা দেখিবার জন্য বহু বিদেশী এমনি গির্জ্জার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়···কিন্তু এম্‌মা কোথায়? চারিদিক সে তন্ন-তন্ন করিয়া খুঁজিল কিন্তু কোথাও এম্‌মার চিহ্ন মাত্র নাই ··· সহসা তাহার মনের মধ্যে তুমুল ঝঞ্ঝার সহসা আবির্ভাবের মত সন্দেহ জাগিয়া উঠিল, হয়ত এম্‌মা ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে! উদ্‌ভ্রান্তের মত সে একবার ফটক আর একবার ভিতরে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়...এমন সময় দেখিল ত্রস্ত পদে এম্‌মা আসিতেছে। তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া সে এমমাকে লইয়া গির্জ্জার বাহিরে আসিল, আগে হইতেই একখানা গাড়ী সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। গাড়ী সামনে আসিয়া নিজের হাতে সে দরজা খুলিয়া দিল। এম্‌মা গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। গাড়ীর ভিতরে আসিয়া লিওঁ সাধারণের দৃষ্টির হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য গাড়ীর সার্সী তুলিয়া দিল।

বাহির হইতে গাড়োয়ান হাঁকিল. কোথায় যেতে হবে হুজুর!

ভিতর হইতে লিওঁ উত্তর দিল, যেখানে তোর খুসী!

এম্‌মা যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পরের দিন সকালেই সে স্ব-গ্রামে ফিরিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া এম্‌মা শুনিল, তাহার শ্বশুর হঠাৎ পরলোক গমন করিয়াছেন। এম্‌মা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পুত্র ও বিধবা পত্নীর শোকের সঙ্গে পুত্রবধূর স্বাভাবিক শোক-অনুষ্ঠানের অভিনয় করিল। কিন্তু সারাক্ষণ তাহার মন অনুসন্ধান করিতেছিল, কি উপায়ে সে আবার রুয়েতে ফিরিয়া যাইতে পারে! নিষিদ্ধ বৃক্ষের সদ্য-আস্বাদিত ফুলের মধু তাহার চিত্তে দুর্ব্বার ক্ষুধা তখন জাগাইয়া তুলিয়াছে।

কয়েক দিন পরেই সে সুযোগ আসিল। বৃদ্ধ বোভারী যাহা কিছু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কাগজ-পত্র এটর্ণীর বাড়ী হইতে ডাক্তারের কাছে আসিল এবং সেই সঙ্গে এটর্ণীর নিকট হইতে একখানি পত্রও আসিল যে, এই ব্যাপার সম্পর্কে যে-সব গণ্ডগোল আছে, সে বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তিনি ডাক্তারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান।

সেই সমস্ত কাগজ-পত্র লইয়া ডাক্তার বিব্রত হইয়া পড়িল। আইন-আদালত সম্পর্কে কোন কিছুই তাহার জানা ছিল না। সহসা এম্‌মার মাথায় এক বুদ্ধি আসিয়া গেল। লিওঁ তো আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারেই একজন পাকা লোক হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং এ ব্যাপারে তাহার সহিত একবার পরামর্শ করিয়া দেখা উচিত, নতুবা তাহারা কেহই কিছু জানে না, সম্পূর্ণ অসহায় ভাবে তাহারা এটর্ণীর হাতে গিয়া পড়িবে!

ডাক্তার যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। এম্‌মা আলিঙ্গন করিয়া বলিয়া উঠিল, সত্যি, এই জন্যেই তোমাকে এত ভালবাসি! কিন্তু, তুমি আবার কষ্ট করে ···

এম্‌মা বাধা দিয়া বলে, হাঁ, হাঁ, আমিই যাব ··· কালই আমি রওয়ানা ··· আমার কোন কষ্ট হবে না লক্ষ্মীটি!

রুয়েতে তাহার তিন দিন কাটিয়া গেল। তিনটী পরিপূর্ণ দিন ··· উপবাসী চিত্তের তিনটী পরিপূর্ণ মধু-যামিনী ···

তিন দিন পরে এম্‌মা ফিরিয়া আসিল। এবার আর ঠিকানা লইতে ভুল হয় নাই। লিওঁ উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষায় থাকিত, কখন এম্‌মার চিঠি আসিবে, এম্‌মাও সব কাজ ফেলিয়া দিয়া দরজার দিকে চাহিয়া থাকিত, কখন পিয়ন আসে। পাছে অন্য কাহারও হাতে চিঠি গিয়া পড়ে, সেই জন্য তাহাকে আরো উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিতে হইত। কয়েকবার চিঠির আদান-প্রদানের পর লিওঁ তাহাকে না দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না। কাজ-কর্ম্ম হইতে ছুটি লইয়া সে এম্‌মার দর্শনের জন্য তাহাদের গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিল।

তাহাদের বাড়ীতে যখন সে আসিয়া উপস্থিত হইল, ডাক্তার তখন বাড়ীতেই ছিল। এম্‌মা উপরে তাহার শুইবার ঘরে ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ লিওঁকে দেখিয়া ডাক্তার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, রুয়েতে সে তাহাদের যে খাতির দেখাইয়াছিল, তাহার প্রতিদান দিবার এই সুযোগ পাইয়া সে নিজেকে কৃতার্থ মনে করিল এবং সেদিন আর সে রুগী দেখিতেই বাহির হইল না। ঠিক এতখানি আপ্যায়ন না হইলেই লিওঁ-র ভাল হইত। কারণ কোন সুযোগেই সে এম্‌মার সহিত নিভৃতে সাক্ষাৎ করিতে পারিতেছিল না।

তাহাদের দেখা হইল, সন্ধ্যাবেলায় বাড়ীর বাহিরে, বাগানের ধার দিয়া যে ছোট্ট গলিটী নদীর ধারে গিয়া পড়িয়াছে, সেইখানে···যেখানে একদিন প্রতি সন্ধ্যার অন্ধকারের আড়ালে সে আর একজনের সহিত গোপনে দেখা করিত ···

বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছিল ... দেখিতে দেখিতে মুষলধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল ... লিওঁ-র হাতে ছিল ছাতি। ছাতি খুলিয়া এম্‌মাকে তাহার তলায় নিজের বুকের কাছে লিওঁ টানিয়া লইল।

পরস্পর পরস্পরকে বিদায় দিতে তাহাদের বুক ভাঙ্গিয়া পড়িল। এম্‌মা তাহার সারা দেহ লিওঁ-র কাঁধে এলাইয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, আমি পারবো না, পারবো না তোমাকে ছেড়ে থাকতে...

লিওঁ বলে, কি করে আবার তোমার দেখা পাব?

লিওঁ চলিয়া যাইলে, এমমার একমাত্র চিন্তা হইল কি করিয়া লিওঁ-র সহিত নিয়মিত দেখা শোনার ব্যবস্থা সে করিতে পারে।

চিঠির ঠিকানা সে বদল করিয়া দিয়াছিল। যে-মেয়েটীর ঠিকানায় চিঠি আসিত, সে কোনও দিন ডাক্তারের বাড়ীতে আসিত না। তাহার ঘন ঘন আসা যাওয়ায় পাছে কেউ কিছু মনে করিতে পারে, সেইজন্য বহু চিন্তার পর তাহাকে একটা অজুহাত দাঁড় করাইতে হইল।

সহসা এই সময় এমমার সঙ্গীত চর্চ্চার জন্য একটা তীব্র আকর্ষণ জাগিয়া উঠিল। পুরাণো পিয়ানোটার ধুলা ঝাড়িয়া সে দিনরাত তাহার পর্দ্দাগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। এমমার এই একাগ্রতা দেখিয়া ডাক্তার অন্তরে পরম পরিতৃপ্তি অনুভব করিল। তাহার ডাক্তারী শাস্ত্র মতে ইহাকে স্নায়ুর পীড়ার মহৌষধি স্বরূপ বিবেচনা করিয়া সে সর্ব্বান্তঃকরণে এমমাকে সেই বিষয়ে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিল। এমমা যখন বাজাইত, সে সকল কাজ ফেলিয়া দিয়া নিবিষ্ট চিত্তে তাহা শুনিত। আনন্দে তাহার দুই চোখ অশ্রুসজল হইয়া আসিত। অন্তরে অন্তরে ভগবানকে সহস্র ধন্যবাদ জানাইত যে এতদিন পরে তাঁহারই

কৃপায় এমমার মানসিক এবং স্নায়বিক অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিতেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় পিয়ানোয় বসিয়া একটী গৎ বার বার করিয়া বাজাইতে লাগিল। যতবার বাজাইতে যায়, যেন ভুল হইয়া যাইতেছে, এইভাবে ছাড়িয়া দিয়া, সে নূতন করিয়া আবার গোড়া হইতে ধরে। ডাক্তার পূর্ব্বে এই বাজনাই এমমার হাতে শুনিয়াছে। যতবার এমমা ঘুরিয়া ফিরাইয়া বাজায়, সে তত নিবিষ্ট মনে শোনে। যত শোনে, ততই সে বুঝিতে পারে না, এমমা কেন কেন বারে বারে এইরূপ করিতেছে, কোথাও তো কোন ভুল হইতেছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। শেষবারে যখন এমমা বাজাইতে আরম্ভ করিল, ডাক্তার আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, চমৎকার! চমৎকার! আহা, থামলে কেন?

—চমৎকার, না ছাই! লোকে শুনলে হাসবে! একজন ভাল লোকের কাছে কিছুদিন না শিখলে কি ভাল বাজান যায়···নিজে নিজে আর কতটুকু হয়!

—তা সত্যি!

ডাক্তার খবর লইয়া জানিল, খরচ অত্যন্ত বেশী। পরের দিন ডাক্তার নিজেই এমমাকে বাজাইবার জন্য অনুরোধ করিল। মুখভার করিয়া নিতান্ত অনিচ্ছুকের মত এমমা পিয়ানোর সামনে আসিয়া বসিল··· ইচ্ছা করিয়া ভুল পর্দ্দায় হাত দিতে লাগিল···তারপর কিছুক্ষণ পরে পিয়ানো হইতে হাত তুলিয়া লইয়া পিয়ানোতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল।

ডাক্তারের আকাশ মেঘে ভরিয়া গেল। অত্যন্ত বিমর্ষ সুরে সে

আপনার মনে বলিয়া উঠিল...আমি তোমার কথা শোনার পর, সেইদিন থেকেই ভাবছি...সত্যি তুমি যা বলেছ...একজন কারুর কাছে কিছুদিন না শিখলে...খরচটা...

—একটু চেষ্টা থাকলে, কম খরচেও লোক পাওয়া যায়! যারা ওস্তাদ্ তাদের কাছে গেলে অবশ্য অনেক খরচ পড়ে যাবে, তবে এমন অনেক লোক পাওয়া যায়, যারা সবে শিখেছে, এখনো তেমন নাম হয়নি·· তারা খুব কম খরচে শেখাতে পারে...

ডাক্তার অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা আলোর দিশা পাইল। রুগীর খবরের চেয়ে, তার মন সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে কম-খরচের নতুন ওস্তাদের সন্ধানে। কোন রুগী আসিলে, বা কোন রুগীর বাড়ী যাইলে, তাহার আলোচনার বিষয় হয়, পিয়ানো এবং কি ভাবে সস্তায় পিয়ানো শিক্ষা করা যায়!

সৌভাগ্য বশত একটী আশাতীত ভাল খবরের সন্ধানও জুটিয়া গেল। পাশের গাঁয়ের তাহারই এক পুরাণো রুগীর তিনটী মেয়েকে শিক্ষা দিবার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত আছে। নামমাত্র খরচে সেই মহিলাটী এমমাকে পিয়ানো শিক্ষা দিতে আনন্দে সম্মত হইল।

এই মহা-সুসংবাদ সে যেন আনন্দে আর বহন করিতে পারিতেছিল না। একরকম ছুটিয়া সে বাড়ী চলিয়া আসিল। কিন্তু আগে হইতেই এমমাকে এ খবর দেওয়া হইবে না ···

এমমার দেখা পাইতেই এমন ভঙ্গী করিয়া সে সামনে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল যে, তাহার সুস্পষ্ট অর্থ হইল, আগে জিজ্ঞাসা কর, কিঞ্চিৎ খোসামোদ কর, তবে সে মহাসংবাদ বলিব!

ব্যাপারটা এমমার আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। এমন কি সংবাদ ডাক্তার বহন করিয়া আনিতে পারে, যাহার জন্য তাহাকে খোসামোদ করিতে হইবে?

ছোট ছেলের মত উল্লাসে নৃত্য করিয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিল, শুনছো, শুনছো গো, সন্ধান পেয়েছি!

—কিসের?

—বেশী খরচ হবে না···বেশ ভাল মাষ্টার···

—কোথায়?

—পাশের গাঁয়ে আমার যে রুগী আছে, তাদের তিন মেয়েকে শেখাবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী···

এমমা এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, শিক্ষয়িত্রীর কথা শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ তাহার জ্বলিয়া উঠিল। হন্ হন্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া সে উপরে উঠিয়া গেল, যাইতে যাইতে বলিল, আমার জন্যে তোমার আর কষ্ট করে পিয়ানো শেখাবার লোক খুঁজতে হবে না—দোহাই তোমার, আমার অনুরোধ!

ডাক্তার বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। দেখিল, সেইদিন হইতে এমমা আর পিয়ানোর সামনেই আসে না, পিয়ানোতে হাত পর্য্যন্ত দেয় না।

এমমা আবার যেন শুকাইয়া যাইতে লাগিল, কাহারও সহিত কোন কথা বড় একটা বলে না। ডাক্তার মহাদুর্ভাবনায় পড়িল। শেষে স্থির করিল, খরচ হয় হইবে, যে-ব্যবস্থা করিলে এমমা সুখী হয়, সেই ব্যবস্থাতেই সে রাজী আছে।

একদিন মেজাজ বুঝিয়া অপরাধীর মত সেই প্রস্তাব তুলিল, তা একটু

খরচ বেশী হলে আর কি হবে, শেখবার জিনিষ ভাল করেই শেখা দরকার!

এমমা খুসী হইল। রুয়েতে সপ্তাহে নিয়মিত দু'একদিন করিয়া গিয়া, সেখানকার অপেরা শিক্ষকদের নিকট হইতেই সে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া আসিবে—অবশেষে এই স্থির হইল।

এমমা নিয়মিত রুয়েতে যাওয়া আশা আরম্ভ করিয়া দিল। এক মাসের শেষে তাহার যথেষ্ট উন্নতিও দেখা গেল।

*　　*　　*　　*

চার্লস্ জানিত ম্যাদাম লিগিয়ারের কাছে এমমা শিক্ষাগ্রহণ করে। এমমা সেই কথাই তাহাকে জানাইয়া ছিল।

হঠাৎ একদিন এমমা রুয়ে হইতে ফিরিয়া আসিলে, খাওয়া-দাওয়ার সময় চার্লস্ এমমাকে জিজ্ঞসা করিল, আচ্ছা, তুমি কি নাম বলেছিলে? ম্যাদাম লিগায়ার, না? তাঁর কাছেই তো তুমি পিয়ানো শিখছো?

—হাঁ! কেন?

—আজকে দুপুরবেলা তাঁর সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করলুম, কিন্তু তিনি তো তোমাকে চিনতে পারলেন না।

সহসা এমমার মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। অন্তরের বিমূঢ়তা যাহাতে বাহিরে প্রকাশ না পায় সেইজন্য রীতিমত আত্মসংযম করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে সে উত্তর দিতে চেষ্টা করিল—তাই নাকি। তা হলে বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে চেহারা গুলিয়ে গিয়েছে!

ডাক্তার তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নিজেই বলিয়া উঠিল তা ছাড়া

আমারও তো ভুল হতে পারে আমার মনে হয় ঐ নামে অন্য আরো কেউ রুয়েতে পিয়ানো শেখায়।

এম্মার হৃদ্-পিণ্ডের কম্পন যেন একটু স্থির হইল।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়িয়া গিয়াছে এই ভঙ্গী করিয়া এমমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কাছে মাইনের রসিদ আছে...রসিদের তলাতেই তো নাম লেখা আছে......দেখি রসিদখানা......

এই বলিয়া উঠিয়া ড্রয়ার টানিয়া প্রত্যেকটী জিনিস ওলট-পালট করিয়া এমন ভাবে সে রসিদ খানি খুঁজিতে ব্যস্ত হইয়া গেল যে কিছুক্ষণ পরে এই কথা উত্থাপন করার দরুণ নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া ডাক্তার বলিয়া উঠিল, থাক, থাক, এখন থাক্। ও নিয়ে আর মাথা ঘামাতে হবে না।

এমমা একদৃষ্টিতে ড্রয়ারের ভিতরের দিকে চাহিয়া গভীর অন্যমনস্কতার সঙ্গে বলিল, তা নয়, রসিদখানা গেল কোথায়? খুঁজে আমি বার করবোই।

কোন রকমে সেদিন কাটিয়া গেল। পরের দিন সকাল বেলা ঘুম হইতে উঠিয়া চার্লস্ জুতা পরিতে গিয়া দেখে জুতার ভিতরে কি একখানা কাগজ মোড়া অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। খুলিয়া দেখেন, সেই রসিদখানা, যাহা কাল এমমা খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিল! রসিদে লেখা পিয়ানো শিক্ষার দরুণ মিসেস্ বোভারীর নিকট হইতে পঁয়ষট্টী ফ্রাঙ্ক পাইলাম—ইতি ম্যাদাম লিপুয়ার।

রাতারাতি সেই রসিদ তৈয়ারী করিয়া, যাহাতে চার্লসের দৃষ্টি-পথে পড়ে সেই ভাবেই এমমা তাহার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল।

ইহার পর হইতে তাহার সমস্ত অস্তিত্ব যেন মিথ্যায় মোড়া হইয়া যাইতে লাগিল। এক মিথ্যাকে ঢাকিতে গিয়া আরো শত মিথ্যার জালে সে জড়াইয়া পড়ে। এই ভাবে সেই মিথ্যার আবরণের আড়ালে তাহার গোপন প্রেমের অভিসারকে সে অতি সযত্নে লুকাইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

মিথ্যা বলা তাহার প্রয়োজনে আসিয়া দাঁড়াইল, ক্রমশঃ তাহা অভ্যাসে পরিণত হইল এবং অভ্যাস হইতে তাহা খেলায় পরিণত হইল। কয়েক দিন পরে তাহার এমন অবস্থা হইল যে, যদি সে বলে যে আমি রাস্তার ডানদিক দিয়া আসিয়াছি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে রাস্তার বাঁ দিক দিয়া আসিয়াছিল।

এক দিন সকালবেলা, সেদিন এমমার রুয়ে যাইবার দিন—চার্লস রুগী দেখিয়া সকাল সকাল ফিরিল। হঠাৎ সেদিন আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল এবং বরফ পড়িতে আরম্ভ করিল। এমমার কথা ভাবিয়া চার্লস উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। এমমা যে-পোষাক পরিয়া রুয়েতে যায়, তাহাতে এই বরফের সময়, তাহার বিশেষ অসুবিধা হইবে এবং হয়ত ঠাণ্ডা লাগিয়া দুর্ব্বল শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িতে পারে। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, বরফ পড়ার কোপও তত বাড়িয়া চলিল। চার্লস নিশ্চিন্ত মনে বাড়ীতে আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। এমমার বর্ষাতি কোট এবং শাল লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। যেখান হইতে রুয়ে-যাত্রী গাড়ী ছাড়ে, সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, পাশের গ্রামের এক পাদ্রী রুয়ে চলিয়াছে। তাহার হাতে সেই বর্ষাতি এবং শাল দিয়া চার্লস বলিয়া দিল, যদি এমমার সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে

অনুগ্রহ করিয়া এগুলি তাহাকে দিবেন ... ক্রয়ে রুজ হোটেলে যাইলেই এমমার খবর পাওয়া যাইবে ...

অন্ততঃ চার্লসের সেই ধারণাই ছিল ... পাদ্রী মহোদয়ের সৌভাগ্য কিম্বা এমমার বরাত যে ফিরিবার গাড়ীতে দুজনার দেখা সাক্ষাৎ হইয়া গেল ... পাদ্রী জানাইল, তাঁহার স্বামীর নির্দ্দেশ মত ক্রয়ে রুজে গিয়া তাহার অনুসন্ধান করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া তিনি এই সব জিনিস ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছিলেন ...

অজুহাতের অভাব ছিল না ..., কিন্তু যদি গাড়ীতে তাহার সহিত এমমার দেখা না হইয়া যাইত !

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে এক দিন এমমা যথারীতি যেমন সন্ধ্যার মধ্যে রুয়ে হইতে ফিরিয়া আসে, সেদিন আর আসিল না। যত রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ডাক্তার নানারূপ অজানা আশঙ্কায় ততই উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। রাত্রি গভীর হইয়া আসিল, তবুও এমমা ফিরিল না। ব্যাপার কি ? পথে কি কোন বিপদ হইয়াছে ? হয়ত বা সেই খানেই এমমা অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে ? কে তাহাকে দেখিবে ? ভাবিতে ভাবিতে ডাক্তার আর বাড়ীতে বসিয়া থাকিতে পারিল না। একখানা আলাদা গাড়ী ভাড়া করিয়া সে রুয়ে যাত্রা করিল।

সোজা ক্রয়ে রুজ্ হোটেলে গিয়া হোটেলের কর্ত্তাকে সামনে পাইয়াই ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল—লেডী বোভারী কোন্ ঘরে আছেন ?

হোটেলওয়ালা মাথা চুলকাইতে লাগিল ... লেডী বোভারী ... কই... এ নামে তো তাহার কোন বাসিন্দা নাই ...

ম্যাদাম লিগিয়ারের ষ্টুডিও …

—সে তো এ বাড়ীতে নয় !

চার্লস ম্যাদামের ষ্টুডিও-র ঠিকানা লইয়া চলিল। সেখানে নিশ্চয়ই এমমার দেখা সে পাইবে … হয়ত, কি অবস্থায় তাহাকে দেখিবে … আশঙ্কায় উদ্বেল বক্ষে চার্লস সেই ঠিকানায় গিয়া কড়া নাড়িতেই একজন ভৃত্য বাহির হইয়া আসিল …

—ম্যাদাম ভেতরে আছেন কি ?

এমমার খবরটী সোজাসুজী জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহসে কুলাইতেছিল না !

চার্লসের প্রশ্নের উত্তরে ভৃত্যটী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন ? কোন্ ম্যাদাম্ ?

—ম্যাদাম লিগিয়ার যাঁর ষ্টুডিওতে আমার স্ত্রী

—ষ্টুডিও ! আপনার স্ত্রী !

—হাঁ ! কালই তাঁর ফিরে যাবার কথা ছিল কিন্তু ফেরেন নি…নিশ্চয়ই শরীর খুব খারাপ…

—আপনি মাফ করবেন, স্যার ! আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন… মাস কয়েক আগে বটে এখানে একটা ষ্টুডিও ছিল কিন্তু এখন এখানে কোন ম্যাদামই থাকেন না

ডাক্তার বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল…তাহা হইলে, উপায় ? এই শহরের মধ্যে কোথায় তিনি এমমাকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন ? আর এমমা গেলই বা কোথায় ? বার বার সে চেষ্টা করিয়া মনে করিতে লাগিল, অন্য কোন নাম এমমা তাহার নিকট করিয়াছিল কি না…কই…না…

হোটেল ক্রয়ে রুজ···ম্যাদাম লিগায়ারের ষ্টুডিও...এই তো ডাক্তার জানিত।

উন্মাদের মত চার্লস্ রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিল...হঠাৎ লিওঁ-র কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল...কিন্তু সে কোথায় থাকে, তাহাতো সে জানে না···তবে তাহার অফিসের নাম তাহার জানা ছিল···এটর্ণীর অফিস··· লোকদের জিজ্ঞাসা করিলে নিশ্চয়ই ঠিকানা পাওয়া যাইবে ...

রাস্তার লোকদের জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চার্লস্ লিওঁ-র অফিসে আসিয়া উপস্থিত হইল...কিন্তু সেখানে আসিয়া শুনিল, দুদিন সে অফিসেই আসে নাই ...

সেখান হইতে তাহার বাড়ীর ঠিকানা লইয়া চার্লস্ লিওঁ-র হোটেলে আসিয়া খবর পাইল যে, কাল রাত্রি হইতে সে আর ফিরে নাই ···

এম্‌মার অকল্যাণ চিন্তায় ডাক্তারের অন্তর শিশুর মতন কাঁদিয়া উঠিল ...মনে মনে কত না অজানা আতঙ্কের কথা একে একে তাহার মনে উদিত হইতেছিল— ।

নিরুপায় হইয়া যখন বাড়ী ফিরিবার জন্য গাড়ী ধরিতে যাইবে, তখন হঠাৎ এক পথের বাঁকে দেখে, এম্‌মা যাইতেছে, হাঁ, এম্‌মাই তো ...

উন্মাদের মত ছুটিতে ছুটিতে ডাক্তার চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এম্‌মা, এম্‌মা !

নিশি-জাগরণ-ক্লান্ত চোখে এম্‌মা ফিরিয়া দেখে, তাহার স্বামী !

—কোথায় ছিলে এম্‌মা ? আমি পাগলের মত সারা রুয়ে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি ...

— আমার শরীর বড্ড খারাপ হয়েছিল ...

— তা আমি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলাম ... আমার মন যে বলে দিল ... তাই ছুটে রুয়েতে চলে আসতে বাধ্য হলাম ... কিন্তু ... কোথায় কি ভাবে ছিলে ?

কপাল হইতে স্বেদ-বিন্দু অপসারিত করিয়া এম্‌মা সোজা কণ্ঠস্বরে বলিল, ম্যাদামের এক আত্মীয়ের বাড়ী ...

—আমিও মনে মনে, ঐ রকম একটা অনুমান করছিলাম ...

—কিন্তু আমার যদি ফিরতে কোন কারণে দেরী হয়, তাহলে তুমি এমনি করে আমার পিছু পিছু আসবে ?

এম্‌মার কণ্ঠস্বরের রুক্ষতায় চার্লস বুঝিল, এখন এ-সব বিষয় লইয়া আলোচনা করা ঠিক নয়, কারণ অসুস্থ শরীরের উপর কোন উত্তেজনাই তাহার আর সহ্য হয় না। বিশেষ করিয়া, এম্‌মার দর্শন পাইয়াই, সে তৃপ্ত হইয়া গিয়াছে। অন্য যাহা কিছু, তাহা পরে জানিয়া লইলেই হইবে।

* * * *

এম্‌মার নিয়মিত প্রেম-অভিযান ক্রমশঃ সেই দরিদ্র আইন-ব্যবসায়ীর কেরাণীর পক্ষে পীড়াদায়ক এবং ক্ষতিকারক হইয়া উঠিতেছিল। প্রথম প্রথম অফিস পালাইয়া সে এম্‌মার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত, কিন্তু ক্রমশঃ তাহার নিয়মিত অনুপস্থিতে অফিসে তাহার চাকরী লইয়া গোল-মালের সূত্রপাত হইল। সংসারের অধিকাংশ সাবধানী মুহূর্ত্ত বিলাসীদের মত লিওঁ বুঝিল,এই পাগলামীর কোন এক জায়গায় ছেদ টানিতে হইবে। তাহার উপর, ইদানীং এম্‌মা, নির্দ্দিষ্ট জায়গায় যথারীতি লিওঁ-কে দেখিতে

না পাইয়া, অপেক্ষায় কাতর হইয়া, তাহার অফিস পর্য্যন্ত ধাওয়া করিত এবং সেখান হইতে তাহাকে জোর করিয়া তুলিয়া আনিত।

লিওঁ-র তাহাও সহ্য হইত ... কিন্তু এম্‌মা বিচিত্র সব প্রেমের দাবী তাহার নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল ... তাহাকে লইয়া কবিতা লিখিতে হইবে ··· কেন, সেই-তো বলিয়াছিল, প্রথম জীবনে কাব্যের প্রতি তাহার কি তীব্র আকর্ষণ ছিল ··· মূর্ত্তিহীন অশরীরী ছায়া-নারীকে কল্পনা করিয়া সে কত কবিতা লিখিয়াছে ··· আজ সে-ছায়া যদি কায়া ধরিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ... কেন সে এমনি নীরব হইয়া থাকিবে ... বাধ্য হইয়া লিওঁ-কে কবিতা লিখিতে হয় ... পুরাণে কোন কবির কাব্য হইতে লাইন চুরি করিয়া ... তাহার সহিত নিজের দু'এক ছত্র জোড়া দিয়া ··· বহুরূপী সে কবিতার জড়-মূর্ত্তি দেখিয়া এম্‌মার মন বুঝিতে পারে ... সে যাহা চাহিতেছে, ইহা তাহা নয় ···

এম্‌মার মনের গহনে কোথায় আবার জাগিয়া উঠিতে যায় ··· কিন্তু নিজের হাতে-গড়া ভুলকে ভুল বলিয়া স্বীকার করিবার পূর্ব্বে আত্ম-ছলনাকারী দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরা তাহারই উপরে রঙের পর রঙ বুলাতেই থাকে ... শত ভুল দিয়া এক ভুলকে ভুলিতে যায় ...

*　　*　　*　　*

এহেন সময় এক দিন এম্‌মা রুয়েতে আসিলে, লিওঁ তাহাকে হোটেলে বসাইয়া একটা বিশেষ দরকারী কাজ সারিয়া আসিবে বলিয়া, কয়েক মিনিটের জন্য তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া যায়। কিন্তু তাহার ফিরিতে কয়েক মিনিটের জায়গায় কয়েক ঘণ্টা হইয়া গেল। এত দিন ধরিয়া এম্‌মার মনে গহন-তলে নীরবে যে-সব তিক্ত ব্যর্থতা

তিলে তিলে তাহার নিজের অজ্ঞাতসারে জমা হইতেছিল, আজ সহসা তাহা অন্তরের গোপন-লোক হইতে চেতনার তটে আসিয়া ভাসিয়া উঠিল। একটা অব্যক্ত রাগ এবং আক্রোশে তাহার সর্ব্ব-দেহ কাঁপিতে-ছিল। অপেক্ষার প্রত্যেকটী মুহূর্ত্ত দীর্ঘতর হইয়া সে ক্রোধকে আরও ধূমায়িত করিয়া তুলিতেছিল। অপেক্ষা করিতে করিতে তাহার স্পষ্ট ধারণা হইল যে, লিওঁকে সে ঘৃণা করে। একটা অতি সাধারণ দরিদ্র কেরাণীকে সে কি করিয়া, তাহার মনে এত বড় করিয়া দেখিয়াছে, যাহার জন্য সে তাহার জীবনের সমস্ত গতিকে উল্টা-পথে চালাইতে চাহিয়াছে, যাহার জন্য শত অন্যায় শত পাপ সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া তুলিয়াছে। নিজের অন্যায়ের জন্য নয়, নিজের ভুলের জন্য, তাহার নিজের উপর এক তীব্র ধিক্কার তাহার মনে জাগিয়া উঠিল এবং সঙ্গে জাগিয়া উঠিল লিওঁ-র প্রতি এক অমানুষিক ক্রোধ। যাহাকে প্রেম দিতে হয়, তাহার কুৎসা করিতে নাই। কুৎসার স্পর্শে প্রেম সরিয়া যায়। যে-দেবতার আরতি করিতে হয়, তাহার প্রতিমার অঙ্গে হাত দিতে নাই। হাত দিলে, স্পর্শের দরুণ আঙুলের সঙ্গে খানিকটা জৌলস উঠিয়া আসিবেই।

* * * *

সেদিনকার ঘটনাকে এম্মা ভুলিতে চেষ্টা করিল। নিজের মনকে সে নানাভাবে ছলনা করিয়া ঘুমাইতে চাহিল, লিওঁ-র প্রতি সে অবিচারই করিয়াছে। সেই মানসিক দুর্ঘটনার জন্য তাহাদের প্রেমে যেটুকু আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা সারিয়া লইবার জন্য সে নানারকমের নূতন সব বিষয়ের অবতারণা করে, ফুল, তারা, আকাশ,···ক্ষতকে ঢাকিয়া

রাখিবার জন্য রঙের প্রলেপ···প্রত্যেকবারই সে মনকে বুঝাইত যে, এবার সব আবার ঠিক হইয়া যাইবে ... সব সুন্দর হইয়া দেখা দিবে ... কিন্তু সে-বার যখন আসিত, তখন সে বিস্মিত আতঙ্কে দেখিত যে, তাহার মধ্যে অত্যন্ত সাধারণিকতা ছাড়া আর কিছু নাই ... তবুও আশার প্রদীপ জ্বালাইয়া বারে বারে নিরাশার চরম অন্ধকারকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া দিবার প্রাণান্ত চেষ্টায় সে বারে বারে নূতন করিয়া মাতিয়া উঠে···

প্রেম-তরুকে সজীব রাখিবার এম্‌মার সেই সব নিত্য নূতন লীলা দেখিয়া লিও বিস্মিত হইয়া ভাবে, ঘরের ঘরণী, সে কোথা হইতে ভোগ-বাসনার এই ললিত-কলা এমন সূক্ষ্ম ভাবে আয়ত্ত করিল? যতই সে ভাবে এবং যতই সে এম্‌মাকে দেখে, ততই তাহার স্পষ্ট ধারণা হয় যে, এম্‌মার জীবনে সে শুধু একা নয়, তাহার পূর্ব্বে নিশ্চয়ই এমনি বহু পুরুষ আসিয়া চলিয়া গিয়াছে···প্রেম ও বেদনার প্রত্যেকটী অঙ্গের সহিত তাহার বহু দিনের বহু অভিজ্ঞতা আছে···তাই আজ সে তাহাকে এমনিভাবে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারিয়াছে···

যতদিন যায়, ততই এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠে··· এম্‌মার নিকট তাহার আত্ম-নিবেদন যেন পরাজয়ের আত্মসমর্পণ। এবং তাহার হেতু হইল, তাহার অপেক্ষা এ বিষয়ে এম্‌মার বহু অভিজ্ঞতা! একদা যাহা মনে হইত, শুধু তাহারই জন্য অন্তরের আকুতি, আজ তাহা মনে হয়, বহুচরিত অভ্যাসের সুন্দর পুনরাবৃত্তি··· কিন্তু, লিও ভাবিয়া দেখে, তাহার প্রতি স্নেহদৃষ্টিরও তাহার অন্ত নাই··· সে যে জিনিষটী খাইতে ভালবাসে, হোটেলে আগে সেই জিনিসটিরই

সে খোঁজ করিত, যে-পোষাক পরিলে তাহার চোখে ভাল লাগিত, এম্‌মা সেই পোষাকই পরিত, যখন সে আসিত, বুকে করিয়া তাহার জন্য লুকাইয়া গোলাপ লইয়া আসিত, একদিনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই ; তাহার মুখ শুকাইয়া গেলে, তাহার স্বাস্থ্যের কল্যাণের জন্য কাতর হইয়া পড়িত, কোন অন্যায় ব্যবহার দেখিলে স্নেহকাতর জননীর মতন তর্জ্জনী তুলিয়া শাসন করিত, মানা করিত, কেন ওদের সঙ্গে মেশ ? ওরা ভাল নয়, ওদের সঙ্গে মিশো না, ইত্যাদি, ইত্যাদি.. এমন কি, যাহাতে তাহার বিপদ-আপদে দৈব সহায় থাকে, তাহার জন্য ভার্জ্জিন মেরীর একটী মূর্ত্তি গলায় ঝুলাইয়া দিয়াছিল... !

এম্‌মার এমনও ইচ্ছা মাঝে মাঝে হইত যে, যদি সম্ভব হয় লিওঁ-র গতিবিধি সে লক্ষ্য করিবে ... এমন একজন লোক সে গোপনে নিযুক্ত করিবে যে তাহার পিছু পিছু সর্ব্বত্র যাইবে ... এমন একটী লোকেরও সন্ধান তাহার মিলিয়া গিয়াছিল কিন্তু তাহার আত্ম-সম্মান বোধে আঘাত লাগিল ... যদি সে আমাকে প্রতারণাই করে, তাতে কার কি যায় আসে ?

ক্রমশঃ যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে সেই পুরাতন রিক্ততা আবার বাষ্পাকারে কুণ্ডলী পাকাইয়া উঠিতে লাগিল—যদি সে ভালবাসিয়াই থাকে, তবে তাহার মনে এ শূন্যতা বোধ কেন ? কেন এ অতৃপ্তি ? কেন, যাহা কিছু সে অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া যায়, বারে বারে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া ধূলায় ধূলা হইয়া মিশিয়া যায় ? কোথায় তাহার জীবনের সে চরম ঈপ্সিত ? কোথায় কোন্ অন্তহীন গগণের

তলে, তাহার কল্পনার সে মহানায়ক, কণ্ঠে দিব্য-সঙ্গীত, দেহে অমিত-বীর্য্য, নয়নে রাত্রির সুগভীর স্বপ্ন লইয়া তাহার জন্য অপেক্ষায় নিশি যাপন করিতেছে, সে কি কোন মতেই তাহার নিকট পৌঁছাইতে পারিবে না? এই জগতের জনতার মধ্যে কোথায় সে আত্ম-গোপন করিয়া আছে? তাহার প্রেম কি তাহাকে আবিষ্কার করিতে পারিবে না? তবে কিসের জন্য এ কণ্টক-পথে বেদনার অভিসার? যদি তাহারই দর্শন না মিলিল, তবে এ হাসি-অশ্রু-খেলার কি অর্থ?

যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহার ব্যথায়, যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ অধিকতর ব্যথার কারণ হইয়া উঠিতে লাগিল। যে আসে নাই, তাহার অদর্শনে, যাহারা কাছে আসিয়াছে, তাহারা ক্রমশঃ অর্থহীন বোঝা হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক জিনিস এম্মার নিকট নিরর্থক হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রত্যেক হাসি যেন অন্তরের ক্লান্তি ঢাকিয়া রাখিবার আবরণ, প্রত্যেক আনন্দের আয়োজন যেন অভিশাপের আঘাত, প্রত্যেক চুম্বন যেন সেই অদেখা জনের সুন্দরতর স্পর্শের কামনায় উত্তপ্ত। সে চুম্বন যে পাইল, সে উত্তাপ তাঁহার জন্য নয় ...

ক্রমশঃ বাহিরের জগৎ হইতে তাহার নিজের মানস-লোকে আত্ম-রমণে সে বাহিরের জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া গেল। রাজরাণীর মত সে দুহাতে পয়সা খরচ করিতে লাগিল কিন্তু পয়সা কল্পনার মতন সীমাহীন নয় ... ক্রমশঃ সে গোপনে সংসারের নানা আসবাব-পত্র বিক্রয় করিতে লাগিল ... তাহাও নিঃশেষিত হইয়া গেলে, সে ধার করিতে আরম্ভ করিল। যেখানে যখন যে ভাবে সুবিধা হইত, সে ধার করিত ...

বাড়ীতে দুবেলা নানা ধরণের পাওনাদারেরা আনাগোনা করিতে

আরম্ভ করিল। চার্লস্ ভাবিয়া পায় না, কোথা হইতে এত লোক তাগাদায় আসে। সংসারে আর সে শ্রীবৃদ্ধি নাই। প্রত্যেক জিনিস অগোছালো, ময়লা, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে। চার্লস্ মাঝে মাঝে এম্‌মাকে মৃদু ভর্ৎসনা করিতে চেষ্টা করে কিন্তু এম্‌মা এমন ভাবে চীৎকার করিয়া উঠে যে চার্লস থামিয়া যায়। মনে মনে ভাবে, এম্‌মার স্নায়বিক ব্যাধি নিশ্চয়ই গভীরতর হইয়া তাহার মস্তিষ্ক আক্রমণ করিয়াছে; নতুবা সামান্য সামান্য কথায় কেন সে এত উত্যক্ত হইয়া উঠে! তাই কোন কথাই সে এম্‌মার কাছে তুলিত না। ভাবিত, আহা, অকারণে তাকে উত্যক্ত করি কেন?

ইদানীং খাওয়া-দাওয়ার পর এম্‌মা উপরে চলিয়া যাইত। ডাক্তার ছোট মেয়ে বার্থাকে লইয়া বাড়ীর বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইত; কখন কখনও হাতের কাছের যে-কোনও বই তুলিয়া লইয়া তাহাকে পড়াইতে চেষ্টা করিত! সেই সব কঠিন বই-এর পাঠোদ্ধার করিতে করিতে তাহার হাই উঠিতে আরম্ভ করিত। যেন তাহাকে লইয়া সে বাগানের আগাছা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিত। মেয়েটীর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ও উৎসাহ থাকিত, তাহার পর, ক্লান্ত হইয়া সে বলিয়া উঠিত, বাবা, মার কাছে চল না!

মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইয়া আদর করিতে করিতে সে বলিত, জানতো, তোমার মা-মণির শরীর ভাল নেই! তাঁকে এখন বিরক্ত করতে নেই!

মেয়েটী বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে পিতার দিকে চাহিয়া থাকিত, যেন সে-যুক্তির কোন অর্থই সে খুঁজিয়া পায় নাই।

একদা এই সব ব্যাপার লিওঁ-র মার কাণে গিয়া উঠিল। অফিসে লিওঁ-র যে-সব সহকর্ম্মী ছিল, তাহারা প্রথমে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং শাসাইয়া যখন দেখিল যে লিওঁ-কে নিবৃত্ত করিতে তাহারা পারিল না, তখন একান্ত হিতৈষীর মত তাহারা তাহার মাকে সমস্ত কথা লিখিয়া জানাইল—জানাইল যে, তাহার পুত্রের শীঘ্রই পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে কিন্তু এক দুশ্চরিত্রা বিবাহিতা নারীর সহিত সে অবৈধ প্রেমে এতদূর উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে যে, তাহার চাকুরী থাকে কিনা সন্দেহ। পুত্রদের দূর সহরে একা ছাড়িয়া দিয়া প্রবাসী জননীরা যে-সব রাক্ষসীর আশঙ্কা নিশিদিন করেন, তাঁহার পুত্র যে সেইরূপ এক রাক্ষসীর কবলে পড়িয়াছে জানিতে পারিয়া, লিওঁ-র জননী তাহার অফিসের কর্ত্তাকে তাহার পুত্রকে উদ্ধার করিবার জন্য কাতর ভাবে আবেদন করিয়া এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্র পাইয়া অফিসের কর্ত্তা লিওঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং ঝাড়া একটী ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়া তাহার নিকট প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া লইলেন যে, সেই ভয়ঙ্কর নারীর সে আর কখনও মুখদর্শন করিবে না।

লিওঁ-ও মনে মনে এই রকম একটা বাধার অন্বেষণ করিতেছিল। আজ তাহাদের পরস্পরের দেখাশোনা একটা অভ্যাসে পরিণত হইয়াছিল মাত্র। তাই তাহারা দুইজনেই চাহিতেছিল, বাহিরের কোন বাধা বা দৈব-অপঘাতে যেন তাহাদের এই মিলন ভাঙ্গিয়া যায় ...

এহেন সময় একদা বড়দিনের উৎসবে রুয়েতে আসিয়া এম্মা নির্দ্দিষ্ট জায়গায় লিওঁ-কে দেখিতে পাইল না। সেদিন হোটেলে ছিল ছদ্মপোষাকের উৎসব। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন লিওঁ-র দেখা

পাইল না, তখন এম্‌মা হোটেলের বাহিরে যাইবার জন্য ফিরিল। পথে সিঁড়িতে একদল লোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল—তাহারা সকলেই নাবিকের ছদ্মবেশে আসিয়াছে। এম্‌মাকে একাকী দেখিয়াই, তাহারা সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের সহিত উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। এম্‌মা সে-আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিল না।

কিন্তু টেবিলে গিয়া কিছুক্ষণ পরেই সে বুঝিল, সে যাহাদের সঙ্গে আসিয়াছে, তাহারা ঠিক যে-সমাজের লোকের সহিত সে পরিচিত তাহাদের কেহ নয়। তাহাদের কথাবার্ত্তা এবং উচ্চারণের ভঙ্গী হইতে এম্‌মা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, সেই নাবিকের ছদ্মবেশের অন্তরালে যাহারা আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহারা প্রকাশ্য ভদ্র-সমাজে নিজেদের পরিচয় দিবার যোগ্য লোক নয়। ভয়ে তাহার সর্ব্বদেহ হিম হইয়া আসিল। অতি কষ্টে অন্তরের আতঙ্ক গোপন করিয়া এম্‌মা অতি সন্তর্পণে টেবিল হইতে উঠিয়া সোজা পালাইল। যতক্ষণ না সে নিজের গ্রামে নিজের ঘরে আসিয়া পৌঁছাইল, ততক্ষণ সে আর পিছন ফিরিয়া পর্য্যন্ত চাহে নাই—

কিছুক্ষণ বাদে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে বাড়ীর ঝি তাহার হাতে এক-খানা খাম দিয়া গেল। এধরণের খাম ইতিপূর্ব্বে সে আর কখনও দেখে নাই! তাড়াতাড়ি খাম খুলিয়া সে পড়িতে আরম্ভ করিল।

"রয়েল কোর্ট অফ্ জাষ্টিসের বিচার অনুসারে..." বিচার? কিসের বিচার? কাহার বিচার?

"এতদ্বারা ম্যাদাম বোভারীকে আদেশ করা যাইতেছে যে··· অদ্য তারিখ হইতে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে উক্ত আদালতে আট হাজার ফ্রাঙ্ক,

[illegible] ঋণের পরিশোধের পরিমাণ যাহা আদালত কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট [illegible]ছে, তাহা জমা না দিলে... আইনের সর্ব্বোত্তম শাস্তি-রূপে [illegible] স্থাবর সম্পত্তি...”

[illegible]াদাম বোভারীর চোখের সম্মুখে সহসা সমস্ত পৃথিবী যেন এক নিমেষে অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া গেল! চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে! তার মানে, কাল সকাল বেলাতেই... ।

এ নালিশ সেই দরজীরই কাজ...দিনের পর দিন...তাহার মারফৎ এম্‌মা তাহার বিলাসিতার সমস্ত জিনিস কিনিয়াছে...ধূর্ত্ত ব্যবসায়ীর মত বিল যখন বেশী হইয়াছে, সে হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া লইয়াছে...আজ যখন সে বুঝিল যে তাহার আসামীর ঋণ-পরিশোধের আর কোন সহজ পথ নাই ... তখন সে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে!

নিরুপায় হইয়া এম্‌মা তাহার বাড়ী ছুটিল ··· দুই হাত দিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল ...

—ওসব তো আর চলবে না···আদালত থেকে ডিক্রী হয়ে গিয়েছে ··· আমি কি করবো?

—আমি যদি কিছু জোগাড় করে এনে দি!

—তাতে কিছু হবে না!

—আর কিছু দিন সময় দাও!

—আমার হাতে আর তা নেই...যখন উড়ে উড়ে বেড়িয়েছিলেন, তখন বুঝি মনেই পড়ে নি...এ টাকাগুলো একদিন শোধ দিতে হবে!

এম্‌মার চোখে টস্‌ টস্‌ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল ।

লোকটী হাসিয়া উঠিল। চাকরের নাম ধরিয়া ডাকিয়া ... ওরে, একে দরজা খুলে. বাইরে একখানা গাড়ী ডেকে দে!

—অমি শেষবার তোমার কাছে মিনতি করছি, এ... আমাকে পথে ফেলে দিও না!

—তাতে কার কি যায় আসে!

এই বলিয়া সে আপনিই ঘর হইতে উঠিয়া গেল।

* * * *

পরের দিন যথারীতি আদালত হইতে পেয়াদা আসিল। এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া প্রত্যেক জিনিষের একটা ফর্দ্দ তৈয়ারী করিল। সৌভাগ্য-বশতঃ চার্লস তখন বাড়ী ছিল না। যাহাতে চার্লস হঠাৎ সেই সময় বাড়ী না ফিরিয়া আসে, তাহার জন্য এম্‌মা তাহার বিশ্বস্ত পরিচারিকাটীকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল...

উপরের একঘরে কিছু অর্থ দিয়া গোপনে পেয়াদাকে লুকাইয়া রাখিল।

সন্ধ্যার সময় টেবিলে চার্লস যখন খাইতে বসিল, তখন তাহার মুখের চেহারা দেখিয়া এম্‌মা আরো বিব্রত হইয়া গেল। চার্লসকে কখনও সে এতদুর বিমর্ষ আর দেখে নাই। তবে কি চার্লস্ সব জানিতে পারিয়াছে?

এমন সময় দোতলার ঘর হইতে পেয়াদা প্রভু সশব্দে নড়িয়া উঠিলেন। বোধহয়, এই গোপন-বাসে উত্যক্ত হইয়া তিনি কিঞ্চিৎ অঙ্গ-সঞ্চালন করিয়া লইতেছিলেন। খাইতে খাইতে চার্লস্ বলিয়া উঠিল, ওপরে যেন কার আওয়াজ পাচ্ছি।

—মাথা খারাপ হলো নাকি! ওপরে আবার কে থাকবে? জানলা, ...লো খোলা আছে, তাই বাতাসে শব্দ হচ্ছে!

...রাত্রি কোনও ক্রমে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকাল বেলাতেই ...মা রুয়ে যাত্রা করিল। যত ব্যাঙ্কারের নাম তাহার জানা ছিল, ...ত্যেকের দরজায় সে ...না দিল। কাহারও সহিত দেখা হইল, ...হারও সহিত দেখা হইল না। যাহাদের সহিত দেখা হইল, তাহারা ...ত্যেকে ঈষৎ হাসিয়া এম্মাকে ফিরাইয়া দিল।

নিরাশ হইয়া সে লিওঁ-র হোটেলে গিয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া ...ড়া নাড়িতে নাড়িতে ভিতর লইতে লিঁও উত্তর দিল, কে?

—আমি!

দরজা খুলিয়া দিতে দিতে লিঁও বলিল, আজ কাল হোটেলে ...ড় কড়া নিয়ম হয়ে গিয়েছে ... যে কেউ যখন তখন দেখা করতে ...লে ...

—কিন্তু আমার বিশেষ দরকার! আমার জন্যে লিঁও, তোমাকে যমন করেই হোক আট হাজার ফ্রাঙ্ক যোগাড় করে দিতে হবে!

দুই হাত দিয়া তাহাকে সজোরে নাড়া দিয়া সে বলিয়া উঠিল, শুনছো, না, শুনছো না? আমার চাই-ই চাই আট হাজার ফ্রাঙ্ক!

লিঁও ঈষৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, তুমি পাগল হয়ে গেলে নাকি?

—হয়নি এখনো, তবে শিগ্গিরই হবো!

তখন এম্মা সোজা সব কথা তাহাকে বলিল...চার্লস এখনো কিছু জানে না...যেমন করে হক্ তাহাকেই সে টাকা জোগাড় করিয়া দিতে হইবে ...

—কিন্তু, তুমি কি করে আশা কর যে আমি ...

—ছিঃ ! তোমার বলতে লজ্জা করে না, কাপুরুষ ! অবশে... হইল, অত টাকা না হোক্ ... যাহা এখন পাওয়া যায় ··· লিঁও ... অন্বেষণে বাহির হইল ... প্রায় ঘন্টা খানেকের পর ঘুরিয়া আসিয়া ... জানাইল যে, কিছুই হইল না !

দুইজনে মুখোমুখী চুপ করিয়া বহুক্ষণ বসিয়া রহিল। তারপর এম্মা প্রথম কথা বলিল,

—আমি যদি তোমার জায়গায় থাকতাম, তাহলে এক্ষুণি জোগাড় করে আনতাম ...

—কেমন করে, কোথা থেকে ?

—কেন, তোমার অফিস থেকে !

লিঁও বুঝিল এম্মা তাহাকে কি কাজে উত্তেজিত করিতে চাহিতেছে। নিজেকে সে বিশ্বাস করিত না। হয়ত বা এম্মার চক্রান্তে সে তাহা করিয়াও ফেলিতে পারে। তাড়াতাড়ি তাহার মাথায় এক বুদ্ধি আসিল। বলিল, আচ্ছা, তুমি ফিরে যাও, আমার এক বড়লোক বন্ধু আজ রাত্তিরে ফিরবে ... সে নিশ্চয়ই আমাকে ফিরোবে না ... কাল আমি টাকা নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো ··· যাও !

লিঁও ভাবিয়াছিল, এই কথা শুনিয়া এম্মা উল্লসিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণই তাহার দেহে দেখা গেল না।

দরজা পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া সে বলিল, তুমি ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীটি ... আমি প্রাণপণ চেষ্টা করবো ... যদি দেখো তিনটে পর্য্যন্ত আমি গিয়ে পৌছলুম না, তাহলে বুঝবে যে ... হলো না ... নিরুপায় !

কোন কথা না বলিয়া নীরবে এমমা চলিয়া আসিল। কোন কথা বলিবার তাহার ইচ্ছা পর্য্যন্ত আর ছিল না।

* * *

পরের দিন সকাল নটার সময় ঘুম ভাঙ্গিতেই এম্‌মা দেখিল, তাহাদের বাড়ীর সামনে লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। দরজার সামনে কি একখানা কাগজ তাহারা সকলে পড়িতেছে। ঝি আসিয়া খবর দিল, সর্ব্বনাশ হয়েছে ··· আর লুকোনো যায় না ... আদালত থেকে নীলেমের নোটীশ দিয়েছে ... আজই সমস্ত জিনিস নীলাম হইয়া যাইবে!

এম্‌মা আর কোন কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেই সে সোজা হোম্যের ডাক্তার খানায় গিয়া উপস্থিত হইল। সৌভাগ্য বশতঃ হোম্যে তখন বাড়ী ছিল না। সে জানিত সে যে-জিনিষ খুঁজিতেছে, তাহা আলমারীর কোথায় আছে ... কম্পাউণ্ডার ভিতরে যাইতেই শিশি হইতে খানিকটা শাদা গুঁড়া মুখে দিয়া রাত্রির অন্ধকারে সে আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * * *

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার বাড়ী ফিরিয়া যে-দৃশ্য দেখিল, তাহাতে সে অবাক্ হইয়া গেল। তাহার দুই চোখ ফাটিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। এম্‌মা···এম্‌মা কোথায়? কেন সে তাহাকে বলে নাই?

এম্‌মা বাড়ী আসিতেই ডাক্তার কাতর ভাবে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল।

—কি হয়েছে, লক্ষ্মী! কোথায় গিয়েছিলে?

এম্‌মা চার্লসের হাতে শীলমোহর করা একখানি চিঠি দিয়া বলিল,

কাল সকালে এই চিঠিখানা তুমি খুলবে...তার মধ্যে,...তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে কোন প্রশ্ন আর করোনা...

—কিন্তু......

—না, না...আর কোন কিন্তু নেই··· সোজা সিঁড়ির রেলিং ধরিয়া এম্‌মা উপরে তাহার শুইবার ঘরে গিয়া সোজা বিছানায় শুইয়া পড়িল। মুখের মধ্যে একটা নিদারুণ তিক্তশ্বাস সে ক্রমশঃ অনুভব করায় সে চোখ চাহিল···দেখিল ... ম্লান বিষন্ন মুখে চার্লস তাহার শয্যা-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে ···সে আবার চোখ বুজিল ···

হঠাৎ নিদারুণ তৃষ্ণায় তাহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, জল, জল!

চার্লস তাড়াতাড়ি তাহার মুখে জল তুলিয়া ধরিল। বাষ্প-রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, এম্‌মা, এম্‌মা আমার, বল, বল, তোমার কি হয়েছে?

—কিছু না...আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে···তুমি ঐ জানালাটা খুলে দাও...

ক্রমশঃ তাহার সর্ব্ব-শরীর হিম হইয়া আসিতে লাগিল। উন্মাদের মত চার্লস বলিয়া উঠিল, এম্‌মা, এম্‌মা, বল, বল, কি হয়েছে তোমার!

এইবার তুমি পড়তে পার চিঠিখানা···

তাড়াতাড়ি শীলমোহর ভাঙ্গিয়া প্রথম কয়েক লাইন পড়িতেই চার্লস পাগলের মত চীৎকার করিয়া উঠিল. বিষ, বিষ খেয়েছ এম্‌মা. কিন্তু কেন? কেন? কেন এ কাজ তুমি করলে?

তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে জড়িত কণ্ঠে এম্‌মা বলিল, কেঁদো না, আমি আর বেশীক্ষণ তোমাকে জ্বালাতন করবো না...

—আমি তোমার ও-কথা শুনতে চাইনা ··· তুমি বল, কেন তুমি, এ কাজ করলে ...

—আমি করিনি···আমাকে করতে হলো ···

—তুমি কি সুখী ছিলে না? সে কি আমারই অপরাধ? আমার যা কিছু সাধ্য, তাতো আমি করেছিলাম তোমার জন্যে···

—সত্যি···তুমি তা করেছিলে ··· তোমার করুণার অন্ত নেই ...

ধীরে, অতি ধীরে কম্পিত আঙুলগুলি সে ডাক্তারের চুলে বুলাইতেছিল···সেই অন্তিম স্পর্শে, ডাক্তারের সমগ্র দেহ মন যেন ভাঙিয়া পড়িতেছিল··· তাহার মনে হইতেছিল, সেই স্পর্শে এম্‌মা যেন তাহার জীবনের সর্ব্বোত্তম প্রেম তাহাকে নিবেদন করিয়া যাইতেছিল ... সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খুঁজিয়া সে পাইল না, যে তাহাকে এত ভালবাসে, কেন সে এমন করিয়া তাহার পাশ হইতে চলিয়া যাইতেছে?

সহসা এম্‌মার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল, সোজা বিছানা হইতে উঠিয়া বসিল···শূন্যে কি যেন দুই মুঠী দিয়া ধরিতে গেল···তারপর তাহার অবশ দেহ লুটাইয়া পড়িল...

নীচে তখন নীলাম বিক্রয় চলিতেছিল।

এমমার মৃত্যুর পর কয়েক মাস চলে গিয়েছে।

ডাক্তার বড় একটা বাড়ী থেকে আর বেরোয় না।

সারাদিন মেয়েটীকে নিয়েই সে থাকে। তার সঙ্গে সে খেলা করে, তার সঙ্গে পড়ে, তার দুটী ছোট্ট হাত ধরে বাগানে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যা

হলে এম্মার কবরে গিয়ে সে শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। তার অজ্ঞাতে দু ফোঁটা চোখের জল কবরের ঘাসে শিশিরের মত এসে পড়ে।

এম্মার মৃত্যুর পর তাদের ওপরের শোবার ঘরে সে আর ঢোকে নি। একদিন কি মনে করে, সেই ঘরে গিয়ে, যা কিছু জিনিস অবশিষ্ট ছিল, তা নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলো। অতীত দিনের টুক্‌রো টুক্‌রো সব স্মৃতি...

একটা ড্রয়ার টানতে···বেরিয়ে এলো একটা শুকণো ফুলের মুকুট... এম্‌মা বিয়ের দিন এই মুকুট মাথায় পরেছিল...তার পুরাণো খানকতক রুমাল...তখনও এম্‌মার দেহের গন্ধ তার সঙ্গে জড়ান ছিল...

ড্রয়ার খুলতে খুলতে হঠাৎ ড্রয়ার মধ্যে একটা ছোট কুঠুরি তার চোখে পড়লো। এমমা বেঁচে থাকতে, সে কোনদিন এ-সব ড্রয়ারে হাত দেয় নি—কোথায় কি আছে সে জানতোও না—

সেই গোপন কুঠুরির ভেতর দেখলো, সুন্দর খামে সব চিঠি···

কম্পিত হাতে একটীর পর একটী খাম খুলে সে পড়তে পাগলো... রুড্‌লফের লেখা, লিওঁর লেখা...

সামনে একটা চেয়ার ছিল...চার্লস্‌ জড়-পুত্তুলির মত তার ওপর বসে পড়লো...এত দিন যে প্রশ্নের উত্তর সে পায় নি, তার সব উত্তর যেন আজ সে সহসা পেয়ে গেল...

মেয়েটী নিচে খেলা করছিল। অনেকক্ষণ বাবাকে দেখতে না পেয়ে, সে ছুটে ওপরে এসে দেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে তার বাবা শুয়ে আছে।

—বাবা! বাবা! শুনছো! বারে! কথা বলো না, শুনছো?

ডাক্তার বোভারীর প্রাণহীন দেহ মাটীতে পড়ে গেল।

সমাপ্ত।